পাষাণের মেয়ে

[পৌরাণিক নাটক]

শ্রীআনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ
সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত

—স্বর্ণলতা লাইব্রেরী—
৯৭।১এ, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা—৬
শ্রীরঞ্জিত কুমার শীল কর্তৃক
প্রকাশিত

সন ১৩৫২ সাল

চতুর্থ সংস্করণ]

আমার কথা

মহাকবি কালিদাসের অমর কাব্য **"কুমার-সম্ভব"** গ্রন্থকে নাটকাকারে রূপায়িত করতে সত্যম্বর অপেরায় স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু গৌরচন্দ্র দাস মহাশয় আমায় অনুরোধ করেন। তাঁরি কথায় আমি এই নাটক লিখিতে শুরু করি। আমার এই নাটকে যতদূর সম্ভব মহাকবির অমর কাব্যের কাহিনী বজায় রেখে'ছ।

আমার কয়েকখানি গান বাদে এই নাটকের অধিকাংশ গান রচনা করেছেন বর্দ্ধমান নিবাসী মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু দোলগোবিন্দ ঘোষ মহাশয়। স্বত্বাধিকারী মান্যবর গৌরবাবুর অক্লান্ত পরিশ্রমে ও বহু অর্থব্যয়ে, বন্ধুবর নন্দগোপাল রায় চৌধুরী ও গুরুপদ ঘোষের পরম উৎসাহে আমার মানস-কন্যা **"পাষাণের মেয়ে"** আজ সুধী-জনগণের কাছে পরিচিত হয়েছে। এজন্য তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমার নাটকের ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গে যদি দর্শকের মনে কণামাত্র রেখাপাত ক'রে থাকে, সেজন্য আমি ধন্য। আমার নাটকে যদি কোন দোষ-ত্রুটি থাকে, আশা করি প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ নিজগুণে আমায় মার্জ্জনা করবেন। ইতি—

আনন্দময়

পাষাণের মেয়ে

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পাহাড়-পার্শ্বস্থ নির্ঝরণী তট।

অদূরে সতীদেহস্কন্ধে ধীরে ধীরে শোকার্ত্ত
মহেশ্বর যাইতেছিলেন, ভৈরবী
গাহিতে গাহিতে আসিল।

ভৈরবীগণ।— গীত

মা, ওগো মা, ফিরে এসো, এসো ফিরে
তোমার লাগি বিশ্বপিতা ভাসিছ অশ্রুনীরে
বিশ্বপিতার আঁখিজল চরণে লোটায় তোমার
হ'যে লক্ষ শত শতদল—
ফিরে এসো ওগো কল্যাণি, মঙ্গল-শঙ্খ করে।
বিশ্বের বুকে উঠেছে না বেদনা-বৈশাখী ঝড়,
ধরণীর বুকে আছাড়ি শাখা, তোমারে ডাকিছে নিরন্তর;
তবু কি রহিবে মা মহাঘুমঘোরে॥

[প্রস্থান

মহেশ্বরের প্রবেশ।

মহেশ্বর। সতি! সতি! সতি!
বারেক জাগো রে প্রিয়া,

জুড়াইতে মহেশের হিয়া;
তোমার বিরহে
অধঃ-উর্দ্ধ-মধ্যস্থলে ভ্রমি অবিরাম।
তবু জাগিবে না?
পিতৃমুখে পতিনিন্দা
সহিতে না পারি
সত্যই কি দক্ষালয়ে
ত্যজিয়াছ প্রাণ?
তবে কি আমি
যুগ-যুগান্তর ধরি
বহিতেছি এই সতীদেহ?
ওগো মোর সহচরি,
সত্যিই কি তুমি
জাগিবে না আর?

বিষ্ণুর প্রবেশ।

বিষ্ণু। না মাহেশ, জাগিবে না সতী।
মহেশ্বর। কে—?
বিষ্ণু। আমি—বিষ্ণু।
মহেশ্বর। [ফিরিয়া] বিষ্ণু!
তুমি পারো এই দেহে
প্রাণ সঞ্চারিতে?
বিষ্ণু। না।
মহেশ্বর। না?

বিষ্ণু। না ;
ওই দেহে জীবন-সঞ্চার
সম্ভবে না কভু।
মাতা সতী—নহে মৃতা,
নিয়তিবিধানে স্বেচ্ছায় ত্যজেছে দেহ।

মহেশ্বর। জাগিবে না সতী ?

বিষ্ণু। না মহেশ !

মহেশ্বর। তবে কি হেতু হে নারায়ণ,
হেথা তব আগমন ?

বিষ্ণু। ফিরাইতে গতি তব।

মহেশ্বর। কে ফিরাবে গতি মোর'?

বিষ্ণু। আমি।

মহেশ্বর। তুমি ?

বিষ্ণু। ভেবে দেখ কেবা তুমি,
কোন্ কার্য্য সৃষ্টিমাঝে তব,।
মিথ্যা মায়া মোহে
কর্ত্তব্য ফেলিয়া দূরে
সতীদেহ স্কন্ধে ল'য়ে
ভ্রমিতেছ উন্মাদের প্রায়—
যুগ-যুগান্তর ধরি।
এই কি উচিত তব শূলপাণি ?

মহেশ্বর। শুনিতে চাহিন না কিছু
চাহি শুধু সতীদেহে
প্রাণ সঞ্চারিতে।

পারো—সতীদেহে দাও প্রাণ,
নয় ফিরে যাও আপনার পথে।

বিষ্ণু। স্কন্ধ হ'তে ফেলে দাও দেব,
ওই মৃত সতীদেহ,
ফিরে চল নিজ কর্ম্মপথে।

মহেশ্বর। না—না, ফিরিব না।

বিষ্ণু। ভাব মনে মহেশ্বর।
আপনারে ভুলি' তুমি
কোন কর্ম্মে হইয়াছ ব্রতী?
সৃষ্টির সূচনাক্ষণে
সংহারের কার্য্যভার করিলে গ্রহণ।
যুগ-যুগান্তর ধরি
সমভাবে চলিয়াছে
সৃষ্টি স্থিতি ক্রিয়া,
"লয়" শুধু রয়েছে স্থগিত।
রহ যদি আপন কর্ত্তব্য ভুলি,
কার্য্য তব কে সাধিবে
বল হে মহান্?

মহেশ্বর। নাহি 'জানি কার্য্য মোর।
জানি শুধু সতী—সতী—সতী!
পারি যদি সতীরে ফিরাতে কোনদিন,
সেইদিন খুঁজে লবো আপনারে আমি!

বিষ্ণু। [স্বগত] সতীহারা উন্মাদ শঙ্কর।
[প্রকাশ্যে] হে পিনাকি!

নিত্য কত পতি-কোল হ'তে
কত সতী লয়েছ কাড়িয়া.
তবু চলে সৃষ্টির নিয়ম।
কিন্তু তুমি আজি
সতী লাগি হয়েছ উন্মাদ ?

মহেশ্বর। সত্যই উন্মাদ আমি হয়ে থাকি যদি,
তবে উন্মদনা থাকে যেন
যুগ-যুগান্তর।

বিষ্ণু। উন্মাদনা ত্যজিতে হইবে
তোমারে শঙ্কর !

মহেশ্বর। কেন, তব রক্তচক্ষু দেখি ?

বিষ্ণু। না, কর্ত্তব্যের আহ্বানে।

মহেশ্বর। জানি না কর্ত্তব্য।
ধর্ম্ম ধর্ম্ম ধ্যান জ্ঞান মোর
সতী—সতী—সতী—।

বিষ্ণু। ফেলে দাও মহেশ্বর,
গলিত ও সতীদেহ

মহেশ্বর। না—না, ফেলিব না।
কন্ধে ল'য়ে এই দেহ—[যাইতে লাগিলেন]
চ'লে যাবো অনন্তের পথে।

বিষ্ণু। দাঁড়াও মহেশ !

মহেশ্বর। [দাঁড়াইলেন] কেন ?

বিষ্ণু। ফেলে দাও সতীদেহ।

মহেশ্বর। ফেলিব না।

চেয়ে দেখ
কেবা আমি সম্মুখে তোমার।

মহেশ্বর। চাহি না দেখিতে তোমা,
চাহি শুধু চ'লে যেতে
আপনার পথে। [চলিলেন]

বিষ্ণু। রুদ্ধ তব গতিপথ—

মহেশ্বর। [ফিরিলেন শ্রীবিষ্ণু মহান!

বিষ্ণু। এই বিষ্ণু-অংশ হ'তে
সৃষ্টিকার্য্যে সহায় হইতে
ব্রহ্মা মহেশ্বরে করেছি সৃজন।
হে মহেশ!
পুনঃ যদি ইচ্ছা করি
ব্রহ্মা মহেশ্বর সহ ব্রহ্মাণ্ড নাশিয়া
নব সৃষ্টি রচিতে সক্ষম।
এক হ'তে তিন অংশে
হয়েছি বিভাগ মোর;
সৃষ্টি কার্য্যে যদি
না হও সহায় মোর,
তবে কিবা প্রয়োজন মহেশ্বর] ?

মহেশ্বর। তবে সতীসম চৈতন্য হরিয়া মোর
মহিমা প্রচার কর সৃষ্টিমাঝে তব।

বিষ্ণু। শুন হে ঈশান! ইঙ্গিতে আমার
তোমাকে চলিতে হবে।

মহেশ্বর। লুকাও—লুকাও চক্রি

ইঙ্গিতে তোমার আপনার মাঝে ;
শক্তিসহ চলিলাম নিজ কর্ম্মপথে।

বিষ্ণু। এই সুদর্শনে
শক্তিহীন করিব তোমায়

মহেশ্বর। হের চক্রধারি,
মহাশূল করে মোর।
উন্মাদনাজ্বালা আজি
ত্রিশূলের মুখে—[ত্রিশূল উত্তোলন]

বিষ্ণু। অব্যাহত রাখিতে বাসনা মোর
আজি অগ্রসর আমি। [চক্রতুলিলেন]

মহেশ্বর। যাক্ তবে সৃষ্টি রসাতলে।

[উভয়ের যুদ্ধ ও প্রস্থান

গীতকণ্ঠে দেবর্ষির প্রবেশ।

দেবর্ষি।— নৃত্যগীত

প্রলয় ঝঞ্ঝা বজ্র হানিছে ভেঙে পড়ে বুঝি বিশ্বখান।
চক্র ত্রিশূল ঘর্ষণে উঠিল একি অগ্নিরতুফান।
কাঁপে পৃথ্বী টলে ব্যোম' নৃত্য করে জলধরি জল,
উঠিছে হুঙ্কার গরজে ভীষণ সৃষ্টি আজি টলমল,
সম্বর ক্রোধ হর-হরি, কর রণ অবসান।

[প্রস্থান

[করুণ-সুর ধ্বনিত হইতেছিল]

উন্মত্ত মহেশ্বরের পুনঃ প্রবেশ

মহেশ্বর। সতি। সতি! সতি!

বিষ্ণুর পুনঃ প্রবেশ।

বিষ্ণু। সতী নাই—সতী নাই।
মহাচক্রে মোর
মাতৃ-অঙ্গ একান্ন খণ্ডেতে
বিভক্ত করিয়া
ফেলে দিছি ধরণীর বুকে।
মাতৃ অঙ্গ পড়েছে যথায়
মহাতীর্থ হবে সেই স্থান।

[প্রস্থান

মহেশ্বর। সতী নাই—সতী নাই—?
এত শক্তি তব শ্রীবিষ্ণু মহান্?
আপনি ধরিয়া চক্র—
পণ্ড করি সাধনা আমার
জোর ক'রে ল'য়ে গেল প্রিয়ারে আমার?
আজি হ'তে একা আমি
পথে পথে কাঁদিয়া ফিরিব?
[সহসা প্রলয়-সুর বাজিয়া উঠিল]
না—না,
হে বিষ্ণু! কাঁদাবো তোমায়,
কাঁদাইব সার্ব্বদেবগণে।
আজি এই নেত্রানল হ'তে
সৃজিয়া দানব এক
স্বর্গধামে ঘটাবো বিপ্লব।

ওঠো—জাগো দুরন্ত দানব !
বিবর্দ্ধন—বিবর্দ্ধন রে অসুর ! হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—

তারকাসুরের আবির্ভাব

তারক। কে—কে ?
মহেশ্বর। তিষ্ঠ—
তারক। কেবা আমি ?
মহেশ্বর। দুরন্ত দানব।
তারক। কেবা তুমি ?
মহেশ্বর। স্রষ্টা আমি তব।
তারক। কিবা কার্য্য মোর ?
মহেশ্বর। দেবতা-দলন।
তারক। কিবা নাম ?
মহেশ্বর। তারকব্রহ্ম হইতে জনম তোমার
সেই হেতু নাম তোমার তারকাসুর।
যাও বৎস ! স্বরাজ্য শাসনে।
তারক। কোথা রাজ্য মোর ?
মহেশ্বর। রাজ্য তব ত্রিভুবন।
তারক। ত্রিভুবনে অরি মোর ?
মহেশ্বর। ত্রিভুবনে অবধ্য সবার তুমি।
তারক। দেহ পদধূলি পিতা !
জয় শূলী শম্ভু মহেশ মহান্ ! [প্রণাম]
মহেশ্বর। করি আশীর্ব্বাদ—
চিরদিন অজেয় রহিবে ভবে।

তারক। তবে অমরত্ব করিলাম লাভ?

মহেশ্বর। সুনিশ্চয় কর্ম্মগুণে অমরত্ব পাবে।
কিন্তু যদি কভু মাতৃ-অঙ্গে
কর হস্তক্ষেপ
কালঘুম আঁখিপাতে আসিবে নামিয়া।
যাও বৎস। আজ্ঞা মোর।
ত্রিভুবন জয়ে হও অগ্রসর।

তারক। শিরে লয়ে তব আশীর্ব্বাদ
চলিলাম কর্ম্মপথে।

[প্রস্থান

মহেশ্বর। শ্রীবিষ্ণু মহান্!
দেখি এবে কত শক্তি ধর তুমি?
বিচার করুক্ বিশ্ব
শ্রেষ্ঠ কেবা, বিষ্ণু কিম্বা শিব?
বিষ্ণু-কার্য্যে সহায় না হবো আমি,
চ'লে যাবো অনন্তের পথে
মহা সাধনায় সতীরে ফিরাতে।
সতি প্রাণপ্রিয়া মোর!
দেহ তব নিয়েছে ছিনায়ে,
কিন্তু মহাযোগী মহেশ্বর
পুনঃ যোগবলে ফিরাবে তোমায়।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

কৈলাসধাম

ঋষিকুমারীগণ গাহিতেছিল

ঋষিকুমারীগণ।— গীত

আঁধার সিন্ধুপারে—
হোথা কি জাগে আলোর প্রতিমা ধরণীর ব্যাথাভারে ?
ভূধর দাঁড়াবে স্বপনের মাঝে,
নিরাশ হৃদয়ে কি রাগিণী বাজে,
সেই সুরে সুরে এই গিরিপুরে
হাসিবে কবে সুষমারে!
থাক্ আঁখির পিয়াসা
আরতির দীপে শুধুই হেরিতে তারে।

[প্রস্থান

ত্রিকলাঙ্গ ও জ্যোতিশ্বরীর প্রবেশ

ত্রিকলাঙ্গ। ওই—ওই—ওইখানে বাবার আসন। যাও এগিয়ে যাও। যত পারো বাবার মাথায় জল ঢেলে পুণ্য অর্জ্জন ক'রে নাও। বাবা! আচ্ছা মাগীর পাল্লায় পড়েছি। ঠাকুর দেখবো—ঠাকুর দেখ্‌বো ক'রে আজ তিনদিন রান্নাবান্না পর্য্যন্ত শিকেয় তুলে দিয়েছে মশাই।

জ্যোতি। বাবার স্থানে এসে অমন যা-তা কথা ব'লো না বলছি।

ত্রিকলাঙ্গ। না—বল্‌বে না? আজ তিনদিন—

জ্যোতি। আচ্ছা, তুমি কি আমায় একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে বাবার পূজো করতেও দেবে না?

ত্রিকলাঙ্গ। আচ্ছা, কর—কর, প্রাণভরে বাবার পূজো কর। আমি এই একপাশে শুকনো গাছের গুঁড়ির মত চুপটী ক'রে খাড়া থাকি।

জ্যোতি। হাঁ, যতক্ষণ না আমার পূজো শেষ হয়, ততক্ষণ ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে।

ত্রিকলাঙ্গ। ভগবান্ ব্যাটাকে যদি একবার দেখতে পাই, বলবো ঠাকুর! মেয়েমানুষগুলোকে কি পুরুষমানুষের সর্ব্বনাশ করতে সৃষ্টি করেছ?

জ্যোতি। ফের কথা?

ত্রিকলাঙ্গ। কিন্তু ঠিক খাড়া হেথা।

জ্যোতি। চুপ!

ত্রিকলাঙ্গ। আওয়াজখানি যেন অবিকল "হুপ"।

জ্যোতি। আচ্ছা, তুমি আমায় পূজো করতে দেবে কি না?

ত্রিকলাঙ্গ। নাও—নাও, যত পারো পূজো কর।

জ্যোতি। লক্ষ্মীটি, তুমি একটু চুপ্ কর; আমি বাবার পূজোটা সেরে নিই।

ত্রিকলাঙ্গ। আচ্ছা—আচ্ছা। হ্যাঁ, পূজোটা যেন চট্পট্ সারা হয়।

জ্যোতি। এই দেখ না, বসবো আর উঠবো।

ত্রিকলাঙ্গ। হ্যাঁ, যত তাড়াতাড়ি পারো সেরে নাও।

জ্যোতি। বাবা মহেশ, বাবা সর্ব্বজ্ঞ, বাবা অন্তর্য্যামি আমার মনোবাসনা পূর্ণ কর বাবা। আমি তোমায় ষোড়শোপচারে পূজো দেবো বাবা! আমায় একটি ছেলের বর দাও বাবা!

ত্রিকলাঙ্গ। এই—এই, খবরদার—খবরদার! ও কথাটি মুখে এনো না।

জ্যোতি। কি কথা?

ত্রিকলাঙ্গ। ওই ছেলের বর চাইতে পাবে না।

জ্যোতি। কেন, তাতে কি হয়েছে?

ত্রিকলাঙ্গ। খবরদার বল্‌ছি, ও কথা মুখে এনো না।

জ্যোতি। ঠাকুর দেবতার কাছে ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হ'তে চাইবো না?

ত্রিকলাঙ্গ। না।

জ্যোতি। তবে এতদূর ছুটে ছুটে এলুম কি জন্য?

ত্রিকলাঙ্গ। ঠাকুর দেবতা কি তোমার ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ করাতে ব'সে আছেন নাকি?

জ্যোতি। নিশ্চয় আছেন। তা না হ'লে আজ তিনদিন উপবাস ক'রে এই পাহাড় পর্ব্বতে ছুটে আসছি কেন?

ত্রিকলাঙ্গ। ঠাকুর দেবতা আছেন আমাদের পাপপুণ্য বিচার কর্‌বার জন্য।

জ্যোতি। না. ঠাকুর দেবতা আছেন আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ করবার জন্য।

ত্রিকলাঙ্গ। মিথ্যাকথা।

জ্যোতি। না, সত্যকথা। এই দেখনা, ঠাকুরের কাছে কায়মনো প্রাণে জানালেই আমাদের ছেলে হবে।

ত্রিকলাঙ্গ। ঠাকুরের কাছে মাথা ঠুকে ছেলের বর নিতে হবে?

জ্যোতি। হ্যাঁ, সেইতো বেশ ভাল হবে। বেশ টুকটুকে সুন্দর ছেলে হবে দেবদ্বিজে ভক্তি থাক্‌বে—

ত্রিকলাঙ্গ। উঠে এসো—উঠে এসো বল্‌ছি শীগ্‌গির—

জ্যোতি। কেন, উঠে যাবো কেন?

ত্রিকলাঙ্গ। আগে উঠে এসো বল্‌ছি।

জ্যোতি। তুমি কি পাগল হ'লে নাকি?

ত্রিকলাঙ্গ। কোন কথা নয়, আগে উঠে এসো বল্‌ছি।

জ্যোতি। একটু অপেক্ষা কর না—

ত্রিকলাঙ্গ। না, আগে এসো—

জ্যোতি। কি কুক্ষণেই তোমার গলায় মালা দিয়েছিলুম আমায় একটু স্থির হ'য়ে বসে ঠাকুর দেবতার পূজো করতেও দেবে না।

ত্রিকলাঙ্গ। দেখ, রাগ ক'রো না। সাধন-ভজন যখন আমার কাজ, তখন তুমিও প্রাণভরে করবে, তবে—

জ্যোতি। তবে কি?

ত্রিকলাঙ্গ। ঠাকুর দেবতার কাছে কিছু চাইতে পাবে না।

জ্যোতি। কেন?

ত্রিকলাঙ্গ। তুমি জানো না গিন্নি, ওই বুড়ো ব্যাটা বড সাংঘাতিক ঠাকুর।

জ্যোতি। কেন, কি হয়েছে?

ত্রিকলাঙ্গ। আমাদের সর্ব্বজ্ঞ ঋষিঠাকুর আর তার স্ত্রী—দুজনে মিলে ওই বুড়ো ব্যাটার কাছে একটি পুত্র চেয়েছিল।

জ্যোতি। হ্যাঁ—হ্যাঁ, সর্ব্বজ্ঞ ঠাকুরুণের ছেলে হয়েছিল বটে। তাদের কি দুর্ভাগ্য দেখ বাবার দোর ধ'রে যদিও বা একটি ছেলে হ'লো, আবার নষ্ট হ'য়ে গেল।

ত্রিকলাঙ্গ। তুমি কিছুই জানো না—

জ্যোতি। আমি সব জানি। ছেলে হ'লো, সূতিকাগারে ম'রে গেল, আর আমি কিছু জানি না?

ত্রিকলাঙ্গ। তুমি ছাই জানো।

জ্যোতি। তুমি পাঁশ জানো।

ত্রিকলাঙ্গ। আচ্ছা, তোমাদের জাতের কি স্বভাব বল তো? না জেনে শুনে সব বিষয়ে হাম্‌বড়া হয়ে তর্ক করা?

জ্যোতি। সর্ব্বজ্ঞ ঠাকুরের ছেলে ম'রে গেছে, একথা সকলেই জানে।

ত্রিকলাঙ্গ। না—না,—সর্ব্বজ্ঞ ঠাকুরের ছেলে মরেনি—

জ্যোতি। মরেনি?

ত্রিকলাঙ্গ। না।

জ্যোতি। তবে সে ছেলে গেল কোথায়।

ত্রিকলাঙ্গ। শিবের কাছে পুত্র চেয়ে সর্ব্বজ্ঞ ঠাক্‌রুণ যখন গর্ভবতী হলেন, তখন কি আনন্দেই না দিন কাটাতে লাগলেন।

জ্যোতি। সে আর আমি জানি না? অহঙ্কারে ঠাক্‌রুণ মাটিতে পা দিতেন না। আমাকে দেখ্‌লেই যে কত রকমের ঠাক্‌রুণ ঠাট্টা করতেন, সে আর তোমায় কি বল্‌বো? বল্‌তেন আবার—"জ্যোতি! তোরা তো ছেলের জন্যে ঠাকুর দেবতার কাছে মাথা ঠুকবি না, কাজেই তোদের ছেলে কি ক'রে হবে? তাইতো তোমায় আমি এতদিন ধ'রে বল্‌ছি—চলোগো ঠাকুর, একবার কৈলাসে গিয়ে বাবাকে দর্শন ক'রে আসি।

ত্রিকলাঙ্গ। ও বাবা, মেয়েমানুষ জাতটা কি সাংঘাতিক রে বাবা! মনের ভেতর এতখানি আশার জাল বুনে ব'সে আছে, আর বাড়ীতে একটুও প্রকাশ করেনি!

জ্যোতি। বাড়ীতে বললে তুমি কি আর আমায় কৈলাসে নিয়ে আসতে ঠাকুর?

ত্রিকলাঙ্গ। এইজন্যেই কথায় বলে মেয়েমানুষের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না।

জ্যোতি। হ্যাঁগা, বল না তারপর সর্ব্বজ্ঞ ঠাকুরের ছেলের কি হ'লো?

ত্রিকলাঙ্গ। তারপর দশমাস দশদিন পরে ঠাকরুণ একটি পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঋষিঠাকুর অমনি জাতকের অদৃষ্ট গণনা করতে ব'সে গেলেন।

জ্যোতি। গণনায় কি দেখলেন?

ত্রিকলাঙ্গ। দেখলেন জাতক পূর্ণযৌবন পাবার সঙ্গে সঙ্গেই দেব দ্বিজদ্বেষী হবে।

জ্যোতি। তারপর—তারপর?

ত্রিকলাঙ্গ। তারপর সেইদিন রাত্রে—ঠাকরুণ তখন ঘুমিয়ে পড়েছেন, এমন সময় ঋষিঠাকুর সেই ছেলেটাকে নিয়ে এক পাহাড়ের গায়ে নদীর ধারে শুইয়ে দিলেন।

জ্যোতি। কি সর্ব্বনাশ! বাপ হ'য়ে এমনধারা আবার কেউ করতে পারে?

ত্রিকলাঙ্গ। মানের দায়ে ঠাকরুণ, মানের দায়ে সময় বিশেষে অনেক কিছু করতে হয়। মুনি-ঋষিদের ঘরে দেবদ্বিজদ্বেষী ছেলে নিয়ে কি হবে বলতে পারো?

জ্যোতি। তা বটে, সবু ছেলে তো?

ত্রিকলাঙ্গ। তারপর, বুঝলে—

জ্যোতি। তারপর কি হ'লো?

ত্রিকলাঙ্গ। সর্ব্বজ্ঞ ঋষিঠাকুরতো আর যা-তা লোক নয়, কাজেই জাতককে মেরে ফেল্‌তে পারে না।

জ্যোতি। আহা, হাজার হোক্ ছেলে তো? বাপ হ'যে কখনো ছেলেকে মেরে ফেলতে পারে?

ত্রিকলাঙ্গ। পারে না ব'লেই তো জাতককে নদীতে ভাসিয়ে দিতে পারলে না, তাই নদীর ধারে রেখে চ'লে আস্‌ছিলেন।

জ্যোতি। একেই ব'লে ঋষির প্রাণ. দয়ামায়ার লেশমাত্র নাই।

ত্রিকলাঙ্গ। এমন সময় বুঝ্‌লে কিনা এমন সময় সেই শিশু কেঁদে উঠ্‌লো, ঠাকুর অমনি চঞ্চল হ'যে উঠ্‌লেন।

জ্যোতি। আহা, তা তো হ'তেই পারে।

ত্রিকলাঙ্গ। তখনই সেই ছেলের কাছে ছুটে না গিয়ে মন্ত্রঃপুতঃ জল ছিটিয়ে তাকে পাষাণে পরিণত ক'রে রেখে ঠাকুর ঘরে ফিরে এলেন।

জ্যোতি। তারপর ঠাক্‌রুণ কি করলেন?

ত্রিকলাঙ্গ। কোথা থেকে একটা মরা ছেলে কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে সেইরাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় ঠাক্‌রুণের কোলের কাছে শুইয়ে দিলেন। ঠাক্‌রুণ যথাসময়ে ঘুম থেকে উঠে দেখ্‌লেন ছেলে ম'রে গেছে।

জ্যোতি। ওমা! কি সর্ব্বনেশে কাণ্ড গো? ঘুম থেকে উঠে মরা ছেলের মুখ দেখ্‌বো কি গে?

ত্রিকলাঙ্গ। আহা—হাউ-মাউ কর কেন? তোমাকে কি ঘুম থেকে উঠে মরা ছেলের মুখ দেখ্‌তে হ'চ্ছে নাকি?

জ্যোতি। শিবের কাছ থেকে ছেলের বর চাইলে আমারও তো ওই রকম হবে?

ত্রিকলাঙ্গ। সেইজন্যই তো তোমায় বলছি ওই ভাওড় ভোলার

কাছে ছেলের বর প্রার্থনা ক'রো না। ও ব্যাটা শ্মশানে মশানে ঘুরে বেড়ায়, দয়ামায়ার মর্যাদা ও কি বুঝবে বল?

রতনের প্রবেশ

রতন গীত।

ওরে পথভোলা পথিক, তাকাও পিছন পানে
আপনি ঘুরিছে চক্র জগৎ চলিছে তারই টানে।
কে রোধিবে গতি তার, আমি যে তার কর্ণধার,
দুকু'ল ছাপা ওই চলিছে তটিনী অভিমান ভরে উজানে।

ত্রিকলাঙ্গ। কে তুমি বালক?

রতন। আমি পিতৃ মাতৃহারা, পরিচয়হীন।

ত্রিকলাঙ্গ। তোমার নাম কি?

রতন। অনেকে অনেক নামেই ডাকে, তবে মোটামুটি নাম হ'চ্ছে রতন। তোমাদের পরিচয়?

ত্রিকলাঙ্গ। আমি তপস্বী ব্রাহ্মণ।

রতন। আর ইনি?

ত্রিকলাঙ্গ। উনি মানে—আমার ইয়ে মানে—

রতন। ইয়ে মানে?

ত্রিকলাঙ্গ। মানে আমার ধর্ম্মপত্নী।

রতন। ও, আপনারা ঠাকুর ঠাক্রুণ! তা এখানে কি মনে ক'রে

ত্রিকলাঙ্গ। বাবাকে দর্শন করতে এসেছি।

রতন। বাবা! কোন্ বাবাকে?

ত্রিকলাঙ্গ। ওই বুড়ো শিবকে।

রতন। অর্থাৎ ভূতনাথকে?

ত্রিকলাঙ্গ। হ্যাঁ বাবা, হ্যাঁ।

রতন। তাকে এখানে কোথায় পাবে?

ত্রিকলাঙ্গ। ওই যে বেলতলায় ব'সে রয়েছে?

রতন। ও তো একটা পাথর প'ড়ে রয়েছে।

ত্রিকলাঙ্গ। ওই তো বুড়ো শিব বাবা।

রতন। তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে ঠাকুর?

ত্রিকলাঙ্গ। তার মানে?

রতন। কৈলাস ধামে কি পাথর শিব থাকে?

ত্রিকলাঙ্গ। তবে?

রতন। স্বয়ং মহেশ্বর সশরীরে এখানে বিরাজ করেন।

ত্রিকলাঙ্গ। তবে তাঁকে এখানে দেখ্‌ছি না কেন?

রতন। তাকে কখনো তোমরা দেখতে পাও? কোথায় কোন্ শ্মশানে ব'সে ছাইভস্ম গায়ে মেখে হয়তো ভূত নাচাচ্ছে।

জ্যোতি। ভূত নাচাচ্ছে।

রতন। হ্যাঁ, আবার হয়তো ভূত প্রেত নিয়ে এখুনি এখানে এসে হাজির হবে।

জ্যোতি। অ্যাঁ—ভূত প্রেত নিয়ে আস্‌বে কি বলে গো?

ত্রিকলাঙ্গ। আস্‌বেই তো—

রতন। আসবে ব'লে আসবে? ভূতের দল—একেবারে চ্যাঁ-ভ্যাঁ কর্‌তে করতে গগন ফাটিয়ে আসবে।

জ্যোতি। ওরে বাবা রে। কি হবে রে? ভূতে যে মানুষ মারে রে। আমি এখন কি করি রে।

ত্রিকলাঙ্গ। আঃ, চুপ্ কর না।

জ্যোতি। আমি এখন কি করি তাই বল না।—

ত্রিকলাঙ্গ। তুমি দেখ্‌ছি একটুতেই অধীর হ'য়ে পড়।

জ্যোতি। চল না গো, আমরা এই বেলা পালিয়ে যাই।

রতন। হ্যাঁ—হ্যাঁ, সেই ভাল, ভূত প্রেত এসে পড়্‌লে তখন যাওয়া মুস্কিল হ'য়ে যাবে।

জ্যোতি। তবে চল না গো, এই বেলা পালিয়ে যাই।

মহেশ্বর। [নেপথ্যে নন্দি – নন্দি!—

রতন। ওই এলো রে—

জ্যোতি। কোথা যাই রে—

রতন। স'রে পড়—স'রে পড়।

জ্যোতি। চল না গো, চট্‌ পট্‌ এখান থেকে পালাই।

ত্রিকলাঙ্গ। তোমায় নিয়ে যত ঝঞ্ঝাট!

রতন। ওই ভূত প্রেত দেখা যাচ্ছে।

জ্যোতি। ওই ভূত যে গো—

ত্রিকলাঙ্গ। যত নষ্টের মূল মেয়েমানুষগুলো গো।

[জ্যোতিশ্বরীসহ প্রস্থান

রতন। গীত

ফিরে এসো—ফিরে এসো ওগো ভোলা।
নয়নে তোমার একি গো আঁধার, হেথা যে দুয়ার খোলা।
কত ব্যথা এসে কেঁদে ফিরে যায়, তোমারে পাষাণ ভরিয়া,
কত ফল ঝরে প্রভাত সাহাহ্নে এই বেদীতল চুমিয়া,
তুমি দাও—সাড়া দাও—দা'ও বুকে সেই দোলা।

[প্রস্থান।

মহেশ্বর ও নন্দীর প্রবেশ

নন্দী। শান্ত হও পিতা।

ক্রোধ কর সম্বরণ;
ভাব মনে—
ত্রিগুণ-অতীত তুমি
মহাযোগী দেব মহেশ্বর।

মহেশ্বর। বল্—বল্ ওরে নন্দি,
কোন্ পাপে দেবতাপ্রধান হ'য়ে
মরজীব মানবের প্রায
শোক তাপ ভুঞ্জি চিরকাল?

নন্দী। সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ তুমি সর্ব্বজ্ঞ
তোমারে দানিতে যুক্তি
কোথা মোর হেন শক্তি?
শুধু কহি পিতা!
যা হবার হ'য়ে গেছে,
আর ফি'রবে না মাতা;
তবু কেন দিবানিশি
উদ্‌ভ্রান্ত পথিক সম
ঘুরিতেছ মরতের পথে?

মহেশ্বর। বিষ্ণুচক্রে মরতের মরজীব হ'তে
নহিরে পৃথক আমি।
বিষ্ণু চালায়েছে চক্র
এই বক্ষ, পরে,
বিষ্ণু ছিনায়ে নিয়াছে
মোর প্রাণপ্রিয়তমা,
বিষ্ণু সাধিয়াছে বাদ মোর সনে;

তাই বিষ্ণু সনে
আজি মোর বাদ-বিসম্বাদ।

নন্দী। কালচক্রে চালিত এ বিশ্ব চরাচর ;
সেই চক্রের চালনে
তুমিও চালিত পিতা!
কিন্তু চেয়ে দেখ একবার—
ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি দেবগণ
ইঙ্গিতে চালিত যার,
সেই ভূতভাবন তুমি ভগবন্—
তোমার কি সাজে দেব
হেন দৈন্যবেশ ?

মহেশ্বর। না রে নন্দি!
নাহি চাই শুনিতে আশ্বাস-বাণী,
চাই শুধু বিষ্ণুগর্ব্ব খর্ব্ব করিবারে!
সতী দেহ কেড়ে নিয়ে,
মহাকাল নয়ন হইতে
বহায়েছে অশ্রুর প্লাবন,
সেই মত বিষ্ণুগণ্ড ব'য়ে
যবে দর দর ঝরিবে নয়নধারা,
তবে তৃপ্তি পাবো আমি।
নারায়ণ বুঝিবে সেদিন
কি ব্যথায় ব্যথিত শঙ্কর।

নন্দী। বিষ্ণু সনে সাধি বাদ
এনো না গো ত্রিদিবে বিষাদ।

মহেশ্বর। 　ওই এক কথা সবাকার—
বিষ্ণু সনে সাধিও না বাদ।
কেবা বিষ্ণু মোর?
কি সম্বন্ধে নিস্ক্রিয় রহিব আমি?
শত্রু—শত্রু সে আমার।

নন্দী। 　পিতা! পিতা!

মহেশ্বর। 　শোন্‌, নন্দি!
চূর্ণিতে সে বিষ্ণুদম্ভ
সৃজিয়াছি দৈত্য সুভীষণ।

নন্দী। 　পিতা—

মহেশ্বর। 　[ঘন ঘন শ্বাস বহিতেছিল]
সেই দানবে দিয়াছি বর
দেবজয়ী হ'য়ে
হবে ত্রিভুবনে অবধ্য সবার।

নন্দী। 　পিতা—পিতা!
নিজ হস্তে লিখে দিলে তুমি
দেবভাগ্যে অশেষ লাঞ্ছনা?
বুঝিলাম আত্মহারা তুমি।
ওগো ত্রিলোচন!
চেয়ে দেখ ত্রিনয়নে!
কেবা তুমি—
কোন তত্ত্বে নিমজ্জিত আজি?

মহেশ্বর। 　নন্দি!

নন্দী। 　পিতা!

মহেশ্বর। দানবে দিয়াছি ত্রিদিবের অধিকার,
আজ হ'তে ত্রিদিব-ঈশ্বর
দানব তারকাসুর।
আশা মোর—
তুমি হবে মন্ত্রী তার
সুপথে চালিতে তারে।

নন্দী। ক্ষমা কর পিতা, অধম কিঙ্করে।

মহেশ্বর। নন্দি!

নন্দী। অধম এ দাস
হেন আজ্ঞা করিতে পালন।

মহেশ্বর। জানো—আদেশ লঙ্ঘিলে মোর
পরিণাম অতি ভয়ঙ্কর!

নন্দী। একা নন্দি কেন পিতা,
নন্দীসহ বিশাল ব্রহ্মাণ্ড
ফেলে দিতে পারো তুমি
প্রলয়ের কোলে।
তবু কহি, ওগো ভগবান্!
অক্ষম এ দাস তব অনুজ্ঞা পালনে।

মহেশ্বর। নন্দি! নন্দি!
কথা শোন ওরে অবাধ্য তনয়—

নন্দী। পারিব না হেন আজ্ঞা করিতে পালন।
নিজ হস্তে বিশ্ব ধ্বংস করি,
ব্রহ্মাণ্ডে বাড়াও দেব,
গৌরব তোমার।

কর্ম্ম তব, তুমি নিজে কর সম্পাদন,
অব্যাহতি দাও এ কিঙ্করে।

মহেশ্বর। মঙ্গল কারণ মোর
পারো নাকি পিতৃ-আজ্ঞা
করিতে পালন?

নন্দী। পিতা!

মহেশ্বর। বল্, আজ্ঞা মোর করিবি পালন,
মন্ত্রিত্ব বরিয়া নিবি অসুর রাজের?

নন্দী। পিতা! এত করি করি অনুনয়
তথাপি দেবে না মুক্তি?

মহেশ্বর। ওরে নন্দি!
এ যে মোর মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান।
এই যজ্ঞমাঝে জানিতে চাহিরে শুধু
শ্রেষ্ঠ কেবা দেবকুলমাঝে!

নন্দী। পিতা, গণ্ড বহি
কেন ঝরে নয়নের ধারা?

মহেশ্বর। শক্তিহারা আজি শক্তিধর,
যাবো শক্তি-সাধনার তরে।
তাই যাত্রাকালে কার্য্যভার মোর
অর্পিলাম তব করে;
আশা করি—
আজ্ঞামত কার্য্য মোর
করিবে পালন।

নন্দী। কোথায় চলেছ পিতা!

মহেশ্বর। দূরে—বহুদূরে
যোগাসনে বসিবার তরে।

নন্দী। কোন যোগ সাধনার লাগি?

মহেশ্বর। প্রাণপ্রিয়া সতীরে ফিরাতে।

নন্দী। ওগো যোগিবর! যার সাধনায়
ত্রিভুবন পায় অতুল ঐশ্বর্য্য সনে
সর্ব্বভূমে সার্ব্বভৌম অধিকার,
সেই মহাযোগী যোগেশ্বর
আজি কার করিবে সাধনা?

মহেশ্বর। সতী—সতীধ্যানে হবো রে মগন।
রে নন্দি! মহাকাল বসিবে
আজি মহাসাধনায়।
যদি পঞ্চভূতে
মিশে থাকে সতী মোর—
সেই পঞ্চভূতে একত্র করিয়া
মহাসাধনায় ফিরাবো সতীরে।

[প্রস্থান

গীতকণ্ঠে দেবর্ষির প্রবেশ

দেবর্ষি।— গীত

আনো সতী—আনো সতী—আনো সতী।
তারই লাগি, হাহাতুরা প্রকৃতি।
ধ্যানের প্রতিমা পূজার প্রতিমা সে যে,
তারই তরে হাসে ফুল নিতুই নূতন সাজে,

বেদনার বাঁশী বাজে
বিষাদ মৌন সাঁঝে,
তিমির মথিয়া আলোর ছবিটী আনো এ ধরার মাঝে,
জাগিবে সে গান প্রভাতী, ফুটিবে ছন্দঃ ভারতী।

নন্দী। দেবর্ষি—দেবর্ষি!
সাধনায় সিদ্ধি লাভ করি,
ফিরিবে কি পিতা পুনঃ?

দেবর্ষি। মাতারে ফিরাতে
যেমাত ব্যাকুল পিতা,
পিতারে ফিরাতে সেইমত
যদি কর গো সাধনা,
হয়তো ফিরিতে পারে।

[প্রস্থান

নন্দী। দেবতার অদৃষ্ট-গগনে
ঘনাইল দুর্য্যোগের মেঘ।
একই অংশ হ'তে উদ্ভব
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর;
এবে আপনা আপনি
আজি বাধালো সংগ্রাম।
বুঝিতে না পারি
এই প্রলয় সংগ্রামে
কে কারে করিবে জয়।

[প্রস্থান

———

তৃতীয় দৃশ্য

নন্দন-কানন

শচী ও ইন্দ্র আসীন ; অপ্সরীগণ নৃত্যসহ গাহিতেছিল

অপ্সরীগণ।— গীত

আজি ফুলে ফুলে ছাওয়া দিশি।
দোদুল দোলায় ঘুঙিকার দুস কার ভুলে যেন মিশি।
ওগো মাধবি। এত কি সোহাগ ছন্দ,
ফুলের হাসিতে ঢেলে দিতে চাও সবটুকু মধুগন্ধ?
কী ধারায় অভিষিক্তা,
তুমি শুধু দাস রিক্তা,
তোমারই ব্যাথার উতল হিয়ায় আজো জাগে কত নিশি।

ইন্দ্র। চমৎকার—চমৎকার!
অতি অপরূপ হেরি
আজিকার উৎসব-সভা।
বহুভাগ্য বলে উঠিয়াছি
সৌভাগ্যের সর্ব্বোচ্য শিখরে।
লভিয়াছি নন্দন-কাননসহ
চির বসন্তময় এই সুখ স্বর্গধাম।

শচী। কিন্তু মাঝে মাঝে ধূমকেতু সম
দেবতার ভাগ্যাকাশে
কেন হয় দানবের আবির্ভাব?
বুঝিতে না পারি—

কিবা দোষে দোষী দেবগণ,
যার তরে সহে তারা অসুর পীড়ন!

ইন্দ্র। কেন হয় অসুরের আবির্ভাব
বহু তর্কে হয়নি মীমাংসা তার!
বহুবার স্থিরচিত্তে
দেখিয়াছি চিন্তা করি,
কিন্তু হয়নি সিদ্ধান্ত তার।

শচী! ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর
তিনে মিলি হ'য়ে একেশ্বর
দেবতার চির সুখ সহিতে না পারি
দেবতায় লাঞ্ছিত করিতে
যুগে যুগে করে অসুর সৃজন।

ইন্দ্র। নহে এ সূক্ষ্ম বিচার, রাণি!
আছে এ নিগূঢ় তত্ত্ব
দেবতার মাঝে দানব উদয়ে।

শচী। তব মুখে হেন কথা
নাহি সাজে দেবরাজ!
ভেবে দেখ মনে,
সৃষ্টি বহির্ভূত নয়
অসুরের আবির্ভাব!
আপনি বিধাতা করেন সৃজন তারে,
নারায়ণ করেন পালন;
লয়কারী ভবভোলা
শেষে বধিতে অক্ষম তারে!

এত দেখি তবুও বলিবে
নহে চক্রান্ত তিনের ?

ইন্দ্র। না—না প্রিয়ে,
নাহি কোন চক্রান্ত ইহার ভিতরে।
যদি আপন ইচ্ছায়
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর
করে অসুর সৃজন,
তবে তারা কেন সহে
অসুরের নির্য্যাতন ?
সৃষ্টির প্রারম্ভে
অনাদির কর্ণ হ'তে হ'লো
আবির্ভাব মধুকৈটভের।
স্রষ্টা দোঁহে করেনি সৃজন,
পালক তাদের করেনি পালন,
তবু তারে লয়কারী
বধিতে অক্ষম হন।
শেষে মধুকৈটভের দুরন্ত প্রতাপে
পরাজিত হন সেথা
নিজে নারায়ণ।
কত ক্লেশে,
বহুবর্ষ সংগ্রামের পর—
তবে নারায়ণ বধিলেন
সেই অসুরযুগলে।

শচী। কেন তবে শান্তির সংসারে

মাঝে মাঝে ব'য়ে যায়
বৈষম্যের বিষাক্ত বাতাস ?

ইন্দ্র। জটিল এ তত্ত্ব ;
মীমাংসার নাহি সাধ্য মোর।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর
তিনে মিলি করেছেন
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়।
কেন, কিবা প্রয়োজন তার,
তুমি আমি বুঝিব কেমনে তাহা ?
আমি াত্র জানি িয়ে,
স্রষ্টা মোরে করিয়া সৃজন
তুলে দেছে করে
অতুল ঐশ্বর্য্যসহ স্বর্গ িসংহাসন।
সেই স্রষ্টার কৃপায়
তোমারে বসায়ে বামে,
চির বসন্তময় এই নন্দন-কাননে,
মহানন্দে যাপিতেছি কাল।
বল প্রিয়ে।
কিবা প্রয়োজন মোর
জটিলতাভরা সৃষ্টিতত্ত্ব ানিবার ?

চন্দ্রের প্রবেশ

চন্দ্র। জয় দেবরাজ ইন্দ্রের জয়।

ইন্দ্র। এসো চন্দ্রদেব !

কহ, হেন অসময়ে
কি হেতু হেথায় আগমন তব ?

চন্দ্র। দুঃসংবাদ দেবরাজ !

শচী। ত্বরা করি কহ দেব,
কি সে অশুভ বারতা—
যার তরে বিষাদ-মলিনমুখে
আসিয়াছ নন্দন-কাননে ?

চন্দ্র। দেবতার ভাগ্যাকাশে পুনঃ
উঠিয়াছে কালের প্রলয় ঝঞ্ঝা !

ইন্দ্র। কেবা স্রষ্টা তার ?

চন্দ্র। আপনি দেবতা!

শচী। কোন্ দেব ?

চন্দ্র। দেবদেব মহেশ্বর।

শচী। শোন দেবরাজ।

ইন্দ্র। মহেশ্বর !

চন্দ্র। হ্যাঁ' মহেশ।
দক্ষযজ্ঞে সতীরে হারায়ে
আপন কর্ত্তব্য ভুলি'
সতীদেহ স্কন্ধে ল'য়ে
উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে চলেছিল
কোন অজানারে জানিবার তরে।

ইন্দ্র। জানি দেব,
সতীহারা হ'য়ে
হয়েছিল শঙ্কর উন্মাদ।

চন্দ্র। সেই উন্মাদনা মাঝে
উন্মাদনা বশে
সৃজিলেন দুরন্ত দানব।

ইন্দ্র। দানব!

চন্দ্র। হ্যাঁ—দানব; কিন্তু জন্ম তার
মানব-ঔরসে মানবীর গর্ভে;

ইন্দ্র। অদ্ভুত জনম রহস্য তার!

চন্দ্র। শুনিয়াছি পদ্মযোনি মুখে,
পূর্ব্বজন্মে ছিল সেই
মরতের রাজপুত্র এক।
উচ্ছৃঙ্খল বশে
একদিন বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিল
ঋষি শমীকের সাধনায়।
ক্রোধভরে ঋষিবর দিল অভিশাপ—
"মানব হইয়া
দানবীয় মনোভাব ল'য়ে
জন্ম নিবি তুই ঋষিকুলে।"
তাই পরজন্মে
মহর্ষি সর্ব্বজ্ঞের ঔরসে
ধর্ম্মপত্নীগর্ভে তার হইল জনম।
জন্মক্ষণে ঋষি জাতকের
ভবিষ্যৎ গণিয়া দেখিল,
নবজাত পুত্র তার
দেব-দ্বিজ-দ্বেষীরূপে জন্মেছে ভূতলে।

ইন্দ্র। তারপর—তারপর দেব ?

চন্দ্র। তারপর ঋষিবর মন্ত্রবলে
সে জাতকে পরিণত করিল পাষাণে।

ইন্দ্র। আজি পুনঃ সে পাষাণে
কিরূপে হইল জীবনী-সঞ্চার ?

চন্দ্র। শিবস্কন্ধ হ'তে নারায়ণ যবে
সতীদেহ নিলেন ছিনায়ে,
সেই ক্ষণে মহেশ্বর,
নারায়ণে শাস্তি দিতে
পাষাণে প্রাণপ্রতিষ্ঠার হেতু
করিলেন মন্ত্র উচ্চারণ।
সেই মন্ত্রবলে
পাষাণে হইল জীবন-সঞ্চার ,
জাগিল পাষাণরূপী ওই দুরন্ত দানব।

শচী। বধ—বধ দেবরাজ !
ওই দুরন্ত দানবে,
মহাবজ্র হানো শিরে তার।

ইন্দ্র। জানো চন্দ্রদেব !
কিরূপে বিনাশ সম্ভব তাহার ?

চন্দ্র। নাহি জানি দেবরাজ,
কিসে হবে বিনাশ তাহার !
জানি মাত্র—মন জীব,
মানব-ঔরসে মানবীর গর্ভে
জন্ম তার,

তাই মরিতে হইবে তারে
মরজীব মানবের সম।

ইন্দ্র। একি দেখি দেব-আচরণ।
দেবতায় শাস্তি দিতে
দেবতা সৃজিলা দৈত্য ?

চন্দ্র। নাহি জানি দেবরাজ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশের মনোভাব।
নাহি জানি কি হেতু সৃজন,
নাহি জানি কি হেতু বিনাশ ;
জানি মাত্র ইঙ্গিতে তাঁদের
চালিত হতেছে ব্রহ্মাণ্ড বিশাল।

ইন্দ্র। পারো দেব কারণ নির্ণিতে তার,
যার তরে বারবার অসুর উদ্ভব ?

চন্দ্র। নাহি জানি দেব, কারণ তাহার।

ইন্দ্র। ব্রহ্মা বিষ্ণু কিম্বা মহেশ্বর
পাই যদি সম্মুখে কাহাকে,
জিজ্ঞাসিব তাঁরে
দেবতার ভাগ্যাকাশে
কি কারণে ধূমকেতু সম
আবির্ভাব হয় দানবের ?

চন্দ্র। আজি দেখ দেবরাজ,
তারকাসুরের ভিন্ন মনোভাব ;
অতীতের দানবীয় মনোভাব হ'তে !

ইন্দ্র। জানো চন্দ্রদেব, গতিবিধি তার ?

চন্দ্র। জানি!

চন্দ্র। কি ভাবে কোথায় করে অবস্থান?

চন্দ্র। শিবতেজে লভিয়া জনম,
শিববলে হ'য়ে বলীয়ান
পুনঃ ব্রহ্মা পাশে নিতে বর
বসিয়াছে সুকঠোর সাধনায়।

ইন্দ্র। কোথায় সাধনারত?

চন্দ্র। সুমেরু পর্ব্বতে।

ইন্দ্র। এখনো আছে কি দানব সেখানে?

চন্দ্র। আছে দেবরাজ!

ইন্দ্র। এই সুযোগে বধি যদি তারে
হইবে কি কোন অপরাধ?

শচী। দেবশত্রু দেবতা নাশিবে,
অপরাধ কিবা আছে তায়?

ইন্দ্র। তবে চলিলাম চন্দ্রদেব—

চন্দ্র। কোথা দেবরাজ?

ইন্দ্র। সুমেরু পর্ব্বতে।

শচী। যাও দেবরাজ,
মহা বজ্রাঘাতে নাশি' দুরন্ত দানবে
বিশ্বমাঝে দানবশাসক নাম
করহ প্রচার।

[প্রস্থান।

চন্দ্র সক্ষম কি হবে দেব,
শিববরে বলীয়ান দানবে নাশিতে

ইন্দ্র। স্মরণ করহ দেব
শিববরে বলীয়ান
বৃত্রাসুর-পরিণাম

চন্দ্র। দধীচির মহাদানে;
বৃত্রাসুর হইল নিধন।

ইন্দ্র। সেই দধীচির অস্থি হ'তে
সৃজিয়াছি যেই বজ্র,
সেই বজ্রাঘাতে
মিশাইব ধূলিসনে দুরন্ত দানবে।

[প্রস্থান

চন্দ্র। তাই কর দেবরাজ!
মহাবজ্র হানি দানবের শিরে
শতখণ্ডে বিভক্ত করিয়া তারে
জগতের ঘুচাও জঞ্জাল।
শান্তি পাবে দেবগণ—
তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলি ঋষিগণ
প্রাণভ'রে আশীর্ব্বাদ করিবে তোমায়।

[প্রস্থান

———

চতুর্থ দৃশ্য

সুমেরু পর্ব্বত

তারকাসুরের প্রবেশ

তারক। গভীর আঁধার ভেদি'
ওই রক্তিম গোলক উদয়-অচলে!
বিধির বিধানে
এইভাবে প্রতিদিন আসে যায়,
ইচ্ছামত বিশ্রাম না পায়।
যুগ-যুগান্তর কেটে গেল মোর
তোমার কৃপার আশে।
নাহি জানি কতকাল পরে
কঠোর সাধনা মোর হইবে সফল?
দেখিব হে পদ্মযোনি।
কতকাল পরে তুষ্ট হও তুমি:
[ধ্যানে বসিলেন]
পদ্মাসনস্থো জটিলো ব্রহ্মা ধ্যেয়শ্চতুর্ভুজঃ,
অক্ষমালাং স্রুবং বিভ্রৎ পুস্তকঞ্চ কমণ্ডলুং।
বাম কৃষ্ণাজিনং তস্য পার্শ্বে হংসস্তথৈব চ॥

নিত্যসহকারে রম্ভার প্রবেশ

[নৃত্যের ঝঙ্কারে তারকাসুরের শিহরণ]

তারক। কেবা তুমি সুন্দরী ললনে?

রম্ভা। [অপাঙ্গনয়নে নৃত্য করিতেছিল]

তারক। সত্য বল, কেবা তুমি ?

রম্ভা। [পূর্ব্ববৎ নৃত্য ও কটাক্ষ]

তারক। ওরে দুষ্টা, দূর হও সম্মুখ হইতে !

[রম্ভাকে পদাঘাত ; রম্ভার প্রস্থান

অনুমানি—এও ইন্দ্রের ছলনা।
এই মনোভাব দেবতার ?
সম্মুখ সমরে আশঙ্কা ভাবিয়া
কামিনী-মায়ায় ভুলায়ে আমারে
বিফল করিতে চায় আমার সাধনা ?
যদি দিন পাই, স্বর্গরাজ্য হ'তে
বিতাড়িত করি সবে
ভিক্ষাপাত্র দিয়া করে
ভিখারী সাজাবো।
ন—না,
এখনও সাধনায় সিদ্ধিলাভ
হয়নি আমার।
[পুনঃ ধ্যানে উপবেশন]
পদ্মাসনস্থো জটীলো ব্রহ্মা—

ব্রহ্মার প্রবেশ

ব্রহ্মা। বৎস, তুষ্ট আমি তব সাধনায়,
বর মাগো মনোমত ;
মিটাইব বাঞ্ছা তব।

তারক। একি সত্য ?
কিম্বা স্বপ্নমাঝে আমি !

ব্রহ্মা। সত্য বৎস,
আমি তব সম্মুখে দাঁড়ায়ে।

তারক। সাধনার সাকার মূরতি
সম্মুখে উদয়।
লহ দেব প্রণাম আমার। [প্রণাম]

ব্রহ্মা। তৃপ্ত আমি সাধনায়।

তারক। তবে এ অধীনে
কৃপা করি দেহ বর প্রভু !

ব্রহ্মা। হ্যাঁ বৎস ! দিব বর ;
বল, কিবা বর চাহ তুমি ?

তারক। দেহ মোরে অমরত্ব বর !

ব্রহ্মা। অন্য বর করহ প্রার্থনা,
মনোসাধ পূরায়ে তোমার
ফিরে যাই আপন আলয়ে।

তারক। কেন, অমরত্বের যোগ্য নহি আমি ?

ব্রহ্মা। যোগ্য তুমি,
কিন্তু অমরত্ব দানিতে
আমি সম্পূর্ণ অক্ষম।

তারক। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ !
বিধাতা আপনি
অমরত্ব দানিতে অক্ষম ?

ব্রহ্মা। বৎস তারক—

তারক। ওগো বিধি! মনোসাধ যদি
নাহি পারো মিটাইতে
তবে নিজধাম ছাড়ি
কেন আসিয়াছ এই সুমেরু-শিখরে?
ব্রহ্মা। তব তপে তুষ্ট
বর প্রদানিতে আসিয়াছি হেথা
অমরত্ব বিনা চাহ অন্য বর,
তারক। চাহি না—চাহি না বর,
হে বিধি! চাহি না বিধান তব,
ফিরি যাও আপন আবাসে।
ব্রহ্মা। অন্য বর করহ প্রর্থনা।
তারক। অন্য বর নহে কাম্য মোর।
শিববরে লভিয়াছি ত্রিভুবন,
তব পাশে চাহি মাত্র অমরত্ব বর।
ব্রহ্মা। পারিব না হেন বর দিতে।
তারক। তবে চ'লে যাও সম্মুখ হইতে
পলমাত্র বিলম্ব না করি আর।
ব্রহ্মা। নেবে নাকো বর?
তারক। না দেব, অন্য বরের
নহি প্রার্থি আমি!
শুন বিধি! প্রতিজ্ঞা আমার—
সাধনায় লভিব সে বর।
ব্রহ্মা। জয়স্তু—

[প্রস্থান

তারক। বেদাধারায় বেত্তায় জ্ঞানগম্যায় স্বরয়ে।
কমণ্ডলুমক্ষমালা স্রুকস্রুর্ব হস্তায় তে নমঃ॥

পুনরায় নৃত্যসহকারে রম্ভার প্রবেশ, তাণ্ডব-
নৃত্য ও তারকাসুরের প্রতি ঘন ঘন
কটাক্ষবান নিক্ষেপ

তারক। ওরে কুহকিনি!
পুনঃ আসিয়াছ মোর
সাধনায় বিপত্তি সৃজিতে?
এইবার মরণ শিয়রে তোর।
[রম্ভার গলা টিপিয়া ধরিল]

ইন্দ্রের প্রবেশ

ইন্দ্র। নরাধম মদগর্ব্বি।
কেশ আকর্ষণ করিস্ কাহার?
নহে ক্ষমাযোগ্য ঔদ্ধত্য রে তোর।

তারক। কেবা তুমি?
কি কারণ উপনীত হেথা?

ইন্দ্র। তুমি কেবা?

তারক। আমি সামান্য সাধক।

ইন্দ্র। সাক্ষাৎ শমন আমি সম্মুখে তোমার!

তারক। অপরাধ মোর?

ইন্দ্র। রমণীর অঙ্গে করিয়াছ পদাঘাত।

তারক। তাই সশস্ত্রে এসেছ নিরস্ত্রে বধিতে?

ইন্দ্র। বল, কেন তুমি
নারী অঙ্গে করিয়াছ পদাঘাত ?
তারক। ইচ্ছামত করিয়াছি আমি,
উত্তর দানিতে নহিকো প্রস্তুত।
ইন্দ্র। বুঝিয়াছি মরণ শিয়রে তব।
তারক। দেবেন্দ্র বাসব! যদি বিশ্বমাঝে
দেবের দেবত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে
নিরস্ত্রে নাশিতে চাও,
নাশো—নাহি দিব বাধা।
ইন্দ্র। ইষ্টনাম র স্মরে দানব!
তারক। ও ভয়ে কাঁপে না হৃদি।
দেবরাজ! নিরস্ত্র জনেরে বধ'
সৃষ্টিমাঝে বাড়ে যদি গৌরব তোমার,
হে বাসব! এই বক্ষ দিনু পাতি,
ইচ্ছামত হানো অস্ত্র তুমি।
ইন্দ্র। [অস্ত্র তুলিয়া] হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ!
পূর্ণ মনোসাধ।

ব্রহ্মার পুনঃ প্রবেশ

ব্রহ্মা। ক্ষান্ত হও দেবরাজ!
ইন্দ্র। একি! পদ্মযোনি ?
ব্রহ্মা। ফিরে যাও আপন আলয়ে!
ইন্দ্র। ও, তুমি বুঝি দুষ্ট দানবে
দিবে বর দেবত্ব নাশিতে ?

এহ্মা। কোন কথা নয়, যাও নিজ ধামে।

ইন্দ্র। না—যাবো না;

দানবেরে বর দিতে দিব না তোমায়।

ব্রহ্মা। শান্ত হন দেবরাজ।

দানবের সাধনায় তুষ্ট আমি,

তাই তারে দিতে হবে বর।

ই। একি বিধান তোমার বিধি?

লভি বর দেবতার পাশে

দেবের বিনাশে হবে অগ্রসর,

এই যদি হয় বিধি বিধান তোমার—

চূর্ণ কর তবে অমরত্ব আমা সবাকার।

পারিব না স্বচক্ষে দেখিতে

বর-প্রাপ্ত অসুরের করে

দেবকুল-নির্যাতন

তারক। বল— বল বিধি। দিবে কি মা বর?

ব্রহ্মা। দিব বৎস, দিব রে বর—

ইন্দ্র। না বিধাতা,

দুরন্ত দানবে দিও নাকো বর।

ব্রহ্মা। ক্ষান্ত হও শান্ত হও দেবরাজ।

দানবের তপে তুষ্ট আমি।

দেবের গৌরব হেতু

দিব তারে মনোমত বর।

ইন্দ্র। না—না, দানবের বর দিতে

দিব নাকো তোমা।

ব্রহ্মা। 　　শান্ত হও দেবরাজ !
ত্যাগ কর অভিমান।
ভাব মনে কোন্ কুলে জন্ম তব।
জীবের মঙ্গল তরে
বিশ্বমাঝে করিয়াছি দেবতা সৃজন,
সেই দেবকুলোদ্ভব হ'য়ে
কেন যাও ভুলে
দেব-অনুকম্পা সর্ব্বজীব 'পরে ?
জানি পুরন্দর,
মম পাশে লভি বর
মহোল্লাসে হাসিবে দানব
দেবত্ব বিনাশহেতু ;
তবু—তবু দেবরাজ।
সৃষ্টিমাঝে দেবের মহত্ত্ব
রাখিতে অপূর্ব্ব—
সাধনার দিতে প্রতিদান,
দিতে হবে বর।

ইন্দ্র। 　　তাই হোক্ বিধি।
পূর্ণ কর সাধ তব।
বুঝিলাম—জঘন্য দেবতা হ'তে
শতগুণে শ্রেষ্ঠ
মরতের নর-জীবগণ।

[প্রস্থান

ব্রহ্মা। 　　চাহ বৎস, মনোমত বর।

তারক। দাও অমরত্ব মোরে।

ব্রহ্মা। অমরত্ব নাহি পাবে।

তারক। যাও তবে,
অন্য বর নহে কাম্য মোর।

ব্রহ্মা! কহি শেষবার—
অমরত্ব কোনকালে
মিলিবে না তব।

তারক। প্রভু!

ব্রহ্মা। অমরত্ব ছাড়া যাহা তুমি
করিবে প্রার্থনা, তাই দিব আমি

তারক। তবে দেহ বর বিধি,
সকল দেবের হইব অবধ্য আমি।

ব্রহ্মা। তথাস্তু—দেবের অবধ্য তুমি।

[প্রস্থান

তারক। প্রণতি শ্রীপদে।
জয় শিব শম্ভু!
এবে স্বরাজ্যে ফিরিয়া
স্বর্গরাজ্যে জ্বালাইব প্রলয়-অনল।
কই—কোথা হে দেবেন্দ্র বাসব,
শুনে যাও দানবেরে প্রতিজ্ঞা ভীষণ—
সর্ব্বদেবসহ তব গর্ব্ব খর্ব্ব করি
শাস্তি দিব দেব নারায়ণে

[নিষ্ক্রান্ত

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ওষধিপস্থ-রাজপ্রসাদ

গৌরী আসীন : সহচরীগণ গাহিতেছিল

সহচরীগণ।— গীত

কে তুমি রে সখি, কোন্ অলকার ছবি ?
তোমারে সাজাতে খুঁজেছে ছন্দ যুগে যুগে কবি।
আকাশের চাঁদ নিঙাড়ি ঢেলেছে তোমার অধররাগে,
ম্লান হ'য়ে সে তো ঝরে প'ড়ে গেছে শত ব্যথা অনুরাগে,
কে গো অতসীবর্ণা,
সারা গায় আলো-ঝর্ণা,
ওই পদতলে ভাসি আঁখিজলে লুটায় প্রভাত-রবি।

হিমবানের প্রবেশ

হিমবান। এখানে কি কর্‌ছো মা ?

গৌরী। খেলা করছি বাবা।

১ম সহ। সখীকে নিয়ে আমরা রাজা-রাণী খেল্‌ছি।

হিমবান। রাজ-রাণী খেল্‌ছো ?

১ম সহ। হাঁ মহারাজ, সখী যে আমাদের ফুলরাণী।

হিমবান। তোমাদের এমন রাণীর রাজাটি কে ?

১ম সহ। সেই তো আমাদের ভাবনা মহারাজ! এমন রাণীর রাজা কোথা পাই ?

হিমবান। গৌরী যত বড় হ'চ্ছে, ততই আমার চিন্তা বেড়ে চলেছে। আমার এমন সৌন্দর্য-লতিকাকে আমি কার করে সমর্পণ করি!

গৌরী। তুমি অত ভেবো না, বাবা, আমি বিয়ে করবো না।

হিমবান। দূর পাগ্‌লি, তা কখনো হয়? মেয়ে যখন হয়েছিস্, তখন বিবাহ করতেই হবে যে মা।

গৌরী। বেলা অনেক হয়েছে বাবা, তুমি স্নান ক'রে এসো, আজ তোমাতে আমাতে একসঙ্গে খাবো।

হিমবান। বেলা ব'য়ে যায়, কর্ত্তব্যও সম্মুখে এগিয়ে আসে। কিন্তু কি করি? কোথায় আমি গৌরীর উপযুক্ত পাত্র পাই?

গীতকণ্ঠে দেবর্ষির প্রবেশ

দেবর্ষি।— গীত

তোমারে খুঁজিতে হবে না গিরি, এর লাগি' মহাধ্যানী—
তুষারমৌলী এলারে দিয়েছে কেঁদে কেঁদে সন্ধানি।
আগম নিগম তন্ত্র,
ছন্দে ছন্দে জাগিছে হোথায় ফুটিছে সে সুরমন্ত্র,
উদাস আকুল পাষাণে অশ্রুসিক্ত বয়ানে,
বুকে তুলে নেবে বুকের নিধিটি নিজেরে ধন্য মানি।

হিমবান। আসুন—আসুন দেবর্ষি!

দেবর্ষি। গিরিরাজের জয় হোক্।

হিমবান। আজ আমার পরম সৌভাগ্য দেব,—আপনাকে আমি অতিথিরূপে আমার ভবনে পেয়েছি।

দেবর্ষি। আমার দেখা পাবেন এ আর আশ্চর্য্য কি? আমি তো

ভবঘুরে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ঘুরে বেড়ানই আমার কাজ। যাক্—আপনার সব কুশল তো?

হিমবান। হ্যাঁ দেব! প্রভুর সংবাদ কি?

দেবর্ষি। তাঁর কথা আর বল্‌বেন না গিরিরাজ! তিনি যে কোথায় আছেন আর কোথায় নেই, তা বল্‌বার শক্তি আমার নেই।

হিমবান। আমি একবার প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করতে ইচ্ছা করি। তা গোলোকে গেলে কি তাঁর দর্শন পাবো?

দেবর্ষি। হরিবোল—হরিবোল। গিরিরাজ! আপনি করবেন প্রভুর সঙ্গে দেখা? তবেই হয়েছে! স্বয়ং মা-ঠাকরুণ গোলোকে বাস ক'রে কচিৎ কখনও প্রভুর দর্শন পান

হিমবান। প্রভু এখন কোথা দেবর্ষি?

দেবর্ষি। তার কোন ঠিকানা নাই

হিমবান। কবে ফিরবেন কিছু ব'লে যান নি?

দেবর্ষি! গিরিরাজ! অকষ্ট যদি তিনি সরল হবেন, তবে তাঁর চক্রী নামটি সফল হয় কি ক'রে?

হিমবান। তা সত্য।

দেবর্ষি। গিরিরাজ! কতবার যে তাঁকে ধ'রে রাখ্‌তে চেয়েছি, কিন্তু পারি নি।

হিমবান। আপনিই ধন্য দেবর্ষি! [গৌরীর প্রতি] প্রণাম কর মা, ঋষিকে

দেবর্ষি। থাক্—থাক্, এটি কে গিরিরাজ?

হিমবান। এটী আমার কনিষ্ঠা কন্যা।

দেবর্ষি। আহা—কি অপূর্ব্ব করুণামাখা মুখ, টানাটানা চোখ, যেন জগতের সবটুকু মাতৃত্ব হরণ ক'রে ব'সে আছে।

হিমবান। এর জন্য আমি বড় চিন্তিত দেবর্ষি! মা আমার যতই বড় হ'চ্ছে, ততই আমি ভেবে ঠিক করতে পারছি না। আমার এই ভুবনভোলানো মাকে কার করে সমর্পণ করি।

দেবর্ষি। [স্বগত] একি অপূর্ব্ব জ্যোতি। [প্রকাশ্যে] গিরিরাজ। ইনি একমাত্র ভোলানাথের অর্দ্ধাঙ্গিনী হবার যোগ্য পাত্রী। আপনি মহেশ্বরের হস্তে কন্যা সমর্পণ করুণ।

গৌরী। আমার প্রণাম গ্রহণ করুন দেবর্ষি!

দেবর্ষি। না—না মা, তোমার প্রণাম আমি গ্রহণ করতে পারি না। তুমি যে আমার মা, ত্রিভুবনের মা, তাই আমি তোমায় প্রণাম করি।

[প্রণামপূর্ব্বক প্রস্থান

হিমবান। দেবর্ষি চ'লে গেলেন। উমা—উমা, আজ আমার কি আনন্দ, তুই হরের ঘরণী হবি।

গৌরী। বাবা—বাবা—

হিমবান। দেবর্ষির বাক্য মিথ্যা হবে না মা। উমা, তুই আমার মা, ত্রিভুবনের মা। কিন্তু মহেশ্বরকে আমি নিজে কন্যার পাণিগ্রহণের কথা কি ক'রে বলবো? যদি তিনি আমার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন? তাইতো, দেবর্ষি চ'লে গেলেন। কাকে এখন মহেশ্বরের কাছে পাঠাই?

রতনের প্রবেশ

রতন। আমি যদি যাই?

হিমবান। তুমি!

রতন। হ্যাঁ, আমি।

হিমবান। তোমার বাড়ী কোথায়?

রতন। আমার বাড়ী সর্ব্বত্রই।

হিমবান। ও, তুমি গৃহহারা! তোমার নাম কি?

রতন। রতন।

হিমবান তুমি সামান্য বালক—

রতন। ওঃ, ছেলেমানুষ ব'লে ভয় পাচ্ছেন? কিছু না—কিছু না, দেখ্‌তে আমায় ছেলেমানুষ বটে, কিন্তু বিয়ের ঘটকালিতে আমি একটি পাকা-পোক্ত বুড়োমানুষ।

হিমবান। তোমার দ্বারা কি সম্ভব হবে?

রতন। নিশ্চয় সম্ভব, ঘটকালির ভারটা দিয়েই দেখুন না কি হয়।

হিমবান। তুমি ঠিক পারবে বালক?

রতন। ব্যাপারট আপনার চোখে নূতন ঠেকেছে, তা আমি জানি; কারণ মায়ের বিয়েতে ছেলে করবে ঘটকালি, এটা জগতে এই প্রথম বটে।

হিমবান। মায়ের বিয়ে।

রতন। হ্যাঁ, এইমাত্র যে নারদ ঠাকুর ব'লে গেলেন, উনি ত্রিভুবনের মা, কাজেই উনি আমারও মা। এসো মা—

গৌরী। আমি তোমার সঙ্গে যাবো?

রতন। হ্যাঁ, মা।

হিমবান। গৌরী তোমার সঙ্গে কোথায় যাবে বালক?

রতন। পতি-অন্বেষণে।

হিমবান। উমার পতি দেবাদিদেব মহাদেব।

রতন। তাইতো আমি মাকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে চাচ্ছি।

হিমবান। কেন, উমা তাঁর কাছে যাবে কেন। তিনিই বরং এখানে আস্‌বেন।

রতন। তবেই আপনি মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন গিরিরাজ। না, আপনি দেখ্‌ছি বিয়ে-থা'র ব্যাপারে একেবারে কিছু বোঝেন না। কি গো মা, তুমি পতির কাছে যাবে—না বাপের কথা শুনে ঘরের কোণে চুপ্‌টি ক'রে ব'সে থাক্‌বে?

গৌরী। আমি যাবো—

হিমবান। উমা তুমি কি বল্‌ছো মা?

গৌরী। বাবা, তুমি যখন দেবাদিদেবের করে আমাকে সমর্পণ করতে দৃঢ়সঙ্কল্প, তখন আমায় তাঁর কাছে পাঠাতে তোমার কোন আপত্তি থাকতে পারে না।

হিমবান। না—না, আপত্তি আর কি? তবে কৈলাস যে এখান থেকে অনেক দূর মা।

রতন। শিবঠাকুর কি কৈলাসে আছেন নাকি?

হিমবান। তবে তিনি কোথায়?

রতন। ওই পাহাড়ের উপরতলায়।

হিমবান। ওখানে কি করছেন?

রতন। সতীকে ফিরে পাবার জন্য সাধনা করছেন। আপনি যখন তাঁকে জামাই করবেন ব'লে স্থির করেছেন, আর আপনার কন্যাও যখন তাঁকে মনে মনে পতিত্বে বরণ ক'রে নিয়েছে, তখন মাত্র বাকী পতি-পত্নীতে মিলন ক'রিয়ে দেওয়াটা। তা আপনার অনুমতি পেলে কাজটা আমিই সেরে ফেল্‌তে পার্‌বো। তখন কিন্তু বিদায়ের একটা মোটামুটি কিছু ব্যবস্থা করবেন।

হিমবান। বালক, আমি তোমাকে ঠিক বুঝ্‌তে পারছি না।

রতন। আপনি আর পারবেনও না। কিগো মা যাবে তো এসো। আমার আবার ওদিকে অনেক কাজ আছে।

গৌরী। বাবা, আমি তবে যাই ?

হিমবান। এসো মা, আশীর্ব্বাদ করি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক্।

[প্রস্থান

রতন। যাক্ বাবা, বাঁচা গেল ! বুড়োটা গেল না হাঁফ ছেড়ে বাঁচ্লুম। কৈ গো মা, এসো।

গৌরী। হ্যাঁ, চল।

রতন। দেখ মা, যাচ্ছো বটে, কিন্তু সেখানে গেলেই তুমি তাঁর সঙ্গে কথা বল্‌তে পাবে না

গৌরী। কেন ?

রতন। কি জান, পাগ্‌লা ভোলা কখন কি মেজাজে থাকে।

গৌরী এখন কি আমাকে সেখানে থাকতে হবে ?

রতন। সে পাগ্‌লা তোমায় থাকতে দেবে ?

গৌরী। তবে আমায় কি করতে হবে ?

রতন। তুমি এখান থেকে প্রতিদিন প্রভাতে তাঁর সাধনা-ক্ষেত্রে যাবে, ফুল-চন্দন গুছিয়ে দেবে, যজ্ঞবেদী যথারীতি মার্জ্জনা করবে !

গৌরী। এমনভাবে কতদিন আমায় থাক্‌তে হবে ?

রতন। যতদিন না তিনি নিজে তোমার পরিচয় জান্‌তে চান্।

গৌরী। যদি তিনি আমায় সেখানে প্রবেশ করতে না দেন ?

রতন। না, তা পারবেন না। আচ্ছা, এসো দেখি এখন, তারপর যা হয় হবে।

১ম সহচরী। আমরা—

গৌরী। তোমরাও আমার সঙ্গে এসো।

সহচরীগণ। পূর্ব্বগীতাংশ

ধ্যানের আঁখিতে ফুটিবে চল গো তুমি যে জোছনা মালিকা,
বিছায়ে রেখেছে তব চলা পথে প্রভাতের শেফালিকা,
তুমি যে পূজার ফুল, সব সাধনার মূল,
ধ্যানের মুরতি সন্ধ্যা আরতি প্রাণময়ী তুমি সবই।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

কেদারনাথ

পুজাপাত্রহস্তে জ্যোতিশ্বরীর প্রবেশ

জ্যোতি। বাবা কেদারনাথ, বাবা বুড়ো শিব, বাবা পঞ্চানন, বাবা ত্রিলোচন, আমার মনোবাসনা পূর্ণ কর বাবা। আমি দাঁতে কুটো দিয়ে ভিক্ষে ক'রে তোমায় সোনার ত্রিশূল গড়িয়ে দেবো বাবা! আমায় একটি সন্তানের বর দাও বাবা, আমি বুক চিরে তোমায় রক্ত দেবো বাবা! আমার ছেলে হ'লে তোমার কেনা থাক্‌বো বাবা! আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর বাবা! [পূজায় উপবেশন]

দ্রুত ত্রিকলাঙ্গের প্রবেশ

ত্রিকলাঙ্গ। গিন্নি! গিন্নি! উঠে পড়—উঠে পড়—

জ্যোতি। কেন, কি হয়েছে কি?

ত্রিকলাঙ্গ। চারিদিকে মহাগণ্ডগোল প’ড়ে গেছে।

জ্যোতি। হ্যাঁ, তোমার ওই এক কথা, কোথায় কিছু হয়েছে কিনা তার ঠিক্ নেই—

ত্রিকলাঙ্গ। কিছু-মিছু কি আর হয়েছে! একেবারে ভয়ানক কাণ্ড আরম্ভ হ’য়ে গেছে।

জ্যোতি। কোথায়?

ত্রিকলাঙ্গ। স্বর্গ—মর্ত্ত্য—রসাতল—কোথাও বাকি নেই গিন্নি কোথাও বাকি নেই।

জ্যোতি। ব্যাপার কি?

ত্রিকলাঙ্গ। গুরুতর ব্যাপার গিন্নি—গুরুতর ব্যাপার, একেবারে ঘোরতর গুরুতর ব্যাপার—

জ্যোতি। তুমি কি পাগল হ’লে নাকি?

ত্রিকলাঙ্গ। পাগল নয়—পাগল নয়, এখনও ধড়ের ওপর মাথাটা গোল দেখ্‌তে পাচ্ছো তো, এঁ্যা!

জ্যোতি। হ্যাঁ—তা তো দেখ্‌ছি।

ত্রিকলাঙ্গ। ব্যস্—

জ্যোতি। তাতে হয়েছে কি?

ত্রিকলাঙ্গ! আর কিছুক্ষণ এখানে থাক্‌লে দেখ্‌তে পাবে একেবারে চিচিং ফাঁক।

জ্যোতি। তার মানে?

ত্রিকলাঙ্গ। একেবারেই ফুটি-ফাটা—

জ্যোতি। বালাই—ষাট। কি যে বল তার ঠিক নেই। আমি কোথায় বাবা কেদারনাথের কাছে ছেলের জন্য কত কি মানত করছি, আর অমনি যত সব অমঙ্গলের কথা শোনাতে এলে?

ত্রিকলাঙ্গ। আবার ওই বুড়ো ব্যাটার কাছে ছেলের বর চাইতে এসেছ ?

জ্যোতি। না, বর চাইতে আসিনি, ছেলের জন্য মানত করতে এসেছি।

ত্রিকলাঙ্গ। ও যতই যাই কর—আসলে কিছুই হবে না।

জ্যোতি। কি যে বাজে কথা বল, তার ঠিক নেই। আমি ছেলের জন্য বাবার কাছে একশত ছড়া অখণ্ড রম্ভা মানত করেছি জানো!

ত্রিকলাঙ্গ। যতই রম্ভা মানত কর গিন্নি, তোমার বরাতে ওই অষ্টরম্ভা।

জ্যোতি। না, তোমায় নিয়ে দেখ্‌ছি আর ঘর করা চলে না।

ত্রিকলাঙ্গ। তবে আমায় ছেড়ে বানপ্রস্থে চ'লে যাও। তুমিও রেহাই পাও, আর তোমার মান-সম্মান বাঁচানোর দায় থেকে আমিও রেহাই পাই।

জ্যোতি। আচ্ছা, তুমি কথা বল্‌তে বল্‌তে অমন চন্‌মন্ কর্‌ছো কেন ?

ত্রিকলাঙ্গ। কর্‌ছি কি আর সাধে ? ঠ্যালায় প'ড়ে। নাও—নাও, চল—চল—

জ্যোতি। কেন, এখানে কি আবার ভূত-প্রেত আস্‌ছে নাকি ?

ত্রিকলাঙ্গ। ভূত-প্রেত নয় গিন্নি, ভূত-প্রেত নয়. একেবারে যম-রাজের ভায়রা-ভাই দানব আস্‌ছে।

জ্যোতি। দানব, এই কথা ? তা আসুক্ না, আমার কি কর্‌বে ?

ত্রিকলাঙ্গ। না, কর্‌বে না কিছু, কেবল মুখে কাপড় বেঁধে তাদের অন্দর মহলে ধ'রে নিয়ে যাবে।

জ্যোতি। নিয়ে অমনি গেলেই হ'লো ?

ত্রিকলাঙ্গ। যদি নিয়ে যায়, তুমি কি করবে বল ?

জ্যোতি। ঝাঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেবো।

ত্রিকলাঙ্গ। একি তোমার বাড়ীর কেলো কুকুর পেয়েছ, যে যত ইচ্ছা তুমি ঝাঁটা মারবে ? এ যে সাক্ষাৎ দানব।

জ্যোতি। হ্যাঁগা, দানব দেখতে কেমন ?

ত্রিকলাঙ্গ। ইন্দ্র রাজার পুষ্পরথের মত।

জ্যোতি। ইন্দ্র রাজার পুষ্পরথ শুনেছি ওড়ে। হ্যাঁগা, দানব ওড়ে নাকি ?

ত্রিকলাঙ্গ। হ্যা. এইবার তোমায় নিয়ে উড়বে।

জ্যোতি। তোমার কাছে যতসব বাজে কথা। যাও, তোমার কাজে যাও, আমি ততক্ষণ বাবার পুজো সেরে নিই।

ত্রিকলাঙ্গ। কার পুজো করবে ?

জ্যোতি। বাবা মহেশ্বরের।

ত্রিকলাঙ্গ। বাবা কি আর এখানে আছে ?

জ্যোতি। বাবা আবার কোথায় যাবে ?

ত্রিকলাঙ্গ। দানবের ভয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।

জ্যোতি। দানবের ভয়ে মহেশ্বর পালিয়েছে।

ত্রিকলাঙ্গ। শুধু মহেশ্বর কেন—

জ্যোতি। তবে ?

ত্রিকলাঙ্গ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সব সরেছে গিন্নি, সব সরেছে।

জ্যোতি। দানব কি সত্যই ভয়ানক ?

ত্রিকলাঙ্গ। একেবারে ভীষণ ভয়ানক।

জ্যোতি। হোক্। ভয়ানক, আমি তাতে ভয় পাই না।

ত্রিকলাঙ্গ। দানবে ভয় পাবে কেন? কেবল ভূত-প্রেতের নাম শুন্‌লেই বুক করে ধড় ফড়, পেট করে ভূটভাট্‌, গলা শুকিয়ে কাঠ; জল দাও পত্র পাঠ, নইলে এখনি হ'য়ে যাবে লোপাট্‌। আর উনি কিনা দানবে ভয় করেন না?

জ্যোতি। না, করি না তো। আজ থেকে ভূত-প্রেত দানব মানব আর কাউকে ভয় করি না। তুমি যাও—আমি এই মন্দির ছেড়ে কোথাও যাবো না, এই আমি বাবার ধ্যানে বসলাম, দেখি কি হয়।

ত্রিকলাঙ্গ। না, তুমি দেখ্‌ছি নির্ঘাত একটা ফ্যাঁসাদ বাধিয়ে তবে বাড়ী ফির্‌বে।

জ্যোতি। হয় হোক্‌, আমি আজ পুজো সেরে তবে বাড়ী যাবো।

ত্রিকলাঙ্গ। আচ্ছা, তোমার মনে কি একটুও ভয় হ'চ্ছে না?

জ্যোতি। না—না, তুমি যাও—

[নেপথ্যে—জয় দানব-সম্রাট তারকাসুরের জয়।]

জ্যোতি। ওগো—তুমি কোথা গো—[ত্রিকলাঙ্গকে জড়াইয়া ধরিল।]

ত্রিকলাঙ্গ। কিছুতেই তো নাহি ডর, হুঙ্কারের কেন কাতর?

জ্যোতি। ওগো, এখানে থেকে পালিয়ে চল না গো!

ত্রিকলাঙ্গ। তবে ছেলের বর কি ক'রে চাইবে বল গো!

জ্যোতি। ছেলে আর আমার অদৃষ্টে হবে না গো—

ত্রিকলাঙ্গ। অদৃষ্টে না থাক্‌লে কি গাছ থেকে ফল্‌বে গো?

জ্যোতি। ওগো—এখান থেকে পালিয়ে চল গো—

ত্রিকলাঙ্গ। আর ছেলের বর চাইবে না বল?

জ্যোতি। না গো, না, তুমি এখন ঘরে চল্‌—

[নেপথ্যে— জয় দানব-সম্রাট তারকাসুরের জয়।]

ত্রিকালাজ। ওরে বাবা রে—

জ্যোতি। কোথা যাই রে!

ত্রিকালাজ। ওই 'এলো বুঝি গো!

জ্যোতি। তবে ছুটে চল না গো!

ত্রিকালাজ। কেন এসেছিলে গো?

জ্যোতি। আর কখনও এমন কাজ করবো না গো—

[উভয়ের দ্রুত প্রস্থান

কেদারনাথ পর্ব্বত-উপত্যকা

[নেপথ্যে—জয় দানব-সম্রাট তারকাসুরের জয়।]

নন্দীর প্রবেশ

নন্দী। অসহ্য এ দানবীয় হুঙ্কার।
হে মহেশ! কোন্ অপরাধে
অপরাধী আমি চরণে তোমার,
যার তরে দিলে মোরে হেন গুরুভার?
ব'লে দাও—ব'লে দাও প্রভু,
কতকাল ভুঞ্জিব এ জ্বালা?
পারি না বহিতে আর
জঘন্য আদেশ তার।
নিত্য নব কল্পনার করিছে উদ্ভব,

তাই আমারে বাস্তবে
পরিণত করিতে হইবে।
পরস্ব হরণ—রমণী হরণ—
দেব-নিবেদিত যজ্ঞহবি
পশুবলে করিবে গ্রহণ।

তাড়কাসুরের প্রবেশ

তারক। মন্ত্রি! আদেশ আমার
হয়েছে পালিত?
কেদারনাথ উপত্যকার
সর্ব্ব ঋষির যজ্ঞীয় হবি
করেছ গ্রহণ?

নন্দী। হে রাজন,
হয় নাই তব আদেশ পালন।

তারক। কেন?

নন্দী। পারি না বহিতে আর
জঘন্য আদেশ তব।

তারক। জানো, কি কারণ আমার সৃজন

নন্দী। জানি, দেবত্ব হরণ,
নহেক রমণী-নির্য্যাতন

তারক। স্তব্ধ হও—
নহ বিচারক তুমি মোর।
ত্রিদিব-ঈশ্বর আমি,
মোর আজ্ঞাবাহী তুমি।

নন্দী। হে রাজন—

তারক। কোন কথা নয়,
চাহি শুধু জানিবারে
আজ্ঞা মোর হবে কি পালিত ?

নন্দী। পারিব না তবআদেশ পালিতে ?

তারক। দাস তুমি, নাহি সাজে তব
ঔদ্ধত্য আচার।

নন্দী। দাস! আমি—দাস ?
শিব-সহচর নন্দী আমি,
শিবনাম স্মরি
পলকে প্রলয় সৃজিতে পারি।
সেই শিবের সেবক
আজি ঘৃণ্য দানবের দাস!

তারক। সেই শিবের আদেশ
দাসত্ব আমার করেছ বরণ।

নন্দী। ভাবিনি তখন
পরিণাম দাঁড়াবে ভীষণ!

তারক। ভাবিতে উচিত ছিল
প্রতিজ্ঞা যখন।

নন্দী। প্রতিজ্ঞা করিনি,
অনুরোধ করেছি পালন।
তোমারে সুপথে চালিত করিতে
মন্ত্রিত্ব গ্রহণ মোর।
প্রতি কার্য্যে হয়েছি সহায়,

তাই ধর্ম্ম কর্ম্ম জলাঞ্জলি দিয়ে
তব অন্নে যাপিতেছি দিন।

তারক। যেই ভাবে কাটায়েছ এতকাল,
আজি সেই ভাবে আদেশ আমার
কর হে পালন॥

নন্দী। পারি না বহিতে আর
আদেশ তোমার—
দাও মুক্তি—দাও মুক্তি হে রাজন।

তারক। মুক্তি নাহি পাবে,
ইঙ্গিতে চলিতে হবে।

নন্দী। না—না, পারিব না আর
তব আদেশ পালিতে।

তারক। ও, স্বেচ্ছায় পারিবে না'
দানবের বেত্রাঘাতে
বাধ্য হবে আদেশ পালিতে।

নন্দী। তথাপি প্রতিজ্ঞা মোর—
ইঙ্গিতে চালিত যন্ত্রপুত্তলিকাসম
আর না রহিব তব পাশে।

তারক। কশাঘাত—কশাঘাত
উপযুক্ত শাস্তি এর।

[নন্দীকে বেত্রাঘাত]

নন্দী। উঃ—কোথা হে শূল শম্ভু,
কোথা দেব মহেশ্বর!
কোথা পিনাকি শঙ্কর!

দেখে যাও সেবকের দশা তব,
ওঃ—ওঃ—

তারক। এখনও কহ নতশিরে,
আজ্ঞা মোর করিবে পালন ?

নন্দী। না—না—না—

তারক। পুনঃ তব সহ্য কর কশাঘাত।

[কশাঘাত]

নন্দী। ওঃ, কেহ কি নাই এই বিশাল জগতে
রক্ষা করে মোরে দানবের কর হ'তে ?

তারক। না, কেহ নাই—

চন্দ্রের প্রবেশ

চন্দ্র। আছে—আছে'রে দানব।
দানবের অত্যাচার হ'তে
নির্য্যাতিতে মুক্তি দিতে
আছে দেবসেনাপতি।

তারক। চন্দ্রদেব !
কিরণে যাহার স্নিগ্ধ ধরাতল,
কোথা তেজ তার
তেজোদৃপ্ত দানবের সম্মুখে দাঁড়াতে ?

চন্দ্র। আজি পশু সম বধিব রে তোরে,

তারক। জানো নাকি চন্দ্রদেব !
সর্ব্ব দেবের অবধ্য আমি ?

চন্দ্র। শিবমন্ত্রে লভিয়া জীবন,

ব্রহ্মাবরে হ'য়ে বলীয়ান
দেবতায় কর অপমান ?

তারক। এখন পাও নাই মোর কর্ম্ম-পরিচয়
দেবত্বনাশের তরে জন্ম তোমার,

চন্দ্র। দেব-অনুকম্পায় জন্ম মোর,
দেব পাশে লভিয়াছ বর,
সেই দেবতাবিনাশে
আজি অগ্রসর তুমি!

তারক। তবু দেখ নাই দেবতা-দলন!
মাত্র দেব হবি-করেছি গ্রহণ,
তারই তরে দেবকুলে উঠেছে ক্রন্দন।

চন্দ্র। এখনও কহিবে অসুর!
জন্ম তব নহে হীনকুলে।
কেন তবে কর্ম্ম-পরিচয় দাও
হেন নীচ মনোভাব ল'য়ে ?

তারক। চাহি না শুনিতে তব পাশে
উপদেশমালা
যাও—কার্য্যে মোর দিও নাকো বাধা।

চন্দ্র। যেতে পারি,
মুক্তি যদি দাও নন্দীশ্বরে।

তারক। নাহি দিব মুক্তি তারে

চন্দ্র। জোর করে নিয়ে যাবো।

তারক। বাঃ—চমৎকার বীরপনা দেখি!

চন্দ্র। সাথে এসো নন্দী—

তারক। তার পূর্ব্বে যথাযোগ্য লহ পুরস্কার
দানবের উন্মুক্ত কৃপাণে।
[অস্ত্র উন্মোচন ও চন্দ্রসহ যুদ্ধ]

চন্দ্র। একি অপূর্ব্ব বীরত্ব!
অঙ্গে যেন খেলিছে বিদ্যুৎ,
শত সূর্য্যতেজ আসর ফলকে।

তারক। ওরে চন্দ্রদেব,
কোথায় বীরত্ব তোর?

চন্দ্র। [পরাজিত হইয়া]
দৈবচক্রে পরাজিত আমি।

তারক। নতজানু হ'য়ে
মুক্তিভিক্ষা চাহ মোর পাশে।

চন্দ্র। জীবন থাকিতে তব পদতলে বসি
পারিব না মুক্তিভিক্ষা নিতে।

তারক। পদাঘাতে নতজানু করাবো তোমায়।
[পদাঘাত]

চন্দ্র। ওগো বিধি! এত কি লাঞ্ছনা
লিখেছিল দেবের অদৃষ্টে?

নন্দী। চন্দ্রদেব!

তারক। যাও মন্ত্রি!
চন্দ্রলোক হ'তে কুলবালাগণে
বন্দী ক'রে নিয়ে এসো দানব-আলয়ে।

নন্দী। ফিরে নাও আজ্ঞা তব।

তারক। যাও ত্বরা—

নন্দী। পারিব না।

তারক। এত স্পর্দ্ধা,
আজ্ঞা মোর কর অবহেলা?

[নন্দীকে পদাঘাত]

নন্দী। নারায়ণ—নারায়ণ!

তারক। অমর যে তোরা সবে—
বধিতে পারি না;
তাই শাস্তি এই ভীম পদাঘাত।

[চন্দ্র ও নন্দীকে পদাঘাত]

নন্দী। মুখ ঢাক চন্দ্রদেব!
কক্ষ ছাড়ি গ্রহ উপগ্রহ
ডুবে যাও প্রলয়-আঁধারে।
সৃষ্টি ছাড় বজ্রধর!
লুকাও—লুকাও
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর!
সৃষ্টিমাঝেচলুক্—চলুক্
শুধু দানবীর লীলা!

তারক। হাঃ—হাঃ—হাঃ—
কেহ নাই—কেহ নাই আর
রক্ষিতে দেবের মান।

শ্রীবিষ্ণুর প্রবেশ

শ্রীবিষ্ণু। আছি হেথা সতত জাগ্রত আমি!
হে দর্পি চক্রধারী সম্মুখে তোমার!

তারক। নারায়ণ! বাঃ, চমৎকার!
তোমারই তরে জন্ম মোর।
তব গর্ব্ব খর্ব্ব করিবারে
জীবন করেছি পণ।

শ্রীবিষ্ণু। ভ্রান্ত তুমি, ভ্রান্তিপথে তাই
চলিয়াছ অবিরাম
সৃষ্টিধ্বংসে হ'য়ে আগুয়ান।
নাহি কি স্মরণ—
বিশ্বস্রষ্টা নহ তুমি,
নাহি কোন অধিকার তব
এ সৃষ্টি নাশিতে?
যোগ্য অধিকার হ'তে
যোগ্যজনে বঞ্চিত করিতে?

তারক। সৃষ্টিতত্ত্ব না চাই শুনিতে,
চাই শুধু দেবত্ব নাশিয়া
প্রমাণিতে আপন শ্রেষ্ঠত্ব।
যদি হয় প্রয়োজন—
ওহে নারায়ণ!
তোমারেও দাসত্ব করাবো মোর।

শ্রীবিষ্ণু। হেন নীচ মনোভাব তব?

তারক। উচ্চ নীচ নাহিক বিচার;
জানি মাত্র শত্রু তুমি মোর।
ওহে চক্রি!
ছিন্ন করি চক্রজাল তব

লোটাবো ওই উন্নত শির
চরণে আমার।

শ্রীবিষ্ণু। রে অসুর!
জানো নাকি ভুভার-হরণ-ব্রত
যুগে যুগে মোর?

তারক। সেই ভূভার-হরণ-ব্রতে
এই পদাঘাত।

শ্রীবিষ্ণু। স্পর্দ্ধা দেখি নভঃস্পর্শী।
এখনও কহি রে অসুর!
ফেরাও তোমার গতি;
নতুবা রে দর্পি!
নেমে যাবে অতলের তলে।

তারক. তার পূর্ব্বে চূর্ণ হোক্ দর্প তব।

[অস্ত্র উত্তোলন]

শ্রীবিষ্ণু। সুদর্শন! ত্বরা চাই চক্র-আবরণ।
এসো নন্দি, এসো চন্দ্র মোর পাশে।

সুদর্শনের আবির্ভাব; চক্র-চিহ্নিত পতাকা দ্বারা শ্রীবিষ্ণু, চন্দ্র ও নন্দীকে ঢাকিয়া ফেলিল।

শ্রীবিষ্ণু। ওরে মূঢ়! পদাঘাত দানিবি আমারে?
পদনখে চন্দ্র-সূর্য্য লুটায় যাহার,
ব্রহ্মাণ্ড সৃজিত হয় যাহার ইঙ্গিতে,
সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কার্য্য যাহার ইচ্ছায়,
সেই নারায়ণ বুকে দিবি পদাঘাত?

ওরে অন্ধ!
উঠেছিস্ স্পর্দ্ধার চরম শিখরে।
মায়ামোহে বদ্ধ হ'য়ে রহিবি তাবৎ,
যাবৎ না স্বর্গপথে হই আগুয়ান।

[তারকাসুর ব্যতীত সকলের প্রস্থান

তারক। মায়া—মায়া। মায়াবী শ্রীবিষ্ণু
মায়াচক্র করিয়া সৃজন
মুক্ত করি ল'য়ে গেল অমরনিকরে।
শ্রীবিষ্ণুর চাতুরীতে হ'ল পরাজয়
হাসিব শত্রুকুলে!
না—না,
ভেদিব এ মায়াচক্র আমি।
যোগমায়াবলে
সর্ব্ব মায়ামন্ত্র আয়ত্ত করিয়া
সৃষ্টিবুকে আনিব প্রলয়॥
দেখিব হে চক্রধারি!
কোন্ ছলে—কোন্ চক্রে
সৃষ্টি রক্ষা কর তুমি।

[প্রস্থান

———

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বৈজয়ন্ত

অপ্সরীগণ গাহিতেছিল

অপ্সরীগণ।— গীত

এ কি সন্ধ্যা।
ধীরে নেমে এলো, ফুটিল না যে নিশিগন্ধা।
দীপালি কাঁপে যে রহি রহি,
কি বেদনা তার বুকে বহি,
নিদালি টুটিয়া জাগে বিভোরা রজনী এ কি ছন্দা
কণ্ঠে জাগে এ কি বাণী।
কে দেয় মরমে সুর আনি?
হৃদয়-রাণী—মথি' পরাণখানি যায় দূরে অভিনন্দা।

শচীর প্রবেশ

শচী। দেবরাজ—দেবরাজ।
কই, কোথা দেবরাজ?

ইন্দ্রের প্রবেশ

ইন্দ্র। শচি—শচি!

শচী। দেবরাজ, একি!
বিশুষ্ক মলিন মুখ,

ছল্ ছল্ আঁখি
কেন অমর-প্রধান?

ইন্দ্র। কালের প্রভাবে
দেবরাজ চলেছে ভাসিয়া
কোন্ অজানার দেশে।

শচী। তবে যা শুনেছি. সত্য দেবরাজ?

ইন্দ্র। সত্য প্রিয়ে।

শচী। কিন্তু কেন দেবরাজ।
পদ্মযোনি নিজ হস্তে
পুনঃ বিষবৃক্ষ করিলা রোপন?

ইন্দ্র। তুলনা তাঁদের তাঁরাই জগতে।

শচী। বুঝিতে না পারি
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশের মনোভাব।

ইন্দ্র। বুঝিবার কিছু নাহি প্রয়োজন।

শচী। তবে দেবতার সৃজিবার
ছিল কিবা প্রয়োজন?
কেন অমর করিয়া তাদের
পাঠালেন এই সুরপুরে?
কেন ভ'রে দিল অস্তুর আবাস
সুখৈশ্বর্য্য দিয়া?
কেন দিল দেবতারে
এই সুখ স্বর্গধাম?

ইন্দ্র। সাধকের সাধনায় তুষ্ট হ'য়ে
আপন ভুলিয়া সবে.

সর্ব্বস্ব তুলিয়া দেন
সাধনার প্রতিদান দিতে।
ত্রিভুবনে শ্রেষ্ঠ অধিকার
দিয়াছেন দেবগণে।
কিন্তু প্রয়োজন
সৃষ্টিমাঝে' আপন গৌরব
রাখিতে বজায়
সর্ব্বস্ব তুলিয়া দেন
সগৌরবে ভণ্ড সাধকের করে।

শচী। আপনার ব্যক্তিত্ব নাশিতে
নিজে হন আগুয়ান?

ইন্দ্র। সর্ব্বজীব' পরে দেবত্ব রাখিতে,
প্রার্থীর প্রার্থনা করিতে পূরণ
সর্ব্বস্ব করিয়া দান
নিঃস্ব হ'য়ে বিশ্বমাঝে করেন ভ্রমণ।

চন্দ্রদেবের প্রবেশ

চন্দ্র। দেবরাজ—দেবরাজ—

ইন্দ্র। কি সংবাদ?

চন্দ্র। আসিছে দানবদল
আক্রমিতে সুরপুর।

ইন্দ্র। দেবতার' পরে প্রভুত্ব করিয়া
হয় নাই পূর্ণ আশা তার?

চন্দ্র। আশা পূর্ণ হবে—

যবে সুরপুর হ'তে দেবগণে
বিতাড়িত করি'
দেবাঙ্গনাগণসহ
মহাসুখে রাজত্ব করিবে।

শচী। দেববালা হবে দানবের দাসী?

চন্দ্র। এ প্রসঙ্গ করি উত্থাপন
সদম্ভে দানব বিশ্বমাঝে
করিছে ঘোষণা।

শচী। দেবরাজ! দেবরাজ!
অসুর কবল হ'তে
রক্ষা কর রমণীর মান।

ইন্দ্র। কোথা শক্তি মোর
বরপ্রাপ্ত অসুর কবল হ'তে
রক্ষিবারে রমণী সম্মান?

চন্দ্র। কেন ঘুমন্ত কি দেবেন্দ্র বাসব?
বজ্র তার করে না গর্জ্জন?

ইন্দ্র। ভোল কেন চন্দ্রদেব,
ব্রহ্মা মহেশের বলে
বলীয়ান অসুর-প্রধান?

চন্দ্র। কিন্তু বিষ্ণুবরে মোরা বলীয়ান।

ইন্দ্র। বিষ্ণু সহায় মোদের?

চন্দ্র। কেদারনাথ পর্ব্বতে যবে
নিজ শক্তিবলে সে অসুর
দেব উৎসর্প যজ্ঞ-হবি

করিল গ্রহণ,
সেইক্ষণে বাধা দিতে তারে
হয়েছিনু তথা আগুয়ান;
কিন্তু দানবের অদ্ভুত বীরত্বে
মানিলাম পরাজয়!
তখনি দানব
পাশবিক মনোভাব ল'য়ে
দেবত্ব নাশিতে হ'ল আগুয়ান;
সেইক্ষণে উপনীত হন তথা
দেব নারায়ণ।
স্তম্ভিত করিয়া দৈত্যে
মুক্তি দেন বন্দী দেবগণে।

শচী। দেবরাজ! দেবরাজ!
এখনও ব্রহ্মা মহেশের কৃপালব্ধ
দানবের পাশে রহিবে শঙ্কিত?

ইন্দ্র। নাহি আর শঙ্কার কারণ দেবি!
সত্য যদি নারায়ণ সহায় মোদের।

চন্দ্র। নিজে নারায়ণ—
মোরে প্রেরিলেন তব পাশে।

ইন্দ্র। নারায়ণ প্রেরিলেন তোমা?

চন্দ্র। বাধা দিতে দানবেরে
জনার্দ্দন করিলেন আদেশ মোদের;
তাই আসিয়াছি তব পাশে
জানাইতে সে বারতা।

ইন্দ্র।　　নারায়ণ—নারায়ণ,
নারায়ণ সহায় যখন,
আর নাহি ডরি আমি নিকৃষ্ট দানবে!
ওহে চন্দ্রদেব!
দামামা নির্ঘোষে মহোল্লাসে
রণবার্ত্তা করহ ঘোষণা।
নাশিবারে দুরন্ত অসুরে
বীরদর্পে হও আগুয়ান।

চন্দ্র।　　জয় দেবরাজ ইন্দ্রের জয়।

[চন্দ্রসহ শচী, ইন্দ্র ও অপ্সরীগণের প্রস্থান

[দূরে দামামা-ধ্বনি ও রণবাদ্য ; উভয়পক্ষের জয়ধ্বনি। "জয় দেবরাজ ইন্দ্রের জয়, জয় দানব সম্রাট তারকাসুরের জয়"।

তারকাসুরের প্রবেশ

তারক।　　জয় শূলী শম্ভু!
কৈ, কোথায় দেবেন্দ্র বাসব!
এসো সম্মুখে আমার,
দেখি কত শক্তিমান্ তুমি।

চন্দ্রদেবের পুনঃ প্রবেশ

চন্দ্র।　　শক্তির পরীক্ষা দিতে
মহাশাস্ত্রধর রূপে
আমি আজি সম্মুখে তোমার!

তারক।　　পরাজিত চন্দ্রদেব!

চন্দ্র। পরাজিত, কিন্তু রয়েছি জীবিত।

তারক। জানো, কাহার সম্মুখে
করিতেছ আস্ফালন ?

চন্দ্র। ব্রহ্মা-শিববরে বলীয়ান
দানব-সম্মুখে দাঁড়ায়ে রয়েছি আমি।

তারক। দেবত্ব নাশিতে জন্ম যার,
আমি সেই অসুর-সম্রাট।
বাধা যদি দাও কর্ম্মে মোর,
চরম লাঞ্ছিত করিব সবারে।

চন্দ্র। রে অসুর,
দেবতা আজিও নহে বীর্য্যহীন।

তারক। দেবতা দলিতে
পদ্মযোনি দিয়াছেন বর।

চন্দ্র। সেও দেবতার কৃপা।

তারক। না। বাধ্য দেবতা সদা
দানবে দানিতে বর।

চন্দ্র। বাধ্য!

তারক। শতবার। পারো কিহে চন্দ্রদেব!
শক্তির সাধনা-তরে
যুগ-যুগান্তর ধ'রে
সর্ব্বসুখে দিয়া বিসর্জ্জন—
জলে, রৌদ্রে, হিমে,
পর্ব্বত উপত্যকায় বসি
সুকঠোর সাধনায় হইতে মগন?

চন্দ্র। ব্রহ্মাণ্ডে স্থাপিতে শান্তিতে
ইচ্ছা যদি থাকিত অন্তরে
প্রয়োজন হইত না তপ ও জপের।
ভক্তিভরে ডাকিলে তাঁহারে
গৃহে বসি কাম্যফল লভিতে আপন।
প্রতিযোগিতায় চৈতন্য হারায়ে
আজি চৈতন্যবিহীন তুমি!
ছিলে পড়ি জড় অপদার্থ হ'য়ে
পাষাণের প্রায়,
সেথা হ'তে উঠিলে কৃপায় যাঁর,
মাতিয়া উঠেছো আজি
তারই ধ্বংসের তরে!
বাহবা রে দানব-চরিত্র!

তারক দেবতা হইতে নহে কলুষিত।
আপন মহত্ত্ব করিতে প্রচার
সর্ব্ব মহিলারে কহে মাতা।
কিন্তু সেই দেবতা-প্রধান
কামের প্রভাবে ধর্ম্ম কর্ম্ম
দিয়া বিসর্জ্জন
গুরুপত্নী করিল হরণ!

চন্দ্র। রে অবোধ! তারার হরণ-কথা
তুই কি বুঝিবি বল্?
স্রষ্টার এ সৃষ্টিমাঝে
মাতৃজাতির রাখিতে সম্মান

জানে যদি কেহ, সেই তো দেবতা।
হোক্ যক্ষ. রক্ষ,
দেব, নর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর—
সর্ব্ব মহিলার মাঝে
প্রতিচ্ছবি দেখে যেবা স্বীয় জননীর,
এ জগতে সেই তো দেবতা।

তারক। পরাজিত বন্দী-মুখে
নাহি সাজে উপদেশবাণী।
নতমুখে প্রিয়াসনে
বন্দীত্ব স্বীকার কর দানবের।

চন্দ্র। কিসের দাবীতে?

তারক। দেখিছ সশস্ত্রে
সুরপুরে রয়েছি দাঁড়ায়ে?

চন্দ্র। ধর অস্ত্র, হে অসুর:

তারক। এখনো মেটেনি রণসাধ তব?

চন্দ্র। না, মেটেনি।
মিটিবে না ততদিন—
যতদিন রবে তুমি জীবিত ধরায়।

[উভয়ের যুদ্ধ ও প্রস্থান

[দূরে উভয়পক্ষের সৈন্যগণের তুমুল জয়ধ্বনি ও রণবাদ্য]

শচীর প্রবেশ

শচী। উঠিল কালের ঝড় প্রকৃতির মাঝে
ভীষণ তুফান করিয়া সৃজন,

নাহি জানি হায় কি ঘটিবে অঘটন !
কোথা দেবরাজ !
কোথা সব দেব-অনীকিনী,
এসো—ছুটে, এসো সবে বাজায়ে দুন্দুভি ।
[নেপথ্যে—জয় দানব সম্রাট তারকাসুরের জয়]

দ্রুত অপ্সরীগণের প্রবেশ

অপ্সরীগণ । মা—মা—

শচী । ওই—ওই দানবের জয়োল্লাস !
ওরে নব পল্লবিত
অমরার সৌন্দর্য্য-লতিকা.
তো সবারে কোথায় লুকায়ে রাখি
দানবের তীক্ষ্ণদৃষ্টি হ'তে ?
এখনি আসিবে হেথা,
কহিবে সে কত কটুকথা,
প্রাণে দেবে কত ব্যথা ।
ওগো আর্ত্তের রক্ষক, দীনের বান্ধব,
রক্ষা কর প্রভু, দেবের সম্মান ।
[নেপথ্যে—জয় দানব-সম্রাট তারকাসুরের জয়]

ইন্দ্রের প্রবেশ

ইন্দ্র । প্রকৃতির সারা বক্ষে জ্বলেছে অনল ।
দানববাহুবলে পরাজিত দেবকুল,
উল্লাসিত জয়োন্মত্ত দানবীয় চমূ ।

কই, কোথা ধর্ম্মরাজ !
কোথা পিনাকী শঙ্কর !
কোথা পাশ-অস্ত্রধারী প্রচেতা বরুণ !
কোথা দীপ্ততেজধারী সূর্য্য !
কোথা তুমি চক্রধারী দেব নারায়ণ !
কোথা দেবতা সকল।

তারকাসুরের প্রবেশ

তারক। কেহ নাই—কেহ নাই—
ইন্দ্র। নাই ?
তারক। না। দানবের শক্তিপাশে
পরাজয় করিয়া স্বীকার
সুরপুরী ত্যজি চ'লে গেছে দূরে।
ইন্দ্র। পলায়িত দেবগণ !
তারক। বাকী মাত্র দেবেন্দ্র বাসব।
ইন্দ্র। তারকাসুর !
তারক। সাথে মোর এসো স্বর্গরাণি !
শচী। দেবরাজ !
তারক। কেবা দেবরাজ ?
স্বর্গরাজ্য এবে মম অধিকারে।
আজি হতে স্বর্গ-অধিপতি
দানব তারকাসুর।
শচী। দেবরাজ—দেবরাজ।
ইন্দ্র। নারায়ণ ! নারায়ণ !

তারক। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ !
শেষ অস্ত্র ওই নারায়ণ।
নারায়ণে এতই বিশ্বাস যদি,
তবে কোথায় সেই নারায়ণ ?

ইন্দ্র। আসিবে—আসিবে নারায়ণ।

তারক। তার পূর্ব্বে এসো স্বর্গরাণি !

শচী। দেবরাজ।

তারক। একি ! স্বেচ্ছায় যাবে না ?

অপ্সরীগণ। মা—ম —

শচী। দেবরাজ—দেবরাজ—!

ইন্দ্র। সাবধান রে দানব !

তারক। বাসব !

ইন্দ্র। বন্য শৃগালের ভয়ে
ভীত নয় দেবরাজ।

তারক। অস্ত্রমুখে হউক মীমাংসা,
কার ভয়ে ভীত হয় কেবা ?
[রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল ; উভয়েব য
ও ইন্দ্রের পরাজয়]

তারক। হাঃ-হাঃ-হাঃ হাঃ ! দেবরাজ !
মনে পড়ে, সুমেরু পর্ব্বতে
মোরে শাসিবার তরে
তুলেছিলে শাণিত কৃপাণ,
বল হে বাসব ! সে অপরাধের
কিবা লব প্রতিশোধ ?

হ্যাঁ, রাখি ওই কনক-কিরীট
চ'লে যাও স্বর্গরাজ্য ত্যজি,
এসো লো অপ্সরিগণ

[বাদ্যের তালে তালে নাচিতে নাচিতে তারকাসুর অসির ইঙ্গিতে একে একে অপ্সরীগণকে যাইতে বলিল। তাহারাও সকলে ধীরে ধীরে নতশিরে চলিয়া গেল।]

তারক। দেখিলে স্বচক্ষে শচি,
বীরত্ব স্বামীর ?
বীরভোগ্যা তুমি লো সুন্দরি,
এসো সাথ বীরজনে করিবে বরণ।

শচী। দেবরাজ ! বিদায়—

[বাদ্যের তালে তালে শচীকে আগাইয়া দিয়া ফিরিল। ধীরে ধীরে ইন্দ্রের মস্তক হইতে মুকুট খুলিয়া লইয়া মুকুট লুফিতে লুফিতে চলিয়া গেল।]

ইন্দ্র। নারায়ণ ! নারায়ণ ! না—না,
ব্রহ্মাবরে বলীয়ান অসুর প্রধান ;
যোগবলে জাগায়ে নিদ্রিত পদ্মাসনে
অসুর বিনাশ হেতু লইব বিধান।

[প্রস্থান

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

বৈকুণ্ঠপুর

শ্রীবিষ্ণু ও লক্ষ্মী সিংহাসনে বসিয়াছিলেন ;
বাসন্তিকাগণের প্রবেশ

লক্ষ্মী। ওগো বাসন্তিকাগণ!
আজিকার বসন্ত-উৎসবে
মোহিত হইতে চাই
নৃত্যগীতে তোমা সবাকার।

শ্রীবিষ্ণু। তাই হোক্—
গাও সবে বসন্ত-সঙ্গীত।

বাসন্তিকাগণ।— গীত

তোমারি হাসিতে ঝরে যে নিতুই সেই ফুলে ভরি ডালা।
তোমারি সুরে আন্‌মনা হ'য়ে গাঁথি যে সোহাগ-মালা।
তোমারই আঁখির দোদুল দোলায় এ নব কলিকা জাগে,
তোমারই বুকের মধু-সঙ্গীতে রূপে ধরে অনুরাগ,
তোমারই বাঁশীর তানে, মলয় জোয়ার আনে ;
তোমারই পরশে এ পেলব রাতে শুধুই স্বপন ঢালা।

শ্রীবিষ্ণু। সুন্দর—নৃত্যগীত অতি মনোহর।
বড় প্রীত আমি আজিকার
এ উৎসব আনন্দে ;
যাও সবে, করগে বিশ্রাম।

[বাসন্তিকাগনের প্রস্থান

লক্ষ্মী। বড় ভালবাসি প্রিয়তম,
বাসন্তির সঙ্গীত লহরী।
মনে হয়—
সর্ব্বক্ষণ তুমি-আমি মিশে থাকি
ওই প্রেমমাখা সঙ্গীতঝঙ্কারে।

শ্রীবিষ্ণু। বিষ্ণুপ্রিয়া মুখে
নাহি শোভে হেন বাণী।
স্বামী যার দিবানিশি ঘোরে
ত্রিভুবন মাঝে, সঙ্গিনীর তার
নাহি সাজে উৎসবে মেতে থাকা।

লক্ষ্মী। এই উৎসবমাঝে
তোমারে সম্মুখে পেয়ে
ছাড়িতে চাহে না প্রাণ।
বড় সাধ মোর—
সতত বাঁধিয়া প্রেমডোরে তোমা।

শ্রীবিষ্ণু। হাসি পায় শুনি তব কথা।
বাঁধিতে পারেনি জগৎ যাহারে
দিয়ে ভালবাসা,
এত আশা—তুমি বাঁধিবে তাহারে?

লক্ষ্মী। নিঠুর পাষাণ!
এত ডাকেও কি
গলিবে না তব প্রাণ?

শ্রীবিষ্ণু। শুন প্রিয়ে!
মনে হয় ক্ষণকাল থাকি হেথা,

কিন্তু সেইকালে কে যেন ডাকে গো মোরে
কাতরকণ্ঠেতে বহুদূর হ'তে।

লক্ষ্মী। ওগো নারায়ণ! অনুরোধ মোর—
আর ক্ষণকাল রহ হেথা,
প্রাণভরে দেখি আমি
ওই তব মোহন মূরতি।

শ্রীবিষ্ণু। কি মোহ আছে মূরতিতে আমার?

লক্ষ্মী। বুঝিবে না—বুঝিবে না তুমি,
কি অজ্ঞাত আকর্ষণে
মোহিত করেছ এ ত্রিভুবনে।
থাক ক্ষণকাল হেথা,
তোমারে দেখিব—তোমারে পূজিব—
তোমারে সেবিব—
বক্ষমাঝে রাখি এই যুগলচরণ।

[পদতলে উপবেশন]

শ্রীবিষ্ণু। [সহসা চমকিয়া উঠিলেন]
কে ডাকে—কে ডাকে মোর—
আর্ত্তকণ্ঠে গগন বিদীর্ণ করি?
ওকি,—কাহার কাতর ধ্বনি
গোলোকের বক্ষ ভেদি'
ভেসে আসে মোর অন্তর-দুয়ারে?

লক্ষ্মী। ওগো প্রিয়তম!
চাতুরীতে ভুলায়ো না মোরে।
সহিতে পারি না আর বিরহ তোমার।

যত দূরে স'রে যাও তুমি,
তত প্রাণ কেঁদে ওঠে মোর।
বিষ্ণুপ্রিয়া হ'য়ে বিষ্ণুর বিরহ
বল সহিব কেমনে ?

শ্রীবিষ্ণু। যেইভাবে সহে ত্রিভুবন,
তেমনি তোমারেও সহিতে হবে।
প্রিয়তমে! একা আমি,
কর্ম্মক্ষেত্র মোর বিশাল ব্রহ্মাণ্ড।
সর্ব্বধর্ম্ম হ'তে কর্ম্ম প্রিয় মোর।

লক্ষ্মী। ওগো জনার্দ্দন, বিরহ-ব্যাথায় মেরে
ব্যথিত হইতে হবে জগতের তরে ?

শ্রীবিষ্ণু শ্রীবিষ্ণুর আপনজন তুমি যে প্রিয়া!

লক্ষ্মী। তাই একা আমি কাঁদিব গোলকে,
আর ত্রিভুবনে লবে বক্ষমাঝে তুমি ?
ওগো ধাতা! কমলারে সৃজিয়াছ
এত দুঃখিনী করিয়া

শ্রীবিষ্ণু। দুঃখ কেন ক্ষীরোদ-নন্দিনী।
শ্রীবিষ্ণু যে বাঁধা তব পাশে।
মাত্র কিছুকাল তরে
আমারে বিদায় দাও।

লক্ষ্মী। না—না, পারিব প্রিয়!
তোমা লাগি ব্যাকুল অন্তর মম।
তোমারে ছাড়িয়া নিরন্তর
কেন বা কাঁদিব আমি ?

শ্রীবিষ্ণু। ওই শোন প্রিয়তমে,
কাঁদে ত্রিভুবন ;
কাঁদে ইন্দ্র,চন্দ্রবরুণ, পবন।
ওই যে সম্মুখে
ভেসে ওঠে ত্রিলোকের আর্ত্তনাদ।

লক্ষ্মী। ওকি—ওকি প্রিয়তম ?

শ্রীবিষ্ণু। নির্য্যাতিতা—প্রপীড়িতা
ধরিত্রী জননী মোর,
আজি দানব কবলে হয়েছে লাঞ্ছিতা
কাঁদিও না—কাঁদিও না মাতা।
এখনো শিয়রে
জাগ্রত সন্তান তব।

লক্ষ্মী। ওকি, কারা যুক্তকরে
ঊর্দ্ধনেত্রে ডাকিছে তোমায় ?

শ্রীবিষ্ণু। ভক্ত মোর সবে,
ধরণীর শ্রেষ্ঠ ওরা ঋষি-বংশধর

লক্ষ্মী। কেন কাঁদে ওরা ?

শ্রীবিষ্ণু। দেবনিবেদিত যজ্ঞ-হবি
পশুবলে দৈত্যরাজ করিছে গ্রহণ,
তাই ভক্তকুলে উঠেছে ক্রন্দন-রোল।
ভয় নাই—ভয় নাই ভক্তগণ।
ভক্তাধীন আজি রক্ষিবে সবার মান।

লক্ষ্মী। ওকি। কেবা ওই বামা শূন্যপথে ?
কেবা ধরিয়াছে কেশ গুচ্ছ ওর ?

তোমারে ডাকিছে কেন
আকুল ক্রন্দনে ব্যাকুল পরাণে?

শ্রীবিষ্ণু। ইন্দ্রপ্রিয়া স্বর্গরাণী শচী।
সম্বর ক্রন্দন মাত।
কমলা, চলিলাম এবে;
দানব কবল হ'তে
মুক্ত ক'রে ল'য়ে আসি
স্বর্গরাণী শচীরে ত্বরায়।

[প্রস্থান

লক্ষ্মী। এক বিষ্ণু তরে
বিশ্বমাঝে উঠিয়াছে আকুল ক্রন্দন।
ত্রিলোক ডাকিছে যাঁরে,
একা আমি তাঁরে বাঁধিব কেমনে?

নন্দীর প্রবেশ

নন্দী। নারায়ণ—নারায়ণ।
কই, কোথা শ্রীমধুসূদন?

লক্ষ্মী। চ'লে গেছে স্বর্গপথে
স্বর্গরাণী শচীর মুক্তির তরে.

নন্দী। কই—কোথা—কোন্ পথে?

লক্ষ্মী। কিবা প্রয়োজন তাঁরে?

নন্দী। মহোল্লাসে আসিছে দানব
আক্রমিতে বৈকুণ্ঠনগরী।

লক্ষ্মী। আক্রমণ করিবে বৈকুণ্ঠধাম!

নন্দী। হ্যাঁ জননি!

লক্ষ্মী। কোথা দেবতা সকল?

নন্দী। দানবের শক্তিপাশে
পরাজয় করিয়া স্বীকার
স্বর্গ ত্যজি' চ'লে গেছে সবে।

[নেপথ্যে—জয় দানব-সম্রাট তারকাসুরের জয়]

লক্ষ্মী। ওকি!

নন্দী। ওই—ওই শোন মাতা—
দানবের জয়োল্লাসধ্বনি।
মা—মা! ডাকো তুমি নারায়ণে

[প্রস্থান

লক্ষ্মী। নারায়ণ—নারায়ণ!

তারকাসুরের প্রবেশ

তারক। নারায়ণ—নারায়ণ—
কোথা সেই কুটচক্রী ধূর্ত্ত
দেব জনার্দ্দন?

লক্ষ্মী। চ'লে গেছে বৈকুণ্ঠ ত্যজিয়া।

তারক। [লক্ষ্মীকে দেখিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর নিম্নস্বরে] কোথা গেছে?

লক্ষ্মী। নাহি জানি সন্ধান তাহার।

তারক। [ঈষৎ হাসিয়া]
এখনি মিলাবো সন্ধান তাহার।
এসো বিষ্ণুপ্রিয়া!

লক্ষ্মী। কোথা যাবে ?

তারক। যেথা ল'য়ে যাবো ;
এসো সাথে মোর ;

লক্ষ্মী। নাহি ল'য়ে অনুমতি বৈকুণ্ঠপতির
পদমাত্র অগ্রসর না হইব আমি।

তারক। বৈকুণ্ঠ আজি গো মম অধিকারে।
নব বৈকুণ্ঠপতি তোমারে লইয়া
যাবে যথা ইচ্ছা তার।

লক্ষ্মী। নাহি যাবো তব সনে
বৈকুণ্ঠ ত্যজিয়া।

তারক। যেতে হবে—
আজি ত্রিদিব-ঈশ্বর আমি।
ত্রিদিবের শ্রেষ্ঠ যাহা কিছু,
ধনরত্ন ঐশ্বর্য্য-সম্পদ্
আজি মম অধিকারে।

লক্ষ্মী। ত্রিভুবন যদি জিনিয়াছ
নিজ বাহুবলে,
তবে মাত্র মোরে ত্যজি,
যাও চ'লে বৈকুণ্ঠ হইতে

তারক। তব ইচ্ছাধীন নহে ত্রিদিব-ঈশ্বর।
শিববলে জিনিয়াছি স্বর্গরাজ্য আমি,
শিববলে বন্দিনী করেছি বাসব-ঘরণী
শিববলে আমি আজি সম্মুখে তোমার।
যবে পেয়েছি সম্মুখে তোমারে জননি,

জোর ক'রে নিয়ে যাবো

শূন্য স্থান মোর করিতে পূরণ।

লক্ষ্মী। নাহি যাব তব সনে।

তারক। চেয়ে দেখ—

মম ভয়ে স্বর্গসুখ ছাড়ি

পলায়েছে দেবগণ

বৈকুণ্ঠ ত্যজিয়া,

চ'লে গেছে বৈকুণ্ঠের পতি,

আজি লক্ষ্মীছাড়া—

সর্ব্বহারা দেবগণ,

লক্ষ্মী কেন হতাদরে

রহিবে পড়িয়া হেথা ?

লক্ষ্মী। সমাদরে সসম্মানে রহিব গো হেথা

তুমি যদি মুক্তি দাও মোরে ;

বিনিময়ে তার

মঙ্গল কামনা তব করিব নিয়ত।

তারক। হাঃ-হাঃ-হাঃ-

বুঝিলাম শঠ সনে করি বাস—

শঠতায় ঢাকিয়াছে

স্নেহ মায়া কোমলতা মাতৃত্ব তোমার॥

যদিও জনম মোর

কোন্ সে দুর্দ্দান্তযোগে

ধ্বংসরূপী কালের ইঙ্গিতে,

ইচ্ছা তার করিতে পূরণ,

তবু সাধ জানিবারে
মাতৃনামে আছে কোন্ মন্ত্র সঞ্জীবনী।

লক্ষ্মী। মাতা কি জানিতে চাও?

তারক। চাহিব না?
শিশু হাসে মা-মা বলি,
শিশু কাঁদে মা-মা বলি,
বিপদপাথারে জীব
মা-মা বলি পায় গো নিস্তার।
রণক্ষেত্রে স্মরি' মাতৃনাম
নির্ভীক সৈনিক
মৃত্যুসনে করে আলিঙ্গন।
শক্তি-মুক্তি ঐশ্বর্য্যরূপিণী মাতা,
ছেয়ে আছে বিশ্বচরাচর।
এসো গো কল্যাণি,
মঙ্গল বরণ করি
ল'য়ে যাই নিজ-পুরীধামে।

লক্ষ্মী। বীর্য্যবলে লভিয়াছ ত্রিভুবন—
মহাসুখে যাপিবে জীবন।
কিন্তু যদি মোরে
জোর ক'রে ল'য়ে যাও আপন আলয়ে
তবে অচিরে জীবন-সন্ধ্যা
আসিবে ঘনায়ে।

তারক। আসুক্ জীবন-সন্ধ্যা ঘনায়ে আমার,
যতদিন ত্রিভুবনে রহিব জীবিত

তাবৎ লক্ষ্মীরে আমি সযতনে
রাখিব ভাণ্ডারে মোর।

লক্ষ্মী। তুমি যদি মুক্তি দাও মোরে—,
মম আশীর্ব্বাদ অক্ষয়ে রহিবে ভবে।

তারক। না—না
নাহি পাবে মুক্তি মাতা!
সাথে যদি নাহি যাও দেবি!
কঠিন বাঁধন পরাইব
ওই সুকোমল করে। [ফুলের মালা দেখাইলেন]

লক্ষ্মী। নারায়ণ—নারায়ণ।

তারক। কই, কোথা নারায়ণ?

শ্রীবিষ্ণুর প্রবেশ

শ্রীবিষ্ণু। সবার অলক্ষ্য থাকি'
অপেক্ষায় রয়েছি কালের।

তারক। স্বাগতম্ অরিবর!

শ্রীবিষ্ণু। শোন্ রে দানব।
সাধ করি অনলে প'ড়ো না,
চঞ্চলারে কভু স্থান দিও না আলয়ে।

তারক। আপন মঙ্গল আমি বুঝি ভালমতে।
চঞ্চলারে করিব অচলা।
এসো সাথে ক্ষীরোদ-নন্দিনী!

লক্ষ্মী। নারায়ণ!—

তারক। কোথা শক্তি তার রক্ষিতে তোমারে।

শ্রীবিষ্ণু। রে অসুর। ভাবিয়াছ মনে
আপন ভার্য্যারে রক্ষিতে অক্ষম
আপনি সে সর্ব্বশক্তিমান

তারক। হ'য়ে গেছে পরীক্ষা তাহার
কেদারনাথ উপত্যকায়।
পারো নাই শক্তিবলে
মুক্তি দিতে বন্দী দেবগণে,
মুক্তি দিয়াছিলে মায়াচক্রবলে
ওহে মায়াধর!
মায়াচক্র ছেদিবারে
তোমা হ'তে শ্রেষ্ঠ মায়াধর
আজি সম্মুখে তোমার!
মায়া বিদ্যাবলে কমলারে ল'য়ে
চলিলাম ব্যোমপথে।

[সম্মোহন-সুর ধ্বনিত হইল]

শ্রীবিষ্ণু। রে অসুর! জীবন-প্রদীপ তব
নিভে যাবে চিরতরে;
এখনো সতর্ক হও!

তারক। থাকো শক্তি বাধ দাও মোরে।

শ্রীবিষ্ণু। প্রভঞ্জন! বন্ধ কর গতি তব—

তারক। মায়ায় করিনু সৃষ্টি শত প্রভঞ্জনে।

শ্রীবিষ্ণু। সুদর্শন! ঢাকো সূর্য্যালোক হ'তে
আছে যত দিক্‌চক্ররেখা।

[সুদর্শনের আবির্ভাবে প্রকৃতি অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল।]

তারক। স্তব্ধ হও সুদর্শন!
গ্রহ-উপগ্রহ আছে যেথা যেথা
শত সূর্য্যসম তেজে
জ্ব'লে ওঠো গগনমণ্ডলে।

[প্রকৃতি আলোকিত হইল]

শ্রীবিষ্ণু। কমলার কোমল অঙ্গ
মিশে যাও কঠিন পাষাণে।

[লক্ষ্মী মাটিতে পড়িয়া গিয়া পাষাণে পরিণত হইল]

তারক। মায়ার প্রভাবে পাষাণেতে
করিলাম জীবন সঞ্চার।

[লক্ষ্মী সচেতন হইলেন]

শ্রীবিষ্ণু। [উদ্‌ভ্রান্তভাবে]
হস্তে মোর এসো সুদর্শন,
আজি নাশিব দানবে।

তারক। ব্রহ্মা-বরে—
দেব করে নাহি মৃত্যু মোর।

শ্রীবিষ্ণু। ব্রহ্মা-মহেশের শক্তিসনে
আজি নাশিব রে তোরে।

তারক। তবে দানব-কৃপাণে
রক্ষা কর আপনারে।

[উভয়ের যুদ্ধ]

শ্রীবিষ্ণু। মর্—মর্ ওরে দর্পিত দানব!

[তারকাসুরের উরুদেশে চক্রাঘাত করিলেন]

তারক। শান্ত হও চক্র!

শুদ্ধ হও চক্রধর।
পরিচয় নাও মায়াধর!
তোমা হ'তে শ্রেষ্ঠ মায়াবীর।
এসো সাথে মাতা।

[তারকাসুরের উরুতে চক্র ধরিয়া অস্ত্রের দ্বারা লক্ষ্মীকে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন, লক্ষ্মী যাইতে অসম্মতি জানাইলেন! তারপর অস্ত্র কোষবদ্ধ করিয়া চক্রের উপর ফুলের মালা রাখিয়া লক্ষ্মীরে আহ্বান করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মী নারায়ণের দিকে চাহিতে চাহিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। লক্ষ্মীকে নারায়ণের নিকট হইতে দূরে সরাইয়া দিয়া তারকাসুর একবার নারায়ণের দিকে একবরে লক্ষ্মীর দিকে চাহিতে লাগিলেন। শেষ তারক লক্ষ্মীকে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। লক্ষ্মী চলিয়া গেলেন; তারকও যাইতেছিলেন, সহসা ফিরিয়া আসিয়া তারক বাদ্যের তালে তালে ধীরে ধীরে নারায়ণের হাতে চক্র তুলিয়া দিলেন। নারায়ণ উদাসভাবে চক্র ধরিলেন।]

শ্রীবিষ্ণু। কমলা!
তারক। হাঃ-হাঃ-হাঃ!
শ্রীবিষ্ণু। কমলা!
তারক। হাঃ-হাঃ-হাঃ!
শ্রীবিষ্ণু। কমলা!
তারক। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান

শ্রীবিষ্ণু। মায়াবলে মায়াবী দানব
ল'য়ে গেল কমলারে;
লক্ষ্মীহারা আজি নারায়ণ!

মহেশ্বরের প্রবেশ

মহেশ্বর।　পাষাণে বহিছে আজি জলধারা!
মনে পড়ে নারায়ণ!
ধরি করে সুদর্শন
শক্তিহীন করি দিগম্বরে
সতীসঙ্গ ছাড়া করেছিলে তারে?
মনে পড়ে শিবনেত্র হ'তে
ঝরেছিল অশ্রু তটিনীর প্রায়?
সতীহারা শিবসম
কেঁদে ফেরা পথে পথে।

শ্রীবিষ্ণু।　মহেশ! মহেশ!
দিলে মোরে একি অভিশাপ?
একা আমি কাঁদি নাই
তব সৃষ্ট অসুর পীড়নে
ত্রিভুবনে উঠেছে ক্রন্দনরোল।
ফিরে দাও—ফিরে দাও মহেশ্বর।
কমলারে মোর।

মহেশ্বর।　যাবৎ সতীরে নাহি দাও ফিরে,
নাহি পাবে তাবৎ লক্ষ্মীরে।

[প্রস্থান

শ্রীবিষ্ণু।　মহেশ—মহেশ!
বুঝি নাই প্রিয়ার বিরহে
প্রাণে বাজে এত ব্যথা!

না—না, নাহি সাজে মোর
হেন ব্যাকুলতা।
করেছি যে নাটক সূচনা,
ব্রহ্মাণ্ড মন্থন করি।
আমারেই টানিয়া আনিতে হবে
তার যবনিকা!

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

ব্রহ্মলোক

ইন্দ্র-চন্দ্র-আদি দেবগণ দাঁড়াইয়াছিলেন ;
দেববালকগ গাহিতেছিলন

দেববালকগণ।— গীত

জাগো—জাগো—জাগো, তোমার দুয়ারে অতিথি
খোল দ্বার খোল, তোল বুকে তোল ধূলি ধূসরিত মুরতি।
তোমারি জাগানো মোর সে বেদনা,
ভেঙে গেছে, বুক আর যে সহে না,
ললাটে এ ক্ষতচিহ্ন, মরম বিরক্তিম,
নয়ন—তাও অশ্রুহারা, শুধুই অভাব স্মৃতি।

দেবগণ। ওঁ ব্রহ্ম জাগৃহি—ওঁ ব্রহ্ম জাগৃহি।

ব্রহ্মার প্রবেশ

ব্রহ্মা। কে ডাকে রে আর্ত্তনাদে মোরে ?
একি ! ইন্দ্র-চন্দ্র-আদি দেবগণ !
সকলে। প্রণাম চরণে দেব ?
ব্রহ্মা। করি আশীর্ব্বাদ—
চিরসুখী হও দেবগণ !
ইন্দ্র। সুখ ? সুখ কোথা দেব !
কারে লয়ে সুখী হব মোরা ?
ব্রহ্মা। হেন কথা কেন হে বাসব !
আছে চির-বসন্ত-মণ্ডিত
সুখ স্বর্গধাম, আছে নন্দন-কানন,
আছে তব অমরার সিংহাসন।
ইন্দ্র। দেবের অদৃষ্টে
সুখ-শান্তি লিখেছ কি ধাতা ?
ব্রহ্মা। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে
চিরসুখী মাত্র দেবগণ !
ইন্দ্র। তাই দেবগণ আজি সর্ব্বহারা হ'য়ে
ভিক্ষাপাত্র হাতে ল'য়ে
ফেরে মরতের পথে পথে।
ব্রহ্মা। একি কথা কহ আখণ্ডল !
ইন্দ্র। দিব্যদৃষ্টি দিয়ে দেখ দেব !
কি সুখে রয়েছে দেবগণ।
ব্রহ্মা। দেবেন্দ্র বাসব।

বুঝিতে না পারি
শতছিন্ন মলিন বসন
কেন আজি তোমাদের অঙ্গের ভূষণ?

চন্দ্র। জানো না কি ধাতা।
কিবা অভিযোগ ল'য়ে
আসিয়াছি তোমার নিকট?

ইন্দ্র। দেবতায় ভিখারী সাজাতে
সৃজিলেন মহেশ্বর তারক-অসুরে,
তুমি তারে প্রদানিলে বর।

চন্দ্র। এই দুই শক্তিবলে সে অসুর
দেবতার সর্ব্ব অধিকার হ'তে
বঞ্চিত করিয়া
স্থাপিল ত্রিলোকে আপন প্রভুত্ব।

ব্রহ্মা। প্রাণপাত সাধনায়
মোর পাশে লভিয়াছে বর।

ইন্দ্র। তব বাক্য সফল করিতে।
রাজ্য, মান, সব দিছি বিসর্জ্জন:
বল—বল দেব!
আর কতকাল এইভাবে
পথে পথে করিব ভ্রমণ?

ব্রহ্মা। হে দেবেন্দ্র,
অপেক্ষায় রহ কিছুকাল।

ইন্দ্র। বল—বল পদ্মাসন,
আর কতকাল এইভাবে

যাপিব জীবন ?
নিঃশ্বাসে আকাশ ভাঙে,
অশ্রুতে তুফান,
আর্ত্তনাদে রচিল পাহাড়।
বল দেব, ওই কালান্তরে
লুক্কায়িত আরও কি রহস্য ভীষণ ?

চন্দ্র। ত্রিলোকের অন্তর্য্যামী তুমি,
কিন্তু তব অন্তরের কথা জানিয়াছে
ত্রিভুবনে নাই হেন জন।

ব্রহ্মা। ক্ষান্ত হও হে শশাঙ্ক!
স্মরণ করহ সবে
বিধির বিধানে চলিছে ব্রহ্মাণ্ড।

চন্দ্র। আপনার রচিত বিধান
আপনি খণ্ডিতে পারো নাকি দেব ?

ব্রহ্মা। শোন দেবগণ,
চক্রের চালনে চলে ত্রিভুবন ;
চক্রের আবর্ত্তে পড়ি
দেব, নর গন্ধর্ব্ব, কিন্নর
সুখ-দুঃখ সহিতেছে সবে।

ইন্দ্র আর শুনিতে চাহি না বিধি,
বুঝিয়াছি সব।

ব্রহ্মা। দেবরাজ—

ইন্দ্র। চক্রান্ত করিয়া সৃষ্টি
দলিতেছে আপনার জন।

ব্রহ্মা। ভুল—ভুল হে বাসব!
আমি সৃজি নাই দুরন্ত দানব,
দানবের স্রষ্টা মহেশ্বর।

ইন্দ্র। তুমি তারে দিলে বর,
সাজালে দুর্ব্বার!
ওহে বিধি,
সে আগুন তোমারই ফুৎকার!
ঢেলে দিলে রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিষ,
উগারিয়া সেই জ্বালা
সৃষ্টিমাঝে আনে বিভিষিকা।
চমৎকার তুমি পদ্মযোনি!

ব্রহ্মা। শান্ত হও—শান্ত হও দেবরাজ।
আমি কি করিতে পারি?
কর্ম্মময় ব্রহ্মাণ্ড বিশাল
কর্ম্মসূত্রে গাঁথা।

ইন্দ্র। ওই এক সান্ত্বনা প্রবোধ।
এইভাবে যুগের রহস্য
উদ্ঘাটিত হয় বিশ্বে।
মানি আমি—
আলোকের পাশে অন্ধকার।
অমৃত-সন্তান মোরা—
সহি চির বিষের দাহন
কণ্ঠে তুলি' বিষধর মালা;
ধরি বুকে দংশনের জ্বালা।

চন্দ্র। কহ পদ্মযোনি! কি বিধান এর?

ব্রহ্মা। আমার সাজানো রূপে
আমারই আঘাত—না ইন্দ্র!
আমি তাহা পারিব না কোনদিন!

চন্দ্র। তবে দেবতা কি সংয়ে যাবে
এই নির্য্যাতন?
এ যুগের নাহি অবসান?

ব্রহ্মা। হে শশাঙ্ক, এ যুগের হবে অবসান।
বিষ্ণুচক্র হ'তে হবে অসুর-বিনাশ।

শ্রীবিষ্ণুর প্রবেশ

শ্রীবিষ্ণু। চক্র সেথা প্রতিহত,
চক্রধারী অধৈর্য্য আকুল,
কমলারে ল'য়ে গেছে অসুর-প্রধান।

সকলে। নারায়ণ!

শ্রীবিষ্ণু। কহ বিধি! তুমি বুঝি চেয়েছিলে
লক্ষ্মীহারা কেশবে হেরিতে?

ব্রহ্মা। নারায়ণ, কন আনো এ বিষাদ-সুর?
একি নহে প্রহেলিকা-বাণী
বল হে মহান,
কোন্ বলে অসুর-প্রধান
বিষ্ণুচক্রে নিথর করিয়া
কমলারে ল'য়ে গেল আপন-আলয়ে?

শ্রীবিষ্ণু। মায়াবলে।

ব্রহ্মা। মায়ায় বিজিত নিজে মায়াধর।

শ্রীবিষ্ণু। দেখ নাই বিধি,
কি অপূর্ব্ব মায়াবী অসুর।

ব্রহ্মা, কেবা দিল তারে মায়াবিদ্যা ?

শ্রীবিষ্ণু। যোগমায়া-পাশে
মায়াবিদ্যা পেয়েছে অসুর।

ব্রহ্মা। ধর চক্র নারায়ণ!
হানো শিরে তার।

শ্রীবিষ্ণু। কোথা শক্তি চক্রধারণের ?
চ'লে গেছে শক্তিময়ী কাঁদায়ে আমায়।
বাসন্তীর ফুলশয্যা-মাঝে
চক্ষে ছিল ঐশ্বর্য্য-প্রতিমা,
বক্ষে ছিল তারই গরিমা,
আমার মহিমা মাত্র তারই হাসিতে।
যাহার সন্ধানে মথি সিন্ধুজল,
যার উপসনা-মাঝে
আমি দীপ্ত চক্রধর,
যে শক্তিতে বক্ষে জাগে দুর্বার সাহস,
যে ইঙ্গিতে ওঠে প্রাণে বারিধি-উচ্ছাস,
শুই হের বিধি, সেই শক্তি মোর
দানব-কারায় জাগে অশ্রুধারারূপে।
হের দেব, এ নয়নে তারই প্রতিচ্ছায়া!

ব্রহ্মা। একি নারায়ণ!
একি ধারা নয়নে তোমার!

ভেসে যায়—ভেসে যায়
আজি পদ্মযোনি !

শ্রীবিষ্ণু। স্থির হও কমল-আসন !
এই ধারা চক্ষে মোর
যুগে যুগে নেমেছে সৃষ্টিতে।
আমার সাধনা তৃপ্তি, প্রীতি, অনুরাগ,
নিত্য নবরূপ ধরে তারই বিরহে।
তারই মধুর স্বরে
বাজে মোর অন্তরের বাঁশী,
তারই কারণে শত বাধা শির পেতে ধরি ।
বেদনার হা-হুতাশ আমি ভালবাসি
নাই—নাই—নাই—
এই প্রতিধ্বনি মাঝে।

[প্রস্থান

গীতকণ্ঠে দেবর্ষির প্রবেশ

দেবর্ষি।— গীত

নাই—নাই—নাই—এরই শুধু প্রতিধ্বনি ;
আকাশে বাতাসে—প্রতি নিঃশ্বাসে "কোথা ওগো নারায়ণি"।
জলধি আজি রে গভীর তলে,
কোথা মোর নিধি কেঁদে বলে,
আজি কোথা হায়, নিঠুর কারায় সোনার লক্ষ্মী বন্দিনী।
ওগো, পাহাড় ভেঙেছে, বজ্র গ'লেছে, ছন্দহারা ধরণী।

[প্রস্থান

চন্দ্র। উন্মাদ হয়েছে নারায়ণ
নারায়ণী হারা হ'য়ে.
উন্মাদ হয়েছে মহেশ্বর।
সতীরে হারায়ে;
উন্মাদনায় ঘিরেছে দেবেন্দ্র বাসবে।
প্রকৃতি উন্মাদ,
চারিদিকে উন্মাদনা-সুর

[ইন্দ্র ব্যতীত দেবগণের প্রস্থান

ইন্দ্র। এই উন্মাদনা মাঝে
নাহি কিছু স্থির যুক্তি অসুর ধ্বংসের?

ব্রহ্মা। আছে সুরেশ্বর।
এই ছিন্নভিন্ন যুগে
দানব-সংহার কার্য্যে
চাহি এক নব সেনাপতি।

ইন্দ্র। চমৎকার।
কোথা পাই সন্ধান তাহার?

ব্রহ্মা। এই যুগ বক্ষে নামিবে অচিরে.
পাই যেন আভাস তাহার!
মনে লয়—এই ব্যথা, এই উন্মাদনা
জাগে শুধু তারই কারণে।

ইন্দ্র। মহাবাণী তব হউক সফল।
শীর্ণ এ যুগের বুকে
নবীনের পদার্পণ—
সু প্রভাত দেবতাকুলের।

কহ, কত দূরে—
করি আয়োজন তার।

ব্রহ্মা। সে অমোঘ বীর্য্যের রূপ
জানো কোথা হে দেবেন্দ্র?

ইন্দ্র। কোথা মহাভাগ?

ব্রহ্মা। মহাকাল মহেশের রুদ্রতেজ-মাঝে।
চাই ধরিবারে
শুদ্ধ সত্য শক্তির আধার।

ইন্দ্র। কোথা পাই দেব হেন শক্তিময়ী নারী
রুদ্র-বীর্য্যে যেব ক'রবে ধারণ?

ব্রহ্মা। আছে দেবরাজ!
অসীম শক্তিময়ী রমণী এক।

ইন্দ্র। কোথা প্রভু?

ব্রহ্মা। গিরিপুরে—মেনকা-দুহিতা।

ইন্দ্র। কহ ধাতা, কেমনে তাহারে
ল'য়ে আসি মহেশ-সান্নিধ্যে?

ব্রহ্মা। দুর্গম পর্ব্বতশৃঙ্গে
মহাযোগে মগ্ন যোগী মহেশ্বর।
প্রতিদিন মহেশের স্নানকালে
সে কুমারী সাধনার দ্রব্য যত
যথারীতি সজ্জিত রাখিয়া
যজ্ঞবদী করেন মার্জ্জনা,
মহাযোগী যোগিবরে
পতিরূপে পাইবার আশে।

যদি কেহ কোন ছলে
মহেশ্বরে মোহিত করাতে পারে
ভুবনমোহিনী সেই অপরূপ রূপে,
তবে অসুরনিধন হইবে সম্ভব।

ইন্দ্র। যোগীবরে বিচলিত করিবার তরে
চাই হেথা কামদেবে।

ব্রহ্মা। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক্।

[প্রস্থান

ইন্দ্র। কোথা হে কন্দর্পদেব!
এসো ত্বরা সম্মুখে আমার।

মদনের প্রবেশ

মদন। কি আদেশ দেবরাজ!

ইন্দ্র। হে কন্দর্প!
পরীক্ষা সম্মুখে তব।
এতকাল ধরি ত্রিভুবনে
আপন প্রভাব করেছ বিস্তার।
আজি পুরুষপ্রবর দেব মহেশ্বরে
বিচলিত করিতে হইবে তোমা।

মদন। দেবরাজ!

ইন্দ্র। বুঝিয়াছি—ভীত তুমি কামদেব।
তবু দেবকার্য্যে হ'তে হবে অগ্রসর।

মদন। কোথা মহেশ্বর?

ইন্দ্র। হিমগিরি-মাঝে।

মহাযোগী মগ্ন মহাধ্যানে ;
আছে তথা গিরি-সুতা,
সেই বালা মাত্র হ'তে পারে
হরের ঘরণী।
তুমি যাও—সম্মিলন ঘটাও দোঁহার।

মদন। সাধ্যমত আজ্ঞা তব করিব পালন।

[প্রস্থান

ইন্দ্র। বহু আশে অগ্রসর অসুর বিনাশে।
দেখিব হে বিধি,
কেমনে সফল হয় বিধান তোমায় ?

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

পর্বত-উপত্যকা

গৌরী ও রতন

রতন। কিগো মা, ঠাকুর-দর্শন হ'লো ?

গৌরী. ঠাকুর-দর্শন প্রতিদিনই তো হয়।

রতন। তারপর ঠাকুরের মনোভাব কি বুঝ্‌লে ?

গৌরী। এতদিন আস্‌ছি, যথারীতি যজ্ঞ-বেদী মার্জ্জনা ক'রে মাল্য-লতায় সজ্জিত ক'রে দিচ্ছি কিন্তু কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

রতন। অনাদি-অনন্তের মনোভাব কি সহজে বোঝা যায় ?

গৌরী। এখন আমায় কি করতে হবে বাবা ?

রতন। সাধন ও ভজন।

গৌরী। সাধন-ভজন তো অনেক করলাম।

রতন। আচ্ছা মা, তুমি যে আসা-যাওয়া কর, তিনি তা জানেন ?

গৌরী। হ্যাঁ, জানেন।

রতন। তোমায় সাম্‌নে-সাম্‌নি দেখেছেন।

গৌরী। হ্যাঁ, দেখেছেন।

রতন। কোনদিন তোমায় কিছু বলেন নি ?

গৌরী। না, কোনদিন আমায় কোন প্রশ্ন করেন নি।

রতন। মা! আমার একটা কথা রাখ্‌বে ?

গৌরী। কি কথা, বল ?

রতন। তোমায় আজ মনোহারিণী-বেশে সাজতে হবে, যাতে মহেশ্বর তোমায় একবার দেখ্‌লেই মুগ্ধ হন।

গৌরী। তাতে কি তাঁর ধ্যান ভাঙ্গাতে পার্‌বো ?

রতন। ধ্যান ভাঙ্গাতে যাবে কেন ?

গৌরী। তবে ?

রতন। তুমি অপরূপ সাজে সেজে তাঁর আগমন প্রতীক্ষা করবে, যাতে তিনি স্নান ক'রে এসে প্রথমেই তোমাকে দেখ্‌তে পান।

গৌরী। তাতে তিনি মুগ্ধ হবেন ?

রতন। হ'তেই হবে।

গৌরী। কিসে বুঝলে ?

রতন। দেবতারা অসুর-বিনাশের জন্য মহেশ্বরের ঔরসজাত পুত্র প্রার্থনা করেছে, দেবাদিদেব ব্রহ্মা তাদের বলেছেন মহেশ্বরের ধ্যান

ভাঙ্গিয়ে, তোমার রূপে মুগ্ধ করাতে ; তাই দেবরাজের আদেশে কামদেব আস্‌ছে মহেশ্বরের ধ্যান ভাঙ্গাতে।

গৌরী। কামদেব আস্‌ছেন মহেশ্বরের ভাঙ্গাতে ?

রতন। হ্যাঁ মা, সেই ধ্যান ভাঙ্গাবার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে সাম্‌নে দেখলেই তিনি তোমায় বিবাহ করবেন।

গৌরী। সত্য কথা ?

রতন। হ্যাঁ মা, সত্য। যাও মা। তুমি মনোহারিণী মূর্ত্তিতে সেজে এসো।

গৌরী। মনোহারিণী মূর্ত্তিতে নয় বাবা!

রতন। তবে কি সাজে সাজবে মা ?

গৌরী। আমি সাজাবো অপরূপ মাতৃত্ব নিয়ে।

রতন। সে'ক মা।

গৌরী। জগৎ-পিতা মহাকালের অঙ্কলক্ষ্মী হ'তে সাজতে চাই জগৎ-জননী মহামায়া।

রতন— **গীত**

মা—মা, ওগো মা।
তুমিই ফুটিবে সৃষ্টির চক্ষে যুগ যুগ প্রতিমা।
তুমিই নামিবে ভূধরের ডাকে অভয়া অন্নদা বরুণা,
তুমি ছুটে যাবে এলো'কশীরূপ সাজি গো অসুর-দলনা ;
মা হবার সাধ বু'কে নিয়ে তুমি অঝোরে ঢালিবে করুণা—
তুমি ধন্য তুমি পুণ্যা মাতৈঃ রূপের গরিমা।

গৌরী। ত্রিভুবনের মা হ'তে আজ আমি ভুতনাথের গলায় বরমাল্য দেবো।

রতন। দেবকুল আগ্রহে আজ তোমারি দিকে চেয়ে আছে মা!

গৌরী। আমি কি দেবতাদের এতখানি উপকার কর্‌তে পারবো বাবা?

রতন। পার্‌তেই হবে, সন্তানকে বিপদে রক্ষা করা যে প্রকৃত মায়ের কর্ত্তব্য মা!

গৌরী। সে কর্ত্তব্যপালনে আমি সচেষ্ট হবো বাবা, কিন্তু জানি না কতখানি কৃতকার্য্য হবো!

রতন। সতীর মনোনীতি ব্যক্তিই তার পতি হয়!

গৌরী। দেবগণকে বিপদ হ'তে উদ্ধার কর্‌তে, আমি আজ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত।

রতন। তবে চল মা! এদিকে আবার পাগলার স্নান কর্‌তে যাবার সময় হ'লো।

গৌরী। হ্যাঁ—চল।

[উভয়ের প্রস্থান

মহেশ্বর ও নন্দার প্রবেশ

মহেশ্বর। বল্‌—বল্‌ ওরে নন্দি;
সবাকার অঙ্গে
কেন দেখি গৈরিক বসন?
কণ্ঠে কেন দোলে উত্তরীয়?
ক্ষীণ কেন সুতপ্ত কাঞ্চন তনু!

নন্দী। তব লাগি সন্ন্যাসি সেজেছে সবে।

মহেশ্বর। কেন, কি কারণ এ বৈরাগ্য সবাকার?

নন্দী। সবে চায় কৃতদার দেখিতে তোমায়।

মহেশ্বর। একি কথা শোনালি রে নন্দি?

নন্দী। তোমা লাগি সেবকের দল যত
একাহারে ফলমূল করিছে ভক্ষণ।
অহোরাত্র তব নাম জপি
ফিরিতেছে পথে পথে সবে।

মহেশ্বর। কতকাল রবে এইভাবে তারা
সন্ন্যাসী সাজিয়া?

নন্দী। যতকাল তুমি রবে এইভাবে—
এই উদাস-পাগলরূপে।

মহেশ্বর। নন্দি—নন্দি—

নন্দী। হে জগৎ-পিতা!
তুমি যদি বামে নাহি লও মাতা,
তবে সৃষ্টিকার্য্যে হবে না সহায়
জগতের কোন পিতামাতা।
সন্ন্যাস লইয়া সবে চ'লে যাবে পরপারে।

মহেশ্বর। সতীহারা মহেশ্বর—
সতী ভিন্ন অন্যজনে
পত্নীরূপে বরিবে না কোনদিন।

নন্দী। মাতা সতীরে ফিরাতে
সাধনায় কাটাইলে বহুকাল;
হে পিতা! এখনও মেটেনি সাধনা?

মহেশ্বর। না রে নন্দি, এখনও মেটেনি সাধনা।
সাধনায় সিদ্ধিলাভ করি
সতীরে ফিরাবো, সতীরে পূজিব
বসায়ে হৃদয়মাঝে।

নন্দী। ইচ্ছা যাহা কর ইচ্ছাময়।
কিন্তু নর-জগতের ভক্তগণ
গৃহ ত্যজি সবে
মন্দির সান্নিধ্যে তব লয়েছে আশ্রয়।
তুমি যদি অবিলম্বে নাহি হও কৃতদার,
তবে পাষাণে আছাড়ি মরিবে সকলে।

দূরে ভক্তগণ। "ও বাবা শিবের চরণের মহাদেব।"

মহেশ্বর। ও কি! কিসের এ কাতর ধ্বনি।

নন্দী। ওই দেখ পিতা,
ভক্তগণ তোমা লাগি
পাষাণে ফাটায় মাথা।

মহেশ্বর। সত্য যদি মোর তরে
ল'য়ে ল'য়ে থাকে এ সন্ন্যাস-ব্রত
তবে মম বরে অক্ষত রহিবে সবে।

দূরে ভক্তগণ। "ও বাবা শিবের চরণের সেবা মহাদেব।"

মহেশ্বর। পুনঃ কেন ওঠেরে ও ধ্বনি?

নন্দী। তব তরে ভক্তগণ হয়েছে ব্যাকুল।
ওই দেখ পিতা, উচ্চশৃঙ্গ হ'তে সবে
ঝাঁপাইয়া পড়ে ধরণীর বুকে।

মহেশ্বর। সত্য যদি ভক্তগণ
মোর তরে ক'রে থাকে
হেন আয়োজন'
তবে মম আশীর্ব্বাদে
অটুট রহিবে সর্ব্ব কলেবর।

নন্দী। পিতা, তব তরে ভক্তকুলের এত আহ্বান—
এত আয়োজন—এত যেন ক্রন্দন,
সবি কি বিফল হবে?

মহেশ্বর। হ্যাঁ রে নন্দি,
বিফলে রহিবে ততদিন—
যতদিন সাধনায় নাহি হয় সিদ্ধিলাভ।

নন্দী। ততদিনে পুরুষ-প্রকৃতি সবে
এই সন্ন্যাস-জীবন ল'য়ে
চ'লে যাবে জীবনের পারে।

মহেশ্বর। ওরে, সাধ মোর পূর্ণ নাহি হ'লে,
সন্ন্যাসীর হবে না বিনাশ—
সত্য যদি সন্ন্যাস লইয়া থাকে
শুদ্ধাচারে পবিত্রতা ল'য়ে। [গমনোদ্যত]

নন্দী। কোথা যাও পিতা?

মহেশ্বর। স্নান করি পুনঃ যাবো সাধনায়।

[প্রস্থান

নন্দী। নাহি জানি ওগো অনাদি অনন্ত,
কতদিনে সিদ্ধিলাভ হইবে তোমার।

[প্রস্থান

গীতকণ্ঠে দিব্যাঙ্গনাগণের প্রবেশ

দিব্যাঙ্গনাগণ।— গীত

আজি কে এলে—কে এলো সজনি লো!
পাহাড়ের বুকে নামে আলোকের ঝর্ণা।

আজি পাষাণে ফুটিল ফুল,
আপনারে দেয় ভুল
একি কোন সুষমার ডালা ?
শঙ্খ বাজা—ওলো শঙ্খ বাজা,
আরতির দীপ তুলে ধর্‌না।

ফুলসাজে সজ্জিতা ফুলমালাহস্তে গৌরীর প্রবেশ

গৌরী। ওগো অন্তর্য্যামি,
পূর্ণকর অন্তরের আশা !
নমি মাতা, নমি পিতা,
নমি তোমা অনন্ত ব্রহ্মণ্যদেব।

মহেশ্বরের প্রবেশ

মহেশ্বর। একি ! কেবা তুমি বালা ?
কিবা নাম ? কোথা ধাম ?
কেন এসো নিত্য হেথা ?
কেন দাও যোগাইয়া
সাধনার দ্রব্য মোর ?
কেন কর যজ্ঞবেদী নিতুই মার্জ্জনা ?

গৌরী। প্রণাম চরণে পশুপতি
গিরিরাজ পিতা মোর, মেনকা জননী।
মনোমত পতিলাভ-হেতু
সাধনার ফুল জল যোগাই তোমায়।

মহেশ্বর। করি আশীর্ব্বাদ—
মনোমত পতি কর লাভ।

গৌরী। দেহ পদধূলি ওগো বরদাতা! [প্রণাম]

মহেশ্বর। অপূর্ব্ব সুঠাম অঙ্গ তব,
বদনে খেলিছে
মনোরম মাধুর্য্যের জ্যোতি।
ফুলভারে অবনত তনু
ওগো বালা! বিশ্বের সৌন্দর্য্য-ঘেরা
তুমি অপরূপা।
বল, কিবা নাম তব?

গৌরী পর্ব্বত-দুহিতা আমি,
পার্ব্বতী আমার নাম।
মাতা মোরে দিয়াছেন নাম উমা,
অঙ্গ মোর গৌরবরণ,
তাই দিয়াছেন পিতা গৌরী নাম।

মহেশ্বর। পার্ব্বতী উমা ও গৌরী
ত্রিনাম সত্যই যেন মেলে ত্রিনয়ন সনে।

গৌরী। বল দেব, তুষ্ট তুমি সেবায় আমার?

মহেশ্বর। তুষ্ট আমি বালা, তুষ্ট মোর হৃদি-মন!
ওগো পর্ব্বত-নন্দিনি! তোমারে নিরখি
কেবা নহে তুষ্ট এ তিন-ভুবনে?

গৌরী। বল দেব, কোন্ কার্য্যে তব
নিয়োজিত করিবে আমারে?
যাই আমি ত্বরা ক'রে—

মহেশ্বর। না—না, দাঁড়াও ক্ষণেক,
প্রাণভরে দেখি আমি তোমা।

মহাযোগে যোগময়ী তুমি—
তুমি বুঝি ছিলে মোর
ধ্যানে লুক্কায়িত !
সুতপ্ত কাঞ্চন-প্রভা
শক্তিরূপা মহাজ্যোতির্ম্ময়ী,
নিত্য নবযৌবনসম্পন্না.
অয়ি নগসুতে !
দাঁড়াও—দাঁড়াও—

গৌরী। না—না, দাড়াতে অক্ষম আমি।
আছে কোন করণীয় হেথা ?

মহেশ্বর। আছে, ক্ষণেক দাঁড়াও।
ওকি ! হস্তে কিবা তব ?

গৌরী। পদ্মবীজ-বিরচিত—
সুরধনী সিঞ্চিত এ মালা
তব কণ্ঠে দেবো ব'লে
নিজ হাতে সযতনে এনেছি গাঁথিয়া।

দূরে মদনদেব কম্পিতকলেবরে ধনুতে
ফুলশর যোজনা করিল

মহেশ্বর। দাও তবে কণ্ঠে মোর :
তুমি যেন শারদ মালিকা
ছন্দে ছন্দে সাজান' সুন্দর।

[গৌরী মহেশ্বরের গলায় মালা পরাইয়া দিল।
এমন সময় মদনদেব শর হানিতে লাগিলেন]

একি ! শিহরিয়া উঠে কেন কায়া ?
চঞ্চল ব্যাকুল কেন অন্তর আমার ?
কেবা আমি ? কি হেতু হেথায় ?
সাধনার লভিবারে কাম্যফল মোর—
সেই সাধনার অন্তরায়
রমণী-সম্মুখে দাঁড়ায়ে আমি !
কেন—কি হেতু বিকার মম ?
ওকি ! কেবা তুমি ফুলধনুকরে
অবিরাম হানিতেছ শর
মম বক্ষ 'পরে ?
ওহো, কামদেব ! বুঝিয়াছি—
বিষ্ণুর চক্রান্তে
সাধনার বিপত্তি সৃজিতে
হেথা উপনীত তুমি।
পণ্ড করি সাধনা আমার
ফুলশরে মদন-সন্তপ্ত করিবে মহেশে ?
কিন্তু নাহি জানো হর কোপানলে
ভস্ম হয় পলকে মন্মথ ?

মদন। ক্ষমা কর—ক্ষমা কর মহেশ্বর !

মহেশ্বর। ক্ষমা নাই—ক্ষমা নাই !
সাধনার মহাস্বপ্নময়ী—
যার মাল্য কণ্ঠে নিতে
আকুল উদ্ভ্রান্ত ভ্রমি শ্মশানে. শ্মশানে,
তন্ত্র যারে বুকে চায় মন্ত্র আবাহনে,

তারে বুঝি পেয়েছিনু এ কোন্ প্রভাতে
এই নয়নের পাতে।
কি সুন্দর স্নিগ্ধ, মরি—মরি!
পলকে মিটিল তৃষা—
ভেবেছিনু বুকে ধরি' এই রূপে—
এই ছবিটিরে,
সৃষ্টিতত্ত্বে জেগে রবে ভোলা। মৃত্যুঞ্জয়!
আরে দর্পি মূঢ়!
সে সাধে সাধিলি বাদ—
শঙ্করে কি সাজালি ভীষণ!
জ্ব'লে ওঠ—
জ্ব'লে ওঠ তৃতীয় নয়ন,
প্রলয় অনলে ভস্ম কর দর্পী মদনেরে।

ইন্দ্র ও চন্দ্রের প্রবেশ

ইন্দ্র। ক্ষমা কর—ক্ষমা কর মহেশ্বর!
মদন। উঃ, জ্ব'লে গেল—জ্ব'লে গেল তনু।

[প্রস্থান

চন্দ্র। ক্ষম অপরাধ ওগো মহেশ্বর—
মহেশ্বর। হাঃ-হাঃ হাঃ-হাঃ!
সবে মিলি চক্রজাল করিয়া বিস্তার
পণ্ড করিবারে চাও
যুগান্তের সাধনা আমার?
মদন। [নেপথ্যে] জ্ব'লে গেল—জ্ব'লে গেল প্রাণ—

শ্রীবিষ্ণুর প্রবেশ

শ্রীবিষ্ণু। রক্ষা কর—রক্ষা কর দেব,
তব কোপানল হ'তে মদনদেবেরে।
নহে দোষী কামদেব,
সর্ব্ব দোষে দোষী আমি।
সাধ যদি জেগে থাকে চিতে
দোষীরে শাসিতে,
তবে এই নাও.—বক্ষ দিনু পাতি,
ধ্বংস-যজ্ঞে দাও পূর্ণাহুতি।

মহেশ্বর তোমারে নাশিতে হ'লে
আদি হ'তে পঞ্চভূত নাশিতে হইবে।
না, সে নাশ-যজ্ঞে মোর নাহি প্রয়োজন

শ্রীবিষ্ণু ধ্বংস-যজ্ঞানল করেছ সৃজন যবে,
ব্রহ্মা-বিষ্ণুসনে তব নাশিয়া ভুবনে
বিনাশক নাম তব করহ প্রচার।

মহেশ্বর নাভি হ'তে যার সৃষ্টি মোর,
কোন্ শক্তিবলে বিনাশিব তারে?
না—না, পারিব না।
স্রষ্টা যেবা মোর,
আমা হ'তে শ্রেষ্ঠ জানি তারে।

[গমনোদ্যত]

শ্রীবিষ্ণু। কোথা যাও দেব!

মহেশ্বর। সাধনায় ফিরাতে সতীরে।

শ্রীবিষ্ণু। ফিরে এসো মহেশ্বর!

মহেশ্বর। ফি'রব—ফিরে পাবো যবে
সতীরে আমার

[প্রস্থান

শ্রীবিষ্ণু। মহেশ—মহেশ—

গৌরী। চিন্তা দূর কর শ্রীবিষ্ণু মহান!
শোন সবে প্রতিজ্ঞা আমার—
আজ যোগমগ্না হবো আমি
সাধনায় সিদ্ধিলাভ হেতু।
নির্য্যাতিত দেবগণে মুক্তি দিতে—
খুলিতে বন্ধন লক্ষ্মী ও শচীর
গিরিরাজ-নন্দনী সাজিবে
আজি যোগিনীর বেশে।
পঞ্চ'ভূতে জ্বালি' পঞ্চ অগ্নি
পঞ্চানন-তরে করিব সাধনা।

[প্রস্থান

শ্রীবিষ্ণু। সত্য যদি মাতা সাধনায় তব
ফিরাইতে পারো ওই দেব মহেশ্বরে,
তবে পঞ্চতপা রূপে
যুক্তকরে আরাধিবে বিশ্ববাসী তোমা!

[সকলের প্রস্থান

———

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ওষধিপ্রস্থ-প্রাসাদ

হিমবান চিন্তিতভাবে পরিক্রমণ করিতেছিল

হিমবান। এখনও গৌরী ফিরে এলো না কেন? প্রতিদিন যথাসময়ে যায়, যথাসময়ে আসে, কিন্তু আজ এখনও আসছে না কেন? তার কি কোন বিপদ্ হ'লো? নারায়ণ! উমাকে রক্ষা কর প্রভু! উমার মনোবাসনা পূর্ণ কর দেব!

রতনের প্রবেশ

রতন। কি রাজা, কি ভাব্‌ছেন?

হিমবান। এই যে. তুমি এসেছ? আমার গৌরীর সংবাদ কি বালক?

রতন। কি সংবাদ চান, বলুন?

হিমবান। তার ফেরবার সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে যায়, তবু এখনো গৌরী আসছে না কেন?

রতন। কন্যাকে স্বামিসেবা কর্‌তে পাঠিয়ে অত চিন্তা করা কি উচিত?

হিমবান। স্বামিসেবা!

রতন। হ্যাঁ। কন্যাকে আপনি মহেশের করে সমর্পণ কর্‌বেন স্থির ক'রে তবে তো তাঁর সেবা করতে পাঠিয়েছেন?

হিমবান। হ্যাঁ, তা তো পাঠিয়েছি, তবে এখনও তো তার শাস্ত্র-সম্মত বিবাহ হয় নাই যে, কন্যাকে স্বামীর ঘরে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত থাকবো ?

রতন। নাই বা শাস্ত্রসম্মত বিবাহ হ'লো, আন্তরিক বিবাহ তো হ'য়ে গেছে ?

হিমবান। তাই বা সম্পূর্ণ কই বালক ?

রতন। কিসে নয় ? আপনি মেয়ের বাপ হ'য়ে যখন তাঁর করে কন্যাদান করতে মনস্থ করেছেন, আর আপনার কন্যা যখন দেবাদিদেব মহেশ্বরকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক, তখন আর বিয়ের বাকী রইলো কোন্‌-খানটায় ?

হিমবান। যিনি বিবাহ করবেন, তাঁর নিজস্ব মতামত না জানা পর্য্যন্ত এ বিবাহ কি করে স্থির বলা যায় বালক ?

রতন। হ্যাঁ, এ একটা মস্ত কথা বলেছেন বটে, কিন্তু ধরুন—যদি মহেশ্বর আপনার কন্যাকে বিয়ে করতে রাজী না হন, তখন আপনি কি করবেন ?

হিমবান। তা যদি হয়, দ্বিতীয়পাত্র অন্বেষণ করে কন্যাকে পাত্রস্থ করবো।

রতন। সে কি গিরিরাজ !

হিমবান। কেন বালক ?

রতন। পিতা হ'য়ে কন্যাকে দ্বিচারিণী সাজাবেন ?

হিমবান। এ্যাঁ, কি বললে ?

রতন। বলছি—আপনি মহেশ্বরকে জামাই করবেন স্থির করেছেন, আর আপনার কন্যাও তাঁকে মনে প্রাণে পতিরূপে বরণ ক'রে নিয়েছেন—এখন কি করে আপনি কন্যাকে অন্য পাত্রে সমর্পন করবেন ?

হিমবান। কিন্তু বালক, মহেশ্বর যদি আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করতে সম্মত না হন ?

রতন। তিনি তো হবেনই না—

হিমবান। তা হলে আমি কি করবো ?

রতন। আপনার আর করবার কিছু নেই ?

হিমবান। আমার কন্যা, আর আমার করবার কিছু নেই ?

রতন। না গিরিরাজ, আপনার কন্যাকে আপনি পাত্রস্থ করে দিয়েছেন। ব্যস, আপনার কাজ শেষ হয়ে গেছে. এখন আর আপনার করবার কিছুই নেই।

হিমবান। হ্যাঁ, তা বটে ! আচ্ছা বালক, তুমিই বল—মহেশ্বর যদি আমার কন্যাকে বিবাহ করতে রাজি না হন, তবে কি হবে ?

রতন। পতিকে বশ করবার জন্য যা কিছু করবার দরকার হবে, তার সব কিছু আপনার কন্যাই করবে। এর মধ্যে আপনার আমার আর কিছু করবার নেই।

হিমবান। গৌরী ছেলেমানুষ, তার তো এ বিষয়ে কোন অভিজ্ঞতা নেই।

রতন। দেখুন—মেয়েরা যতই ছেলেমানুষ হোক্, জ্ঞান হবার সঙ্গেসঙ্গেই পতি-পত্নী মানে তারা বোঝে। আর যদি মনে-প্রাণে কাউকে ভালবেসে থাকে, তাতে পিতামাতার অনুমতি পেলে সেই মনস্থ পতিকে বশ করতে তার বেশীক্ষণ সময় লাগে না।

হিমবান। তাইতো, ব্যাপার বড় জটিল হ'য়ে দাঁড়ালো।

রতন। আপনি কিছু ভাববেন না। আপনার কন্যা সব ঠিক ক'রে নেবে। আপনি শুধু তার সব কাছে একটু মত দেবেন, ব্যস—তাহ'লেই সব গণ্ডগোল মিটে যাবে। [প্রস্থানোদ্যত]

হিমবান। দাঁড়াও বালক!

রতন। কি বলুন।

হিমবান। ব'লে যাও, গৌরী মহেশ্বরকে কি ক'রে পাবে?

রতন।— গীত

সে যে পাষাণ বুকের ফুল।
দৃষ্টিতে জাগে সৃষ্টি গো যার
তারে কে দেবে ভুল?
ধ্যানের পাহাড় তাহার পরশে টলে,
কঠিন সীমা সেই হাসিতে গলে,
আঁধার গুহায় রত্নদীপ যে জ্বলে,
আকাশ আজিও সন্ধানে তার মূল॥

[প্রস্থান

গৌরী। [নেপথ্যে] বাবা—বাবা—!

হিমবান। উমা—উমা—
কই, কোথা মা আমার!

গৌরীর প্রবেশ

গৌরী। বাবা—বাবা—
এই আমি সম্মুখে তোমার।

হিমবান। আয়—আয়, বুকে আয়
কনক-কলিকা!
একি! কেন হেরি বিষন্ন বদন?
জলধারা দুটি চোখে,
বল—বল্ স্নেহের দুলালী মোর,
বুকে ব্যথা কে দিয়েছে তোর?

গৌরী ।　　বাবা, আশা-বৃক্ষে মোর
　　　　ফলিয়াছে বিষফল।

হিমবান।　　কেন, মহেশ কি কটুকথা
　　　　কহিয়াছে তারে ?
　　　　প্রত্যাখ্যান করেছে কি
　　　　গিরিরাজ-তনয়ার প্রণয়-কামনা ?
　　　　বল্ মা আমায়—
　　　　কি ব্যথায় ব্যথিত করেছে
　　　　তোরে দেব মহেশ্বর ?

গৌরী ।　　ব্যথা শুধু দেয় নাই মোর চিতে,
　　　　করেছেন ব্যথায় ব্যথিত
　　　　স্বয়ং সে ব্যথাহারীরে ।

হিমবান।　　সত্য করি বল মাতা !
　　　　কি রহস্যে আবরিত
　　　　তোর পরিণয় লীলা ।

গৌরী ।　　অসুর তাড়িত দেবগণ সহ
　　　　শ্রীবিষ্ণু মহান্—
　　　　সবে মিলি মনস্থ করিয়া
　　　　মহেশের ধ্যানভঙ্গ-তরে
　　　　প্রেরিলেন রতিপতি কন্দর্পদেবেরে ।

হিমবান।　　কন্দর্পেরে প্রেরিলেন দেবগণ
　　　　মহেশের ধ্যানভঙ্গ-তরে ।

গৌরী ।　　প্রাতঃক্রিয়া শেষে—
　　　　যথাকালে যোগিবর

চলিছেন মহাযোগে বসিবার তরে,
হেনকালে দেখা মোর সনে।

হিমবান। মহেশ কি ভাষে তোরে
করিলেন সম্ভাষণ ?

গৌরী। শিষ্টাচারে জানিতে চাহিল
পরিচয় মম

হিমবান। তারপর—তারপর ?

গৌরী। মম পরিচয় ল'য়ে,
পদ্মবীজ-বিরচিত মালা
দেখি করে মোর—
সেই মাল্য নিজকণ্ঠে
ধরিলেন পুরুষপ্রবর।

হিমবান। তোর মালা কণ্ঠশোভা মহেশের ?
ওহো—ধন্য ভাগ্য মোর !

গৌরী। হেনকালে দূর হ'তে রতিপতি
পঞ্চশর করিল সন্ধান,
শিহরিল যোগিবর,
ক্রোধভরে কণ্ঠহার শতছিন্ন করি'
ত্রিনয়নে অনল সৃজিয়া
ভস্মীভূত করিলেন কামদেবে।
গগন বিদীর্ণ করি
দেবগণ সহ নারায়ণ
তুলিলেন 'ক্ষমা—ক্ষমা' ধ্বণি।
আমারি কারণে পিতা,

হর-কোপানলে
ভস্ম হ'লো রতিনাথ।

হিমবান। সংবাদ ভীষণ।
এবে কি উপায় কন্যা ?

গৌরী। অনুমতি দেহ পিতা !
যাবো আমি কন্দর্পে আনিতে।

হিমবান। কেমনে ফিরাবি তারে,
নেত্রানলে ভস্ম যার কায়া ?

গৌরী। সুকঠোর সাধনায়
সেই ভস্মে সঞ্চারিব প্রাণ।

হিমবান। উমা—উমা,
একি তব প্রলাপ-কাহিনী!

গৌরী। পিতা—

হিমবান। সে কঠোর তপ-সাধনায়
হবি কি সক্ষম তুই ননীর পুতুলী ?

গৌরী। কন্যা-তরে তব
কেন হেন ব্যাকুলতা পিতা !

হিমবান। উমা—মা আমার।
তুই কি জানিবি ?
জন্ম জন্ম সাধনায়
স্নেহের কলিকা তোরে
পেয়েছি যে এ পাষাণ-বুকে !
দুলালীরে ! হাসিটুকু তোর
হিমবানে উন্মেষিত বাসন্তীর আভা,

দারুণ তুষারস্তূপে
তুই যেন স্বপনের ফুল।
আমি তোরে তুলে দেবো মহেশের করে,
কিন্তু আজি সাধ পূর্ণ নাহি হ'লো!

গৌরী। দেহ অনুমতি পিতা!
যাই আমি পতি-সাধনায়।

হিমবান। ওরে মোর নয়নের তারা,
হেন অনুমতি কেমনে দানিব?
পলকে প্রলয় গণি অদর্শনে তোর।
তুই যে হাসালি এই বুকে মোর
সে কোন্ প্রভাতে!
পদতল বালার্কের ঘটা?
ভালে চন্দ্ররেখা
শেফালির দলে দলে
নেমে এলি করুণারূপিনী রূপে!
সেদিন হিয়ার তলে পাষাণ গলিল,
জাগিল যে পবিত্র উৎস,
তুই যে গো মা, তারই প্রতিচ্ছবি।

গৌরী। শোন পিতা, বিষ্ণুসহ দেবগণ-পাশে
বদ্ধ আমি প্রতিজ্ঞায়—
সাধনায় ফিরাবো মহেশে।

হিমবান। উমা—মা আমার!

গৌরী। মোর তরে দেবকুল
আকুল আগ্রহে রয়েছে চাহিয়া।

মহেশে না ফিরাতে পারিলে
স্বর্গরাজ্য দেবগণ নাহি পাবে ফিরে।

হিমবান। দেবের উদ্ধার-তরে
তুই ফিরাবি মহেশে ?

শ্রীবিষ্ণুর প্রবেশ

শ্রীবিষ্ণু। ফিরাবে মহেশে।

হিমবান। সুপ্রভাত! দীনের দুয়ারে
আজ দীনের ঠাকুর।
বল প্রভু! কি আছে আমার,
কি দিয়া, তুষিব—
কোন্ উপচারে পূজিব তোমায় ?

শ্রীবিষ্ণু। নাহি প্রয়োজন পূজা-আয়োজনে
মুগ্ধ আমি সৌজন্যে তোমার।

হিমবান। কহ দেব!
কিবা হেতু আগমন হেথা ?

শ্রীবিষ্ণু। দেহ অনুমতি রাজা,
তনয়ারে আশুগতি যেতে
পতি-সাধনায়।

হিমবান। কহ প্রভু, পিতা হ'য়ে এ হেন
কঠোর আজ্ঞা দানিব কেমনে ?

শ্রীবিষ্ণু। হে রাজন্!
জগতের মঙ্গল কারণ
প্রয়োজন কন্যারে তোমার।

হিমবান। জগতের মঙ্গল কারণ
প্রয়োজন কন্যারে আমার ?

শ্রীবিষ্ণু। হ্যাঁ রাজন্।
অসুরের নির্য্যাতনে
আকুল ক্রন্দন-রোল উঠেছে ভুবনে।
মহেশের করুণা ব্যতীত
নাহি হবে অসুর-বিনাশ।

হিমবান। একি শুনি বিপরীত বাণী।
মহেশের দ্বারা হবে অসুর বিনাশ।

শ্রীবিষ্ণু। হে রাজন্!
মহেশের মহাবীর্য্য নবমূর্ত্তি ধরি
করিবে সে অসুর সংহার।

হিমবান। তব মুখে শুনি প্রভু
বিস্ময়ের বাণী!

শ্রীবিষ্ণু। সৃষ্টিপথে নাহি কিছু বিস্ময় রাজন্!
কন্যা তব শক্তিরূপা,
ওই শক্তির আধারে
জাগি এক মহাশক্তিধর
নাশিবে অসুর।

হিমবান বুঝিতে না পারি এই রহস্য জটিল।

শ্রীবিষ্ণু। পদ্মযোনি দেছেন বিধান—
মহেশের পুত্র হ'তে
ত্রিভুবন পাবে পরিত্রাণ।
কিন্তু রুদ্ররেতঃ ধারণের

তব কন্যা ভিন্ন দ্বিতীয়া রমণী
নাহি আর ত্রিভুবনে।
ত্বরায় কন্যারে দেহ অনুমতি
পতি তরে সাধনায় যেতে।

হিমবান। প্রিয়তমা কন্যা-আদর্শনে
বল দেব, কি রূপেতে যাপিব জীবন?

শ্রীবিষ্ণু। প্রাণপ্রিয়তমা মহিষী হারায়ে
যেইভাবে নারায়ণ যাপিতেছে কাল,
সেইমত তুমিও যাপিবে।

হিমবান। মাতা নারায়ণী নাহি তব পাশে?

শ্রীবিষ্ণু। না রাজন্, সবলে দানব
ল'য়ে গেছে মোর প্রিয়তমা।
কতদিন দেখি নাই
কমলার কোমল বয়ান।
অসুরপীড়নে দিনে দিনে ম্লান-শুষ্ক
হৃদয়-প্রতিমা মোর।

হিমবান। পারো নাই নারায়ণ, অসুরে বধিতে?

শ্রীবিষ্ণু। ব্রহ্মাবরে বলীয়ান অসুরপ্রধান।
অনুমতি দেহ রাজা তনয়ায়—
অসুরপীড়ন হ'তে মুক্তি দিতে ত্রিভুবন।
যেতে তারে পতি-সাধনায়।

গৌরী। চেয়ে দেখ পিতা!
কেবা আজি প্রার্থীরূপে—
তব দ্বারে রয়েছে দাঁড়ায়ে।

হিমবান। তনয়া রে। আর কোন কথা নাই,
যাও মাতা, পতি-আরাধনা তরে।

[প্রস্থান

গৌরী। কহ দেব, এবে কিবা করণীয় মম ?
শ্রীবিষ্ণু। এসো মাতা পশ্চাতে আমার
গৌরী। কোথা হবে সাধনার ক্ষেত্র মোর ?
শ্রীবিষ্ণু। হিমাদ্রির সর্ব্বোচ্চ শিখরে
সাধনার ক্ষেত্র তব।
ত্রিলোকের মুক্তি দিতে
ওগো মাতা !
এক ধ্যানে—এক প্রাণে
রবে সমাধীন তথা।
অচিরে পাইবে তুমি ভোলা মহেশ্বর।
গৌরী। নারায়ণ! নারায়ণ!
ইঙ্গিতে তোমার
জাগিল সম্মুখে বুঝি নবীন প্রভাত।

[শ্রীবিষ্ণুসহ প্রস্থান

গীতকণ্ঠে দেবর্ষির প্রবেশ

দেবর্ষি।— গীত

সেই প্রভাত—সেই প্রভাত।
কনক-কিরণে ঝলমল যেথা মঙ্গল আলোকপাত।
নবীন সজ্জা নিল যে প্রকৃতি ফোটা'তে নবীন শক্তিরূপ,
দীর্ঘ যুগের আঁধার ললাটে তুলিবে সে শিখা অপরূপ;

সেই তেজে অবসান,
অসুর গর্ব্ব ম্লান,
আছাড়ি পড়িবে হুঙ্কার সেথা নির্ঘাত প্রতিঘাত।

[প্রস্থান

———

ত্রিকলাঙ্গের আশ্রম

পূজার ডালাহস্তে জ্যোতিশ্বরীর প্রবেশ

জ্যোতি। ঠাকুর! এত ক'রে তোমায় ডাকলুম, তবু তুমি আমায় দয়া করলে না? পূর্ণ কর দেব, আমার বাসনা পূর্ণ কর। বাবা হৃষীকেশ!

রতনের প্রবেশ

রতন। কি গো ঠাক্‌রুণ, কি খবর?

জ্যোতি। এসো বাবা, এসো।

রতন। আচ্ছা ঋষিঠাক্‌রুণ, তুমি এখান সেখান ক'রে ঘুরে বেড়াও কেন বলতো?

জ্যোতি। সন্তানের মুখদর্শনের জন্য বাবা!

রতন। নাই বা হলো ছেলে—তাতে হয়েছে কি?

জ্যোতি। ও কথা কি বলতে আছে বাবা?

রতন। কেন বলতে নেই, শুনি?

জ্যোতি। মেয়ে হ'য়ে জন্মাইলেই যে 'মা' হ'তে হয় বাবা।

রতন। জগতে অনেক ত মা রয়েছে, তার মধ্যে একজন যদি মা নাই হয়, তাতে হয়েছে কি ?

জ্যোতি। নারী হয়ে সংসারে বাস করে যদি পুত্রবতী না হলুম, তবে সে নারীজন্মের সার্থকতা কোথায় ? কথায় বলে অপুত্রক নারী শিখণ্ডীর সমান। বিধাতার সৃষ্ট পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে যদি সৃষ্টি-কার্য্যে সহায়ক না হলুম, তবে এ জন্মই যে বৃথা বাবা! তা ছাড়া লোকে বলে আঁটকুড়ো মেয়েমানুষ সংসারের আবর্জ্জনা তার মুখ দর্শন করাও পাপ।

রতন। ছেলে ছেলে করে দেখছি ঠাকুরুণের মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে। আমি যে একটা মা হারা ছেলে মায়ের জাতের কাছে ক্ষিদেয় শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছি, সেদিকে তো একেবারেই নজর নেই গা!

জ্যোতি। হ্যাঁ বাবা, আমার ভুল হয়ে গেছে। তাইতো, এখন কোথায় কি পাই যে, তাই দিয়ে তোমায় একটু জল দিই ?

রতন। কেন, ওই যে থালায় নাড়ু রয়েছে, দাও না—

জ্যোতি। ওযে হৃষীকেশের পূজোর জন্য রেখেছি বাবা!

রতন। ঠাকুরপূজোর নাড়ু পরে দেবে, এখন ওই নাড়ু আমায় দাও

জ্যোতি। সে কি করে হয় বাবা? ঠাকুরের জন্য যে নাড়ু রেখেছি, তা তোমায় দেবো কেমন ক'রে বল ?

রতন। কেন, দিলেই বা কি হয়েছে ? ঠাকুর কি কথা বলতে পারে নাকি যে দিতে বারণ করবে ?

জ্যোতি। না, তা পারে না; তবু ঠাকুরের নৈবেদ্য থেকে—

রতন। ও ঠাকুর-ফাকুর এখন শিকেয় তুলে রেখে দাও বাপু! আমার ক্ষিদে পেয়েছে, এখন খেতে দেবে কিনা বল ?

জ্যোতি। তুমি একটু অপেক্ষা কর বাবা! আমি বাবার পুজো সেরেই তোমায় পেটভ'রে নাড়ু খাওয়াবো।

রতন। অত দেরী আমার সহ্য হবে না। ওই নাড়ু দেবে তো দাও, নইলে এই আমি চললুম।

জ্যোতি। না—না, যেও না, একটু দাড়াও—

রতন। পেটে ক্ষিদে নিয়ে আমি তোমার সঙ্গে বক্‌বক্ করতে পারবো না বাপু!

জ্যোতি। তাইতো! বাবা হৃষীকেশ, বলে দাও প্রভু, আমি এখন কি করি?

রতন। ও পাথরের ঠাকুর আবার কি বলবে?

জ্যোতি। পাথরের ঠাকুর!

রতন। হ্যাঁ—হ্যাঁ, না আছে হাত, না আছে পা, না পারে চল্‌তে আর না পারে কথা বল্‌তে! ওই পাথর আবার তোমায় কি বলবে?

জ্যোতি। তবু ঠাকুর তো—

রতন। কিছু না—কিছু না, ওসব বাজে, একেবারে ভুয়ো! ঠাকুর কি কখন পাথরের মধ্যে থাকে নাকি?

জ্যোতি। তবে কোথায় থাকে?

রতন। ঠাকুর থাকে সর্ব্বজীবের অন্তরে।

জ্যোতি। ঠাকুর সকলের মধ্যে থাকে?

রতন। নিশ্চয়, তোমার আমার সকলের মধ্যে আত্মারূপে ভগবান বিরাজ করছেন। সেই আত্মা যখন খেতে চাইছে, তখন তা ভগবানেরই চাওয়া হ'লো। আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে, আমায় ওই নাড়ু দাও না মা!

জ্যোতি। আচ্ছা, খাও—[রতনকে নাড়ু দিল] বাবা হৃষীকেশ, অপরাধ নিও না বাবা !

রতন। কিছু অপরাধ নেমে না। আমার খাওয়া হ'লেই ওই হৃষীকেশ ঠাকুরের খাওয়া হবে।

জ্যোতি। তবে খাও বাবা, খাও—

রতন। এই ক'টা খেতে আর কতক্ষণ লাগবে ? এই—এই শেষ ব্যস—এইবার জল দাও !

জ্যোতি। এই নাও—জল খাও—[রতনকে জল দিল]

রতন। [জলপান] আঃ ! আচ্ছা ঠাক্‌রুণ, আমার তো মা নাই আর তোমারও ছেলে নাই, তুমি তো মায়ের জাত, তা তুমি মা হবে ? আমার বড় সাধ তোমায় মা ব'লে ডাকি।

জ্যোতি। ডাক্—ডাক্ ওরে মাতৃহারা সন্তান, প্রাণভ'রে আমায় মা ব'লে ডাক্ !

রতন। মা—মা ! আমায় কোলে নাও না মা !

জ্যোতি। আয় বাছা, কোলে আয়—[রতনকে কোলে লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিল]

ত্রিকলাঙ্গের প্রবেশ

ত্রিকলাঙ্গ। কেলেঙ্কারী—কেলেঙ্কারী, একেবারে ভীষণ কেলেঙ্কারী রে বাবা ! ঋষিমানুষ—যজ্ঞ কর্‌তে গেলুম কোথায়, আর সব কিনা পণ্ড হ'যে গেল।

জ্যোতি। কি হ'লো গো কি হ'লো ?

ত্রিকলাঙ্গ। একেবারে যাচ্ছেতাই হ'লো গো। অ্যাঁ, একি ! ব্যাটার ছেলে এখানে এসে হানা দিয়েছে ? সর্ব্বনাশ করেছে ! এ কি

ভোজবাজী জানে নাকি? বেরোও ব্যাটার ছেলে, বেরোও এখান থেকে বল্‌ছি—

জ্যোতি। কি সর্ব্বনাশ! এই দুধের ছেলেকে মার্‌বে নাকি?

ত্রিকলাঙ্গ। নামিয়ে দাও—নামিয়ে দাও বল্‌ছি।

জ্যোতি। কেন, কি হয়েছে কি?

ত্রিকলাঙ্গ। কেন কি, এসব তুমি বুঝ্‌বে না। আগে নামিয়ে দাও কোল থেকে, তারপর ও ব্যাটাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি কি কর্‌তে হয়, নামিয়ে দাও। আঃ,—কোল থেকে নামিয়ে দাও না!

রতন। না মা, নামিয়ে দিও না, ঠাকুর আমায় মার্‌বে।

ত্রিকলাঙ্গ। এখনও বল্‌ছি গিন্নি, ভালয় ভালয় নামিয়ে দাও।

জ্যোতি। কি হয়েছে তাই বল না?

ত্রিকলাঙ্গ। কোন কথা নয়, আগে নামিয়ে দাও।

জ্যোতি। না, আমি কোল থেকে নামাবো না।

রতন। মা—মা—

জ্যোতি। ভয় নেই বাছা আমার! ওরে, আমি যে তোর মা।

ত্রিকলাঙ্গ। বলিহারী গিন্নি, তোমায় বলিহারী। স্বামীর সাধন-ভজন পণ্ড ক'রে যে তাকে নরকগামী কর্‌লে, তাকেই কিনা তুমি আদর ক'রে বুকে তুলে নিলে?

জ্যোতি। কেন, এই সোনার চাঁদ কি তোমার বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছে?

ত্রিকলাঙ্গ। ভাতে ছাই দিলে তো ধুয়ে খেতুম। বাড়া ভাত একেবারে ছাই ক'রে দিয়েছে। ঋষি-ব্রাহ্মণ মানুষ, কোথায় হোমানল জেলে যজ্ঞ কর্‌তে বসেছি, যতবারই মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে আহুতি দিচ্ছি, ততবারই আহুতি অনল পর্য্যন্ত যেতে না যেতেই উপে যাচ্ছে।

জ্যোতি। তাতে এ বালক কি দোষ করলে ?

ত্রিকলাঙ্গ। যতবারই আমি একমনে একপ্রাণে ভগবানকে ডাকছি, ততবারই এ ব্যাটার ছেলে আমার সামনে এসে বলে কিনা—এইতো আমি এসেছি, যজ্ঞীয় উপকরণ এইবার আমায় দাও।

রতন। দেখ ঠাকুর, তোমায় কিন্তু খুব খারাপ হ'চ্ছে, সব কথাটা খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করছো না।

ত্রিকলাঙ্গ। তোর কথার নিকুচি করেছে। নামিয়ে দাও কোল থেকে। ব্যাটার ছেলে ছোটলোক, ত্রিকলাঙ্গ মুনিকে বলে কিনা তোমার যজ্ঞ করা ভুল হ'চ্ছে। এত বড় স্পর্দ্ধা! ভগবানের নিবেদিত উপকরণ চেয়ে খেতে চাও ?

রতন। তোমার কাছে চেয়েছি দাওনি, তাই তোমার যজ্ঞ পণ্ড হ'য়ে গেছে। কিন্তু মায়ের কাছে চেয়ে পেয়েছি, তাই মায়ের পূজা সার্থক হয়েছে।

ত্রিকলাঙ্গ। সর্ব্বনাশ! একরত্তি ছেলে, চারিদিক থেকে সব পণ্ড ক'রে দিতে চায় ? গিন্নি, ও যা-তা নয়, সাক্ষাৎ শনি। নামিয়ে দাও কোল থেকে, নইলে আমাদের একেবারে সর্ব্বনাশ ক'রে দেবে। আয়, দেখি—তোরই একদিন কি আমারই একদিন। [জ্যোতিশ্বরীর কোল হইতে জোর করিয়া রতনকে নামাইয়া লইল]

জ্যোতি। ওগো, না গো, মেরো না—

ত্রিকলাঙ্গ। শুধু কি মারবো, একেবারে আধমরা ক'রে ছাড়বো। বল্ ব্যাটা, এমন কাজ আর করবি ? [রতনকে প্রহার]

রতন। ওরে বাবারে, ঠাকুর যে সত্য সত্যই মারে—

জ্যোতি। ওগো, না গো না, আর মেরো না, সর্ব্বনাশ হবে।

ত্রিকলাঙ্গ। বল্ ব্যাটা, এমন কাজ আর করবি ?

রতন। আমার কাজ আমি করবো।

ত্রিকালজ্ঞ। তবে রে হারামজাদা, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা—[প্রহার]

জ্যোতি। আর না—আর না—

রতন। ওই দেখ—আমায় মারছো ব'লে তোমাদের পাথরের হৃষীকেশ ঠাকুরের অঙ্গ ফেটে রক্ত বেরুচ্ছে।

ত্রিকলাঙ্গ। এঁ্যা, তাইতো! এমন ধারা কেন হ'লো?

জ্যোতি। ওগো, তুমি কি করলে গো? সোনার চাঁদ ছেলের গায়ে হাত দিলে কেন গো?

ত্রিকলাঙ্গ। সত্যিই তো পাষাণের দেবতার পিঠ ফেটে রক্ত পড়্ছে তবে কি আমি অন্যায় করলুম।

জ্যোতি। ক্ষমা কর বাবা, তুমি আমাদের ক্ষমা কর—

রতন। এ আমি আগেই জানতুম যে, মারধোরের পালা শেষ ক'রে ক্ষমা চাওয়ার পালা সুরু হবে।

জ্যোতি। তুমি আমায় মা বলেছ' সেই দাবীতে আমি আজ তোমার হাতে ধ'রে ক্ষমা চাইছি—তুমি আমাদের ক্ষমা কর।

ত্রিকলাঙ্গ। শুধু হাতে নয়, আমি তোমার পায়ে ধ'রে ক্ষমা ভিক্ষা করছি। ওগো অতিথি, তুমি আমায় ক্ষমা কর।

রতন। না—তোমার দেখ্ছি একটুও বুদ্ধি নাই?

ত্রিকলাঙ্গ। বল—বল, বালকের বেশে কে তুমি?

রতন। অতিথি। অতিথিকে তাড়ালে পাপ হয়, তাকে মারলে ওই রকম দেবতার অঙ্গ ফেটে রক্ত পড়ে।

ত্রিকলাঙ্গ। ওঃ, আমি মহাপাপ করছি। তুমি আমায় ক্ষমা কর বালক!

রতন। হ্যাঁ, তুমি অন্যায় করেছ বটে, তবে সেটা দেবমোহে অন্ধ হ'য়ে।

ত্রিকলাঙ্গ। হ্যাঁ—হ্যাঁ দেবভোগ্য উপকরণ তুমি চেয়েছিলে ও খেয়েছিলে, তাই তোমার উপর রাগ হয়েছিল।

রতন। কিন্তু ঠাকুর, আপনি মুনি-ঋষি মানুষ হ'য়েও এ কথাটা বুঝ্‌তে পারলেন না যে, আপনার আহুতি দেওয়া যজ্ঞ-হবি যজ্ঞানলে না পড়ে অর্দ্ধপথে শুকিয়ে যাচ্ছে কেন?

ত্রিকলাঙ্গ। না-বালক, আমি আজও বুঝ্‌তে পারিনি, কেন প্রতি-দিন এইভাবে আমার যজ্ঞ পণ্ড হয়।

রতন। শুধু আপনার একার যজ্ঞ পণ্ড হয়নি, সকল মুনি-ঋষির যজ্ঞ প্রতিদিন এইভাবে পণ্ড হ'চ্ছে!

ত্রিকলাঙ্গ। কেন—কেন বালক?

রতন মায়াবলে অসুররাজ দেব-ভোগ্য যজ্ঞীয় হবি গ্রহণ করছে; দেবতারা আজ অসুরের দাস হয়েছে, তাই পবনদেব বায়ুভরে ওই হবি নিয়ে গিয়ে অসুরের ভোগ দিচ্ছে।

ত্রিকলাঙ্গ। কবে—কবে সেই দুষ্ট অসুরের বিনাশ হবে?

রতন। হরগৌরীর মিলন হ'তে যে কুমার সম্ভব হবে, সেই কুমার দুষ্ট অসুরকে বধ করবে।

ত্রিকলাঙ্গ। বলে যাও ওগো অতিথি, আবার কোথায় তোমার দেখা পাবো?

রতন। গীত

আমি আসি নিতি প্রভাতের ফুলে ফুটি আরতি সন্ধ্যার।
আমারই কারণে নিশীথ স্বপনে হাসি জাগে নিশি-গন্ধার।

ত্রিকলাঙ্গ। বল—বল বালক! কে তুমি ছদ্মবেশী?

রতন।   পূর্ব্ব গীতাংশ

কে জানে একি গো ভুল,
কেণ ছুটে যাই, পাখী সনে গাই, তুলিকার ফুল,
নিদাঘ গগনে আনি জলদল, মরুতে অলকানন্দার !

ত্রিকলাঙ্গ। সত্য বল বালক, কোথায় তোমার দেখা পাবো।

রতন।—   পূর্ব্ব গীতাংশ

বাজে যেথা শুভ শঙ্খ,
মিলনের গাঁথা আমি তো রচিব একা আমি অসংখ্য
গিরিপুরে যাবে, সেথা মোরে পাবে, আমারই যোজনা আধার।

[প্রস্থান

ত্রিকলাঙ্গ। চল গিন্নি, গিরিরাজ আলয়ে হরগৌরীর মিলন দেখে আসি চল।

জ্যোতি। চল !

———

তৃতীয় দৃশ্য

গিরিশৃঙ্গ

চারিকোণে চারিটি, সম্মুখে একটি হোমানল জ্বলিতেছিল, গোরী আসিয়া তাহার মধ্যে বসিল

গৌরী।   দীর্ঘকাল তপস্যায়
              নিয়োজিত আমি।

নাহি জানি আর কতকাল
এইভাবে কেটে যাবে মোর।
কোথা পিনাকী শঙ্কর,
কোথা দেব মহেশ্বর,
এসো প্রভু, মিটাও বাসনা মোর।
নমস্তুভ্যংবিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষুষে,
নমঃ পিনাকহস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ
নমস্ত্রিশূলহস্তায় দণ্ডপাশাসিপাণয়ে।
নমস্ত্রৈলোক্যনাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ॥

[প্রণাম করিলেন]

ব্রাহ্মণবেশী মহেশ্বরের প্রবেশ

গৌরী। কোথা তুমি—
কোন্ কার্য্যহেতু আসিয়াছ হেথা?

মহেশ্বর। যথারীতি মুনিগণসহ
তপস্যা দেখিতে তব আসিয়াছি বালা!
মোর আগমন-হেতু
মনে যদি পেয়ে থাকো ব্যথা,
তবে নাহি রবো আর
সাধনার অন্তরায় হয়ে।

গৌরী। স্বাগতম্ ব্রহ্মচারি!

মহেশ্বর। তুষ্ট আমি বালা, তব সম্ভাষণে।
শুনিলাম মুনিগণ-মুখে
তপস্যায় বসিয়াছে গিরিরাজ-সুতা।

কহ গো ললনে!
কি হেতু এ ভীষণ আসনে,
পঞ্চাগ্নির শিখা তুমি
বসিয়াছ তার মধ্যে তুমি?

গৌরী। মহাযোগী যোগিবরে
পতিরূপে পাইবার আশে।

মহেশ্বর। কেবা সেই যোগিবর?

গৌরী। দেবদেব মহেশ্বর।

মহেশ্বর। এতই বিশ্বাস রাখো
সাধনায় ভুলাবে মহেশে?

গৌরী। বহু আশা লয়ে
বসিয়াছি সাধনায়
হিমাদ্রির দুর্গম শিখরে।

মহেশ্বর। লো তাপসি।
কিবা প্রয়োজন তব
এ কঠোর তপস্যায়?

গৌরী। জগতের মঙ্গল কারণ,
ধর্ম্মপত্নী হতে তাঁর
বসিয়াছি এই সাধনায়।

মহেশ্বর। তারে আমি জানি ভালমতে
যারে তুমি করিছ কামনা।
অতি অসৎ-আচারী সেই,
নিষেধ করি গো তোমা
আরাধিতে তারে।

গৌরী। তব পাশে সুবিধান
নাহি চাই দ্বিজবর।

মহেশ্বর। সত্য যাহা, কহিব সম্মুখে তাহা
তব তপে তুষ্ট হ'য়ে
আপনি সে মহেশ্বর
বিবাহে সম্মতি দিয়া
সর্পবিজড়িত হস্তে
ধরিবে তোমারে যবে,
সেই বেগ তুমি কোমলাঙ্গি!
বল সহিবে কেমনে?

গৌরী। যেমন কোমলতায় হইয়া পালিত
যাপিতেছি তাপসজীবন,
সেইমত সুকোমল হস্তে
কঠোরের ধরিব শ্রীকর।

মহেশ্বর। উত্তম! উত্তম
তবু ভেবে দেখ বালা,
নবোঢ়া বালিকার কলহংস চিহ্নিত
পট্টবস্ত্রসনে বাঘাম্বর কেমনে মিলিবে?

গৌরী। মিলেছিল যেমত সন্ন্যাসী,
দক্ষরাজ-নন্দানির সহ
ওই দেব মহেশ্বর।

মহেশ্বর। লাক্ষা-রাগ-রঞ্জিত ও চরণ-যুগল
শবকেশ পরিব্যাপ্ত শ্মশাণ ভূমিতে
কেমনে গো হইবে স্থাপিত?

গৌরী। 　নাহি জানো মুনি।
　　　　দেবাদিদেব মহেশের প্রকৃত রূপ।

মহেশ্বর। 　জানি আমি ভালমতে,
　　　　দিবারাত্রি ভাঙে সে উন্মত্ত থাকে।

গৌরী। 　সাবধান মুনি! আমার সম্মুখে
　　　　মহেশের করিও না নিন্দাবাদ।

মহেশ্বর। 　লো কামিনি।
　　　　সত্য যাহা কহি আমি,
　　　　অজিনাম্বরে আলিঙ্গনে উদ্যত তুমি।
　　　　ওই চন্দনলেপিত প্রশস্ত ললাটে
　　　　চিতাভস্ম কেমনে শোভিবে?

গৌরী। 　মিনতি চরণে তব—
　　　　শিবনিন্দা শুনায়ে আমারে
　　　　মহাপাপে ডুবায়ো না তুমি!

মহেশ্বর। 　সর্ব্বলোকে জানে বালা!
　　　　শ্মশানে-মশানে ঘুরিয়া বেড়ায়
　　　　সে ভাঙ্গড় ভোলা।

গৌরী। 　হ'লেও শ্মশানবাসী,
　　　　ত্রিভুবন-পূজ্য মহেশ্বর।

মহেশ্বর। 　ভীমকায়-ভীষণ মূরতি—

গৌরী। 　সেই সৌম্য—সাম্যরূপ।

মহেশ্বর। 　বৃদ্ধ বৃষে করি আরোহণ
　　　　ভ্রমণ করেন যোগী ত্রিভুবন।

গৌরী। 　বৃষারূঢ় হ'য়ে ভ্রমণ করেন যবে,

দিগ্‌গজারূঢ় দেবরাজ
সসম্ভ্রমে মস্তক লুণ্ঠিত করে
তাঁহার চরণে।

মহেশ্বর। শ্মশান-ভস্ম লেপিত অঙ্গে
আলিঙ্গন কেমনে করিবে?

গৌরী। তাণ্ডব-নৃত্যের তালে
সেই ভস্ম ভূমিতে পতিত হ'লে
যতনে কুড়ায়ে দেবগণ
ধারণ করেন শিরে।

মহেশ্বর। বুঝিলাম গিরিবালা!
ভাগ্যে আছে তব অশেষ লাঞ্ছনা।

গৌরী। যাহা আছে তাহা থাক্ ওগো মুনিবর!
তব সনে কলহের নাহি প্রয়োজন।

মহেশ্বর। সেই ভাঙ্গড় ভোলায় তরে
এতই পাগল তুমি ভুবনমোহিনি?

গৌরী। সাবধান মুনিবর!
পুনঃ যদি মহেশের কর নিন্দাবাদ
ঋষি ব'লে করিব না ক্ষমা।
না—না, নাহি সাজে
কলহ কাহারও সনে।
গুরুনিন্দা করিলে শ্রবণ,
মহাপাপে লিপ্ত হ'তে হবে।
নাহি কাজ বাদ-বিষবাদ
স্থানত্যাগ উচিত এখন। (গমনোদ্যত)

মহেশ্বর।　　কোথা যাও মধুরভাষিণি ?

[গৌরীর হস্ত ধরিলেন, তাঁহার ছদ্মবেশ খুলিয়া গেল, এমন সময়ে গৌরীর বক্ষস্থল হইতে বস্ত্রখণ্ড খসিয়া পড়িল ; উভয়ে উভয়ের দিকে চাহিলেন]

গৌরী।　　একি।

শ্রীবিষ্ণুর প্রবেশ

গৌরী।　　[একত্রিত উভয় হস্ত ধরিলেন]
সাধনার কাম্যফল।

মহেশ্বর।　　একি—নারায়ণ। [দূরে সরিয়া গেলেন]

শ্রীবিষ্ণু।　　হাঁ মহেশ।

মহেশ্বর।　　তুমি কেন এ সময়ে হেথা ?

শ্রীবিষ্ণু।　　তব সৃষ্ট অসুরের করে
সঁপি কমলারে
এইভাবে ভ্রমি আমি।

মহেশ্বর।　　বৈকুণ্ঠ আঁধার করি,
ল'য়ে গেছে লক্ষ্মীরে অসুর ?

শ্রীবিষ্ণু।　　একা লক্ষ্মী কেন দেব !
সর্ব্ব দেবগণ সহ দেবাঙ্গনাগণে
বন্দী করি ল'য়ে গেছে আপন আলয়ে।

মহেশ্বর।　　পারো নাই বিনাশিতে
সেই কদাচারী দুরন্ত দানবে ?

শ্রীবিষ্ণু।　　তব বরে ত্রিভুবন করিয়াছে জয়,
পুনঃ ব্রহ্মা দিয়াছেন বর—

দেব করে হবে না মরণ তার ;
তাই বাহুবলে
দেবতার সর্ব্বস্ব হরিয়া
মহানন্দে আজি যাপিছে জীবন।

মহেশ্বর। কহ নারায়ণ!
কেমনে বিনাশ সম্ভব তাহার ?

শ্রীবিষ্ণু। তুমি যদি গিরিরাজ-তনয়ারে
শাস্ত্রমত কর পরিণয়—
তাহাতে যে হইবে কুমার-সম্ভব,
সেই কুমার হইতে হবে
অসুর বিনাশ।
দ্বিধাশূন্য চিত্তে বল দেব
গিরিজার তপে তুষ্ট তুমি ?

মহেশ্বর। তুষ্ট আমি নারায়ণ!

শ্রীবিষ্ণু। তবে দেবগণে মুক্তি দিতে
ধর ওগো মহেশ্বর,
মহাসতী গিরিজার কর।
ধরণীর সর্ব্বোচ্চ-শিখরে
দিবস রাত্রি সন্ধিক্ষণে
হোক্ হরসহ গৌরীর মিলন।
[উভয়ের হস্ত মিলাইয়া দিলেন]

মহেশ্বর। শুন জনার্দ্দন, প্রতিজ্ঞা আমার—
পঞ্চতপা সতী পার্ব্বতীর
তপস্যায় তৃপ্ত হ'য়ে

সাক্ষ্য রাখি তোমা
ধর্ম্মপত্নীরূপে বরিলাম তারে।
যাও দেবি, গিরিরাজ-পাশে
শুনাও বাসনা মোর—
আজি হ'তে তৃতীয় নিশায়
শুভ সন্ধিক্ষণে বিধিমতে
পাণিগ্রহণ করিব তোমার।
সপ্তর্ষিমণ্ডলসহ
অরুন্ধতী সতীসনে ত্রিভুবনে
জানাও অন্তরের কামনা মোর
মুক্তি দিতে দেবগণে
কুমার-সম্ভব হবে
ক্ষেত্ররূপা পার্ব্বতী-গর্ভেতে।

[প্রস্থান

শ্রীবিষ্ণু। ধন্য সতি! কঠোর তপস্যা হেতু
অসুরকবল হ'তে
মুক্তি পাবে ত্রিভুবন,
আজি হ'তে নাম তব হ'লো মাতা
সতী "পঞ্চতপা"।

গৌরী। নারায়ণ! ভুলিতে নারিব কভু
তব কৃপা অতুলন।

শ্রীবিষ্ণু। ধরণীর সর্ব্বোচ্চ শিখরে বসি
পঞ্চভিতে পঞ্চাগ্নি জ্বালিয়া
করিলে যে অসাধ্য সাধন,

আপ্রলয় ধরামাঝে
কীর্তি তব রাখিতে বজায়
আজি হ'তে এ শৃঙ্গের নাম হোক্
শ্রীগৌরীশঙ্কর।

[উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

ওষধিপ্রস্থ-প্রাসাদ

চারিদিকে নহবতধ্বনি, গীতকণ্ঠে উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি হইতেছিল। উল্লাসচিত্তে হিমবানের প্রবেশ

হিমবান। বাজাও—বাজাও শঙ্খ
আছো যত সতীগণ
প্রাণভরে দাও উলুধ্বনি,
প্রাণারাম স্বরে
তোল নহবৎ সুর।
কে জানবে—কে বুঝিবে
কি আনন্দ আজি মোর প্রাণে।
হরকরে সমর্পিব কন্যারে আমার
ওগো পুরনারীগণ!
অপরূপ সাজে
সাজাও তপঃক্লিষ্ট কন্যারে আমার।

নন্দীর প্রবেশ

নন্দী। ভাগ্যবান্ তুমি গিরিরাজ।
তব কন্যার পাণিগ্রহণ হেতু
আপনি দেবাদিদেব মহেশ্বর
আসিছেন তোমার ভবনে।

হিমবান। এসো দেব,
লহ যোগ্য সম্ভাষণ।

নন্দী। অতি আনন্দিত আমি
হেরি তব উৎসব আয়োজন।
ওষধিশস্যের শোভা দিকে দিকে আজ,
গৃহে গৃহে হয় মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান,
চারিদিকে সুমধুর বাদ্য-আলাপন।
উৎসব-আনন্দিত
নগরীর প্রতিজন।

হিমবান। দেবের অনুকম্পায় আজি হরকরে
কন্যাদান করিব গো আমি!
কথায় কথায় দেব
সময় চলিয়া যায়,
পাদ্য অর্ঘ্য ল'য়ে
বিশ্রাম করুন দেব!
যাই আমি—সাদরে আহ্বানে
ল'য়ে আসি মহেশ্বরে!

[প্রস্থান

নন্দী। দেবতার ভাগ্যাকাশে
আজি সৌভাগ্য উদয়।
বড় ক্লেশে সবে যাপিছে জীবন।

ত্রিকলাঙ্গ ও জ্যোতিশ্বরীর প্রবেশ

ত্রিকলাঙ্গ। কহ ওহে মহাশয়!
এই কি ওষধিপ্রস্থ—
গিরিরাজ-পুরী?

নন্দী। হ্যাঁ ঋষি, এ তাঁরই আলয়।

ত্রিকলাঙ্গ। দেখ গিন্নি,
কহিয়াছি ঠিক কিনা?

জ্যোতি। ঠিক্—ঠিক্! জিজ্ঞাস' সুজনে
কোন্‌দিকে বিবাহ-বাসর।

ত্রিকলাঙ্গ। কৃপা করি কহ হে সুজন!
কোথা হয় বিবাহের আয়োজন?

নন্দী। আয়োজন সুসম্পন্ন.
মাত্র আছে সবে
বরাগমনের প্রতীক্ষায়।

ত্রিকলাঙ্গ। দেখ—দেখ গিন্নি!
চারিদিক উঠিতেছে
উৎসবের কোলাহল,
তবু এখনও আসে নাই বর!
বরবেশে আসিলে পুরুষবর
আত্মহারা হবে হিমাচল।

জ্যোতি। চল—চল, দেখি গিয়ে
কোথা সেই ভাবী শিবজায়া।

ত্রিকলাঙ্গ। পারো কি বলিতে বাপু!
কোথা আছে বধূবেশী
গিরিরাজ বালা ?

নন্দী। নাহি জানি কোথা করে অবস্থান।
তবে শিবেরে বরিতে
বরমাল্যকরে এখনি আসিবে হেথা।
ক্ষণকাল অপেক্ষায় রহ—
অচিরে হেরিবে
দেবগণসহ বর-বধূ।

[প্রস্থান

ত্রিকলাঙ্গ। শোন গিন্নি!
প্রথমে বলিয়া রাখি এক কথা—

জ্যোতি। কহ কি আছে বক্তব্য তব ?

ত্রিকলাঙ্গ। বরসহ বরযাত্রিগণ
কোলাহল করিতে করিতে
আসিবে যখন,
করাঙ্গুলি মোর প্রাণপণে
জাপ্‌টায়ে ধরিবে তখন।

জ্যোতি। কেন, কি কারণ
করাঙ্গুলি ধরিব তোমার ?

ত্রিকলাঙ্গ। এখনি চারিদিকে যা কোলাহল
আর নবতের ধ্বনি,

ভয় হয়—হারাইয়া
যাও পাছে তুমি।

জ্যোতি। কেন, হারাইব কি কারণ?

ত্রিকলাঙ্গ। ঠেলা'ঠেলি মাঝে পড়ি
আমারে ছাড়িয়া—
যদি দূরে যাও সরি'?
তখন কি হবে বল দেখি ভাবি'?

জ্যোতি। তুমি আমি দুইজন
দু'জনারে খুঁজিয়া বেড়াবো।

ত্রিকলাঙ্গ। তারপর কেহ কারে
খুঁজিয়া না পাবো।
যে প্রিয়ার বিরহের তরে
ঘটে গেল এত কাণ্ড,
সেই বিরহে পড়িয়া
আমি হবো এইবার লণ্ডভণ্ড।

জ্যোতি। সে তো ভাল কথা
উমাসম তপস্যা করিয়া—
পুনঃ তোমারে মিলাবো।
[দূরে কোলাহল হইতে লাগিল]

ত্রিকলাঙ্গ। ওই আসিতেছে বর,
ধর গিন্নি এইবার
জাপ্‌টায়ে ধর মোর কর।

জ্যোতি। ওমা—সেকি কথা!
এত লোকজন-মাঝে

তব কর ধরি' দাঁড়াবো কেমনে ?
তুমি থাকো হেথা,
আমি যাই পুরনারী যেথা,
হরগৌরীর বিবাহ-শেষে
ফিরিয়া আসিব তব পাশে।

[প্রস্থান

ত্রিকলাঙ্গ। বুঝিয়াছি গিরি !
এইবার ফ্যাসাদ বাধাবে তুমি।

[প্রস্থান

[নহবতের বাদ্য, শঙ্খ ও উলুধ্বনি]

একদল ভূত-প্রেতের প্রবেশ।

ভূতপ্রেতগণ।— নৃত্যগীত

বাবার বিয়ে—বাবার বিয়ে।
বুড়ো ষাঁড়টা দিচ্ছে হাঁকাড়া, আয় না বগক বাজিয়ে।
বাবার বিয়ের আমরা বরযাত্রী,
লুচি মোণ্ডাব করবো দাদা মাদাটা ভর্ত্তি,
এবার ছাদনাতলায় মাকে এনে ঘোরাব সাতপাক দিয়ে।

[সকলের উপবেশন]

[অগ্রে ব্রহ্মা কমণ্ডলুহস্তে জলধারা দিতে দিতে আসিতেছিলেন, শ্রীবিষ্ণু মহেশ্বরের মস্তকে ছত্রধারণ করিয়াছিলেন, পশ্চাতে অন্যান্য দেবগণ যাইতেছিলেন, হিমবান সকলকে আহ্বান করিয়া আনিতেছিলেন ; নন্দী ত্রিশূল হস্তে দ্বারদেশে দাঁড়াইলেন]

হিমবান। দেখে যাও সবে—
বরবেশে এসেছেন আপনি মহেশ!
এসো বিধি, এসো নারায়ণ,
এসো দেবগণ!

শ্রীবিষ্ণু। শুভক্ষণ সমাগত,
হে রাজন্!
শুভকার্য্য কর সমাপন।

হিমবান। দেহ অনুমতি বিধি,
অনুমতি দাও নারায়ণ,
হরকরে কন্যাসম্প্রদানে।

ব্রহ্মা। দিনু অনুমতি
হর্ষচিত্তে হরকরে
কর কন্যাদান।

শ্রীবিষ্ণু। কর রাজা,
অতি ত্বরা ব্রত সমাপন!

দেবগণ। গিরিরাজ। এই শুভক্ষণে
শুভকার্য্য কর সম্পাদন।

হিমবান। কোথা ওগো পুরনারীগণ!
ল'য়ে বরণের ডালা
জলঝারা দিয়ে—
মহেশ্বরে করগো বরণ।
অপেক্ষায় রহ সবে হেথা,
ল'য়ে আসি কন্যারে আমার।

[প্রস্থান

[জ্যোতিশ্বরী ও সাতজন পুরনারী শঙ্খ ও উলুধ্বনি করিতে করিতে জলধারা দিয়া বরণডালা লইয়া আসিল। প্রথমে পাঁচজন মিলিয়া মহেশ্বরকে সাতবার প্রদক্ষিণ করিল, পরে জ্যোতিশ্বরী বর বরণ করিল। গৌরীকে লইয়া হিমবানের প্রবেশ]

হিমবান। হের কন্যা!
পুরনারী মাঝে ওই তব পতি!
ধর ওগো মহেশ্বর।
মোর আদরিণী তনয়ার কর।
সাক্ষ্য ধাতা, সাক্ষ্য নারায়ণ,
সাক্ষী হও ত্রিভুবন।
শুভক্ষণে প্রফুল্ল অন্তরে
কন্যাদান করিলাম মহেশের করে।
[চারিদিকে শঙ্খ ও উলুধ্বনি]

দ্রুত ত্রিকলাঙ্গের প্রবেশ

ত্রিকলাঙ্গ। গিন্নি—গিন্নি কই কোথা গিন্নি!
জ্যোতি। এইতো রয়েছি হেথা,
আছে কিছু বলিবার?
ত্রিকলাঙ্গ। দেখ—দেখ গিন্নি!
কি মানান মানিয়েছে বর ও বধূরে
মনে হয়, এ যেন হরগৌরীর মিলন।
জ্যোতি। আজি দেখি বুদ্ধিশুদ্ধি তব
পাইয়াছে লোপ!
ত্রিকলাঙ্গ। কেন বুদ্ধিলোপ কিসে দেখিলে আমার?

জ্যোতি। দেখিছ না—সাক্ষাৎ তোমার
হরগৌরী দাঁড়ায়েছে বরবধূবেশে ?

ত্রিকলাঙ্গ। ওহো, স্মরণ ছিল না গিন্নি।
হেরি অপরূপ রূপ
ভুলে গিয়েছিনু সব।

জ্যোতি। দেখিছ না—
পাশে রয়েছেন দাঁড়াইয়া
ব্রহ্মাসহ দেব নারায়ণ

ত্রিকলাঙ্গ। নতি লহ মোর ও'গো যুগল দম্পতি !
প্রণাম হে নারায়ণ ?
প্রণাম তোমায় বিধি।
[পর পর তিনজনকে প্রণাম]
এসো গিন্নি। দেখি মিলে যদি এইবার
দু'চারিটি মোণ্ডা-ক্ষীর দধি-আদি।

[জ্যোতিশ্বরীসহ প্রস্থান

শ্রীবিষ্ণু। আজিকার এই উৎসব আনন্দ মাঝে
যেন হেরি অঙ্গহীন-সব।

মহেশ্বর। কেন নারায়ণ ?

শ্রীবিষ্ণু। কন্যাদান করিলেন
হিমবান তব করে,
কিন্তু পুরুষ প্রকৃতির অন্তরে
বহাবে কে মলয় জোয়ার ?
নাই—নাই সে মদনদেব—

মহেশ্বর। আজিকার এ উৎসবের মাঝে

সবাকার চিত্তে আনন্দ দানিতে,
প্রেমিক-প্রেমিকাগণে
মাতাইতে বসন্তহিল্লোলে,
মম আশীর্ব্বাদে
মদনের ভস্মে হোক্ জীবনী সঞ্চার।

মদনের প্রবেশ।

মদন। প্রণাম চরণে পশুপতি!

শ্রীবিষ্ণু। শুন রতিপতি!
বসন্ত-হিল্লোলে
মাতাও এ নব দম্পতি।

মদন কোথা রতি! এসো—এসো,
বাসরে সৃজিব আজি
মধুর বসন্ত-রাতি।

হিমবান এসো পিতামহ, এসো নারায়ণ!
এসো ওগো সর্ব্বদেবগণ!
দীনের ভবনে কৃপা করি যদি
করেছেন পদার্পণ.
এসো সবে, যথোচিত
পাদ্য-অর্ঘ্য করিবে গ্রহণ।

[দেবগণসহ প্রস্থান

শ্রীবিষ্ণু! ওগো পুরনারীগণ!
বরবধু ল'য়ে যাও বাসর-ভবনে।

[প্রস্থান

১ম নারী। চল গো বর বাসরে—

২য় নারী। দেখবো আজি তোমারে।

৩য় নারী। দেখ্—দেখ্ সই
দম্পতির মুখে হাসি মাখামাখি।

[নারীগণ গাহিতে লাগিল, ভূতগণ নাচিতে লাগিল]

পুরনারীগণ।— গীত

উলু দে—তুলে নে সই, বাসর-ঘরে বরকনে।
আ-মরে যাই রূপের ছটা,
বরের মাথায় মস্ত জটা,
ফোঁস তুলেছে সাপ ক'টা ওই দেখ বুঝি লো ছো হেনে।

বরবধুকে লইয়া শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে পুরনারীগণের প্রস্থান ;
পরে ভূতগণের নৃত্যভঙ্গে প্রস্থান।

———

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শিবমন্দির

তারকাসুরের প্রবেশ।

তারক। অন্ধকার—অন্ধকার—
চারিভিতে কেন হেরি ঘন অন্ধকার!
কাঁপিয়া উঠিছে যেন সারা সৃষ্টিখান।
কাঁপে পৃথ্বী, কাঁপে ব্যোম,
কাঁপে মোর সর্ব্ব কলেবর।
কেন হেরি অকস্মাৎ আলোড়ন?
বল ওগো বিশ্বনাথ!
কেন বিশ্বে উঠিল ভীষণ ঝড়,
কেন আজি ব্যাকুলিত অন্তর আমার?
ওকি! নিশিথের ঘন অন্ধকারে
কেবা আসে কেবা যায়
সুরক্ষিত প্রাসাদ-দুয়ারে?
ওরে, কে আছিস্—
রুদ্ধ কর্ প্রাসাদ-দুয়ার।
না—না, নাহি প্রয়োজন,
আপনি কৃপাণকরে—
বিনাশিব মায়াবী শত্রুরে।

লক্ষ্মীর প্রবেশ।

লক্ষ্মী। তারক—তারক।

তারক। এসেছ—এসেছ মাতা।
ভীত ত্রস্ত সন্তান তোমার,
স্থান দাও তারে
ওই তব অভয় কোলেতে।

লক্ষ্মী কেন বৎস,
নিশীথের ঘন অন্ধকারে
ত্যজিয়া কুসুম-শয্যা
মহাকাল মন্দির প্রাঙ্গনে
রয়েছ দাঁড়ায়ে ?

তারক। নাহি জানি মাতা!
কোন্ আকর্ষণে,
কেন আমি আসিয়াছি হেথা ?

লক্ষ্মী কি ত্রাসে ত্রাসিত আজি
বিশ্বত্রাস তারক অসুর ?

তারক। নিদ্রাতুর ছিনু আমি কুসুম-শয্যায়,
কিন্তু মাতা, অজানা কে যেন
উপনীত হ'য়ে তথা
জোর ক'রে নিয়ে এলো মোরে
এই মন্দির প্রাঙ্গণে।
বল—বল মাতা ?
অপরাধি আমি কি গো শিবের চরণে ?

লক্ষ্মী। কোন দোষে দোষী নহ তুমি।
শিবের সৃজিত তুমি,
শিব কর্ম্মে আত্মা প্রাণ করিয়াছ দান।
যাহা কিছু করিয়াছ তুমি,
সবই বৎস শিবের কারণ।

তারক কোন দোষে আমি নহি দোষী।
মানব হইয়া আসুরিক বৃত্তি
করেছি গ্রহণ—শিবের কারণ।
শিব-তরে দেবতার দেবত্ব নাশিয়া
সর্ব্ব অধিকার করেছি হরণ।
শিব-তরে করিয়াছি স্বর্গ অধিকার,
শিব-তরে কাঁদায়েছি সর্ব্ব দেবতায়;
শিব-তরে বিষ্ণুচক্রে ভটিনি বহায়ে
বাহুবলে এনেছি তোমারে মাতা!
কিন্তু শচীসহ দেববালাগণে
রেখেছি তো অতি সযতনে,
তবু কেন বিভীষিকা দেখি দুনয়নে?

লক্ষ্মী। নাহি জানি কারণ তাহার।
কয় বৎস, শিবের জিজ্ঞাসা—
করেছ কি কোন অপরাধ
চরণে তাঁহার?

[প্রস্থান।

তারক। কোথা তুমি শূলী শম্ভু!
কোথা তুমি দেব দিগম্বর!

ওগো প্রভু ! অপরাধ
করেছি কি চরণে তোমার ?
সত্য যদি অপরাধ ক,রে থাকি কিছু,
তবে যোগ্য শাস্তি দানিতে আমায়
সম্মুখে উদয় হও মহাকালরূপে।

ভীষণ, বীভৎসমূর্ত্তিতে মায়াবিষ্ণুর প্রবেশ ।

মায়াবিষ্ণু। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—
ফিরিবে না মহেশ্বর
এ মন্দিরে আর।

তারক [কাঁপিতে লাগিল]
কে—কে তুমি ভীষণ মূরতি
মুখমধ্যে মার্ত্তণ্ডের জ্যোতি,
কণ্ঠে অট্টহাস—
গলে দোলে হাডমালা,
কেবা তুমি আগন্তুক !

[ভয়ে মুখ ফিরাইল]

মায়াবিষ্ণু। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—

তারক। ভীষণ বজ্রের ধ্বনি !
কেঁপে ওঠে বিশ্ব চরাচর।
প্রলয়—প্রলয় ! [পড়িয়া গেল]
শঙ্কর ! শঙ্কর !

মায়াবিষ্ণু। শঙ্কর আর নাই পাশে—

তারক। নাই ? নাই মোর আরাধ্য দেবতা ?

স্রষ্টা মম—পিতা মম
আজি নাহি মোর পাশে ?

মায়াবিষ্ণু। না। তোমার মন্দির ছাড়ি
চ'লে গেছে আপন-আবাসে।

তারক। ওগো আগন্তুক!
মিনতি তোমায়—
শান্তি দিতে ক্ষণেক আমারে
যাও তুমি হেথা হ'তে।

মায়াবিষ্ণু। যেতে পারি—তুমি যদি ফিরে দাও
ইন্দ্রের কিরীটসহ
সর্ব্ব দেবাঙ্গনা ;
মুক্তি যদি দাও বিষ্ণুপ্রিয়া—
তবে যেতে পারি আমি।

তারক। না—না, দিব না মুক্তি—
সংগ্রামে জিনেছি যাহা।

মায়াবিষ্ণু। লীলাখেলা তব আর বেশীদিন
নহে হে অসুররাজ!

তারক। কিন্তু দেবতা হ'তেও
নহে মোর বিনাশ সম্ভব।

মায়াবিষ্ণু। রুদ্রতেজে পার্ব্বতী-জঠরে
যে কুমার লভেছে জনম,
তার হস্তে হবে তোমার বিনাশ।

তারক। কোন শক্তিমান দেবতা
সৃজিয়াছে মোর মৃত্যুবাণ ?

মায়াবিষ্ণু। তব স্রষ্টা পিনাকী শঙ্কর।

তারক। মিথ্যাবাদী তুমি হে মায়াবি,
মায়ার মূরতি ধরি—
আসিয়া সম্মুখে মোর
শিবপদ হ'তে
ভক্তিরে টলাতে চাও?

মায়াবিষ্ণু। রে অসুর!
যেই শক্তিবলে ছিলি শক্তিমান্
সেই শক্তি তোরে ছাড়ি
চ'লে গেছে বহুকাল।

তারক। যাক্, তবু শক্তিধরপদে
ভক্তি মোর রবে চিরকাল।

মায়াবিষ্ণু। যার পরে আছে ভক্তি,
সে যদি না চায় বুঝিতে,
তবে কে বুঝিবে
তোর ভক্তির মহিমা

তারক। বুঝিবে যে স্রষ্টা মোর।

মায়াবিষ্ণু। মূর্খ তুই—তাই এখনও
শিবনামে আত্মহারা।
সতীরে হারায়ে শিব
ব্রহ্মত্বের বশে
সৃজিলেন পাষাণ হইতে তোরে!
আজি সতী ফিরে পেয়ে
টুটে গেছে ভুল ভোলা মহেশের।

তাই আজি আজি আর
নহ তুমি দুরন্ত দানব।

তারক — তবে কেবা আমি
রয়েছি সম্মুখে তব?

মায়াবিষ্ণু। — মানবের ঔরসে মানবীর গর্ভে
জন্ম যার, সেই তুমি
ভীত ত্রস্ত দুর্ব্ব মানব।

তারক। — না—না, নাহি আমি দুর্ব্বল মানব।
আমি দুর্জ্জয়—আমি দুর্ব্বার—
আমি বিশ্বত্রাস তারক-অসুর।
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-আদি দেবগণে
বন্দী করি আনিব কারায়।

মায়াবিষ্ণু। — হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—

তারক। — [ভয়ে কাঁপিতে লাগিল]
পুনঃ ওই গর্জ্জন ভীষণ!
নেত্রপথে দ্বাদশ-আদিত্য-জ্বালা
জ্ব'লে যায় সৃষ্টি বুঝি।

মায়াবিষ্ণু — বাঁচিবার থাকে যদি সাধ,
নহে মুক্তি দাও সবে;
নহে কালচক্রে নিষ্পেষিত হ'য়ে
মহাশূন্যে মিশে যাবে তুমি।

তারক — তথাপি প্রতিজ্ঞা মোর
মুক্তি নাহি দিব কোন জনে।
শিব-অনুকম্পায় পেয়েছি জীবন;

শিবকর্ম্ম-তরে যায় যদি প্রাণ,
তাহে নাহি ক্ষোভ মোর।

মায়াবিষ্ণু। পরে ও অজ্ঞান!
থাকে যদি বাঁচিবার সাধ,
তবে দেবতার যাহা কিছু
লয়েছ হাবিয়া—
অচিরে ফিরায়ে দাও;
নহে কালঘুম আঁখিপাতে
আসিবে নামিয়া।

তারক তবু কর্ত্তব্যেরে
হতাদরে ফেলিব না দূরে।

মায়াবিষ্ণু। রে অসুর!
এখনও কহি, মুক্তি দাও সবে।

তারক। শিব-অনুমতি বিনা
কারেও দিব না মুক্তি।

মায়াবিষ্ণু। ওরে শিবভক্ত!
তোর বিনাশ কারণ
শিবের প্রবৃত্তি হ'য়ে রূপান্তর
অভিনব শক্তিধররূপে
জেগেছে এবার।

তারক। সাবধান ওরে মায়াধর!

মায়াবিষ্ণু। সাবধান তুমি রে দানব!
অপেক্ষায় রহ'—
অচিরে আসিবে হেথা

সাথে ল'য়ে বিশাল বাহিনী
অভিনব সেই শক্তিধর।

[প্রস্থান

তারক। ওই—ওই উঠিছে হুঙ্কার,
পুনঃ আঁধার আবরে ধরা,
কোথা যাই—
কেমনেতে পাই পরিত্রাণ।
কোথা ওগো লক্ষ্মীমাতা!
সাজাইয়া ল'য়ে এসো
মহেশের পূজার সম্ভার!
আজি প্রাণভরে পূজিব মহেশে,
প্রাণভরে ডাকিয়া তাঁহারে
আনিব সম্মুখে মোর।
প্রাণ খুলে জিজ্ঞাসিব
কোন্ অপরাধে অপরাধী
আমি চরণে তাঁহার।

[প্রস্থান



দ্বিতীয় দৃশ্য

কৈলাস

গৌরী ও কার্ত্তিক

কার্ত্তিক। কেন মাতা ডেকেছ আমায় ?
অস্ত্রখেলা ফেলি
আসিতে হ'লো যে হেথা।
বল মাতা, কেন গো ডাকিলে
আজি এ হেন সময়ে ?

গৌরী। অস্ত্রবিদ্যা পরীক্ষার তরে
ডাকিলাম তোমা।
বল বৎস, কি কি অস্ত্র শিখিয়াছ তুমি ?

কার্ত্তিক। তব আশীর্ব্বাদে
একে একে সর্ব্ব-অস্ত্র
করায়ত্ত করেছি জননি।
শিখিব এবার পিতার সকাশে
পাশুপাত অস্ত্রের ব্যবহার।

গৌরী। পাশুপত মহাস্ত্রের
নাহি এবে প্রয়োজন।

কার্ত্তিক। বল মাতা
কোন্ অস্ত্রের পরীক্ষা নিতে
বাসনা তোমার ?

গৌরী। শুধু আমি নই পুত্র!
দেবগণসহ ত্রিভুবন
আছে প্রতীক্ষায়
নিতে তব অস্ত্রের পরীক্ষা

কার্ত্তিক। বল মাতা,
অব্যর্থ সন্ধানে বিধিব কাহারে?

মহেশ্বরের প্রবেশ

মহেশ্বর। ষড়ানন।

কার্ত্তিক। পিতা!

মহেশ্বর। কি করিছ হেথা পুত্র?

কার্ত্তিক। অস্ত্রের পরীক্ষা দিতে
আসিয়াছি মাতার সকাশে।

মহেশ্বর। কি কি অস্ত্র শিখিয়াছ?

কার্ত্তিক। গদা, অসি, শূল, ধনু,
বল পিতা,
কোন্ অস্ত্রের দিব গো পরীক্ষা?

শ্রীবিষ্ণুর প্রবেশ

শ্রীবিষ্ণু। একসঙ্গে সমস্ত অস্ত্রের
পরীক্ষার প্রয়োজন তব।
ওঠো—জাগো—কুমার নবীন।

মহেশ্বর। এসো নারায়ণ—

গৌরী। এসো দেব!

শ্রীবিষ্ণু। আছে কি স্মরণ মাতা!
কুমারের জন্মের কারণ?

গৌরী। জানি দেব! দানবে নাশিয়া—
দেবতার দেবত্ব রক্ষিতে,
উদ্ধারিতে লক্ষ্মী ও শচীরে
ষড়ানন জন্মিয়াছে এ মহা মহীতে।

শ্রীবিষ্ণু। তাই আমি আজি চাই
তব পুত্রকরে তুলে দিতে
দেব-সৈনাপত্যভার।

গৌরী। এই নবীন বয়সে হবে কি সক্ষম
বহিবারে হেন গুরুভার?

শ্রীবিষ্ণু। তব আশীর্ব্বাদে হইবে সক্ষম মাতা!
আজি এই শুভক্ষণে
ষড়াননে ধরিলাম
দেব-সেনাপতিপদে।
নবীনেরই প্রয়োজন
এ যুগের আঁধার নাশিতে।
আশীর্ব্বাদ দিয়ে
দাও গো বিদায় তনয়ে তোমার।

গৌরী। তোমারি ইচ্ছায় ফুটেছে নবীন রূপ,
আমি সেথা ঢালিনু আশীষ।

[কার্ত্তিকের শিরচুম্বন

শ্রীবিষ্ণু। কর আশীর্ব্বাদ দেব'
দেব-সেনাপতি এই নবীন কুমারে।

মহেশ্বর। কার তরে নারায়ণ!
অকস্মাৎ রণ-আয়োজন?

শ্রীবিষ্ণু। ভুলেছ কি ভোলানাথ!
তব সৃষ্ট দানবকবলে
নির্য্যাতিত আজি ত্রিভুবন?

মহেশ্বর। হ্যাঁ—হ্যাঁ, হয়েছে স্মরণ—
আমারি নয়ন-অগ্নি
ছড়ায়ে পড়েছে বিশ্বমাঝে,
আজ পুনঃ আঁখির সলিলে
হবে নির্ব্বাপিত তাহা।
সেই ধারায় অভিষেক করিব
আজি নবীন কুমারে!

[কার্ত্তিকের শিরস্পর্শন

শ্রীবিষ্ণু। এসো সাথে নব সেনাপতি!
দেবতার বিশাল বাহিনী
সাথে যাবে তব।

কার্ত্তিক। প্রণাম জনক-জননী পদে।
নারায়ণ! প্রণাম তোমায়।

শ্রীবিষ্ণু। এসো মহেশ্বর, দেখিবে সম্মুখে
কুমারের অপূর্ব্ব বীরত্ব।

[গৌরী ব্যতিত সকলের প্রস্থান

গৌরী। দেবতার পরিত্রাণ-হেতু
পাষাণের বুকে জাগি'
সাধনায় মহেশেরে বরিলাম পতিরূপে।

ফুটেছে মানসে মোর
অদ্ভুত কুসুম.
বিশ্বের মঙ্গল তরে
আঁখিনীরে অভিসিক্ত করি
পাঠালাম দৈত্যরণে।
সার্থক সাধনা,
ধন্য মোর সাধনায় সে পঞ্চাগ্নি,
ধন্য আমি—
ধন্য মোর "পঞ্চাতপা" নাম।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

মন্দির প্রাঙ্গন

তারকাসুরের প্রবেশ

তারক — কে আছ কোথায়—
খুলে দাও প্রাসাদ দুয়ার,
দেখিবারে রুদ্রপূজা তারকের।
গো মাতঃ কমলে। খুলিয়া ভাণ্ডার
মুক্তহস্তে ধনরাশি কর বিতরণ—
যা আছে সঞ্চিত।

দৌবারিক—প্রহরি, কে কোথা?
খুলে দাও কারাদ্বার;
আজি মুক্ত—মুক্ত সবে।
শুন মোর সহচরগণ!
তারকের শুভ ব্রত-উদ্‌যাপন দিবে
নাহি দিবে ব্যথা কারো প্রাণে।
কর সবে শুভ শঙ্খধ্বনি,
তারকের মহাপূজা হোক্ সমাপন।

লক্ষ্মীর প্রবেশ

লক্ষ্মী। তারক—তারক!
তারক। মাতা!
লক্ষ্মী। কেন পুত্র আজি তব
অদ্ভুত এ আয়োজন?
তারক। আজি যে গো মাতা, সব সমাপন।
ইষ্টপূজা—ত্রিলোকে প্রভুত্ব—
অত্যাচার—দর্প—অভিমান—
সব হলে অবসান।
লক্ষ্মী। একি ভাবান্তর তব!
কেন হেরি তব চঞ্চল অন্তর?
বৎস, শিবের পূজার কারণ
উদ্‌ঘাটন কেন সর্ব্বদ্বার?
তারক যে শিবেরে ধরিয়া রাখিতে
করেছিনু রুদ্ধ সর্ব্বদ্বার,

সেই অবরুদ্ধ মন্দির হইতে
অন্তর্হিত মহেশ্বর।
তাই তার আবাহনে
এই আয়োজন।
সর্ব্বদ্বার খুলে আছি তার প্রতীক্ষায়।

লক্ষ্মী। উন্মুক্ত দুয়ার দেখি,
পশে যদি শত্রু হেথা?

তারক। শত্রু।
আজি শত্রু মোর কেহ নাই
এই ত্রিভুবনে।
শত্রু কেবা জানো মাতা?

লক্ষ্মী। তারক—

তারক। শত্রু মোর জন্ম শুধু।

[নেপথ্যে দেবসৈন্যগণ—"জয় কুমার কার্ত্তিকের জয়।]

ওই শোন দেবি!
জয়োল্লাস দেবতাদলের,
পেয়েছে নবীন নেতা—
আসে তাই তারক-দুয়ারে
যাও—অতিথিচর্য্যার
যথাবিধি কর আয়োজন।
আমি গো প্রস্তুত দিতে যোগ্য সম্ভাষণ।

লক্ষ্মী। তারক—তারক—
নাহি জানি কেবা তুমি।

[প্রস্থান

তারক। 　　জানো না কি দেবি।
　　　　পাষাণ জেগেছে এই তারক-মূর্ত্তিতে।
　　　　দুর্দ্দান্ত বজ্রযোগে
　　　　জেগেছিনু সৃষ্টিমাঝে,
　　　　আজি মহাশূন্যে মিশাতে তাহারে
　　　　পাষাণ মথিয়া শক্তি নেমেছে ধরায়—
　　　　সেই শক্তি-সুধা-সঞ্জীবিত
　　　　দুর্ব্বার নবীন এক উপনীত হেথা।

কার্ত্তিকের প্রবেশ।

কার্ত্তিক। 　তুমিই তারকাসুর ?
তারক। 　　স্বাগতম হে কুমার !
　　　　স্বাগতম্ হে নবীন অতিথি !
　　　　বাঃ, চমৎকার। তুমি বুঝি ছিলে
　　　　মোর স্বপ্নে স্বপ্নে ছেয়ে।
　　　　মথিত এ যুগবক্ষে
　　　　আজি শুভ পদার্পণ
　　　　দেব-সেনাপতিরূপে !
　　　　খুঁজিয়া না পাই তব
　　　　যোগ্য সম্ভাষণ।
কার্ত্তিক। 　চিনেছ আমায় তুমি ?
তারক। 　　চিনিব না ?
　　　　আমারই লাগিয়া
　　　　ঝরিল পাষাণে অশ্রু—

হিমকক্ষে বাসন্তী উন্মেষ,
সেথা তুমি ফলে ফুলে গড়া
অপূর্ব্ব নবীন জ্যোতিঃ !
এসো—এসো জনমের আলাপন
তোমা সনে আজ

কার্ত্তিক। রাখ ও প্রলাপ, ধর অস্ত্র—
অস্ত্রমুখে লহ পরিচয়।

তারক। অস্ত্র !
কোথা অস্ত্র ছুটিবে নবীন ?
ওই পেলব কোমল অন্তরে—
ফুলের হাসিতে ?

কার্ত্তিক। জেনো হে অসুর !
নহে শুধু পুষ্পের স্তবক,
আছে এর স্তরে স্তরে
বজ্র-সহিষ্ণুতা।
হউক পরীক্ষা—ক্ষতি কিবা তায় ?

তারক। পরীক্ষা তোমার নয়—
পরীক্ষা আমার।
বুঝিয়াছি মর্ম্মে মর্ম্মে
প্রকৃতির কঠোর ইঙ্গিতে
পুষ্পমাঝে বজ্র জ্বালা আজি।

কার্ত্তিক। ধর শির পেতে সেই জ্বালা—
বেদনা-মথিত এই নবীনের তেজ।

[অস্ত্র সন্ধান]

তারক। থাম—এত শাস্ত্র নয়—
এই শিরে বজ্র প্রতিহত,
এই বক্ষে বিষ্ণুচক্র নিথর স্তম্ভিত,
এই সে কটাক্ষে—
গ্রহকুল আকুল সন্ত্রস্ত।
ওই অস্ত্র সন্ধানের আগে
চাই পরিচয়—শুধু পরিচয়।

মহেশ্বরের প্রবেশ।

মহেশ্বর। আমি দেবো সেই পরিচয়।

তারক। তুমি যাহা দেবে পরিচয়,
অজ্ঞাত তা নয় তারকের।
বাঃ—সুন্দর তুমি!
ভয়াল কটাক্ষে যার
পাষাণ জাগ্রত,
উদ্দাম ইঙ্গিতে যার
বিশ্ববক্ষে প্রলয় তাণ্ডব,
পুনঃ শান্ত—সমাহিত
একটি তুড়িতে।
আরও সুন্দর সেই,
যেই শক্তি পাষাণ-দুহিতারূপে
করুণার প্রস্রবণ তুলি'
মাতৃকায় ভুবন ছাইল,
সেই ধারা পিয়ে—

অজেয় অমর শূর কুমার নবীন,
আর আমি হেথা ধূ-ধূ মরুভূমি।

মহেশ্বর। তারক—তারক—

তারক। আর কেন পিতা মমতার সম্বোধন?
বুঝিনু এবার পিতৃত্বেও পক্ষপাত।
এসো হে সুন্দর!
এইবার পরীক্ষা দোঁহার।
তুমি ঢলঢল কুমার কিশোর,
আমি দৈত্য প্রলয়ের দূত।
তুমি নব জলধর—আমি বজ্র-জ্বালা,
মিশে যাবো জলদের বুকে।

[অস্ত্র সন্ধান ও যুদ্ধ]

মহেশ্বর। [উন্মত্তভাবে] বেজেছে বিষাণ,
ওই শিঙার ভীষণ ধ্বনি।
ধ্বংস-সুরে গেয়ে যায় প্রকৃতি ভৈরবী।
যাক্— যাক্,
বজ্র গ'লে অশ্রুরূপে নেমে
ব'য়ে যাক্ শান্তি শতধারা।

[প্রস্থান

তারক। শান্তি—শান্তি—
শান্তি আজ অস্ত্রমুখে শুধু।

শ্রীবিষ্ণুর প্রবেশ

শ্রীবিষ্ণু। লভ শান্তি অসুর-প্রধান। [হাত পাতিলেন]

তারক।　শান্তিদাতা! [যুদ্ধ স্থগিত]
এসো—এসো প্রভু! বাঃ, সুন্দর
শান্তির পবিত্র শোভা!
ওই শোভা দেখিবার আশে
জনমের উদ্‌ভ্রান্ত ভ্রমণ বুঝি—

শ্রীবিষ্ণু। তারক—তারক—

তারক। কেন ও আকুল স্বর!
ভিক্ষা সাধ যুগে যুগে তব,
আজিও কি ভিক্ষার লাগিয়া
আসিয়াছ আমার সকাশে?
চমৎকার প্রার্থনা তব।
দাঁড়াও ক্ষণেক: দেখি—দেখি—

লক্ষ্মীর পুনঃ প্রবেশ।

লক্ষ্মী। কেন বৎস ডাকিছ আমায়?

তারক। আজ যে গো মাতা আহ্বানের দিন।
নয়নে ঘনায় সন্ধ্যা,
এই হেথা স্নিগ্ধ রত্নদীপ!
যাও মাতা,
গেয়ে যাও বিদায় রাগিণী
ওই রূপজ্যোতিতলে
দাঁড়াও ক্ষণেক দেবি!
সফল—সার্থক করি
জীবনের প্রত্যেক অধ্যায়।

লক্ষ্মী। তারক—তারক—

তারক। আর কেন মমতার সম্বোধন মাগো!
এতদিন করেছি প্রতিমা-পূজা,
মধ্যে তার পেয়েছি সন্ধান
পরমার্থ যাহা
সেই অখণ্ড পবিত্র রূপ।
ওই যে নয়নে মোর।
এসো—এসো দুর্যোগের সাথী—
এসো চির মনোহর!
এসো জন্ম-জন্মান্তরের বান্ধব!
ধর এ প্রতিমা—
পূজা শেষ, নাও নিরঞ্জনে।

[লক্ষ্মীকে শ্রীবিষ্ণুর করে দিলেন]

এইবার এসো হে নবীন!
মাতৃদত্ত মহাশর হানো বুকে মোর।

কার্ত্তিক। নহ শঙ্কাতুর তুমি?

তারক। কোথা শঙ্কা?
শঙ্কাহারী নয়নে যে মোর।
ওই যে যুগলরূপ!
ভ্রমণের—জনমের পথ নিঃশেষিত।

কার্ত্তিক। বুঝিয়াছি মনোভাব তব।

তারক। বুঝিতে কি থাকে বাকি?
পরিচয় আমিও লইনু
কোমলতা ঘেরা এক নবীনের তেজ।

কার্ত্তিক। তারক—তারক—

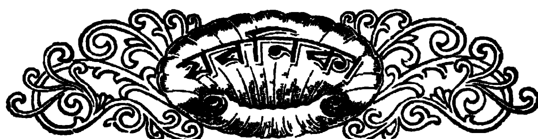
তারক পা, আর নয়—ভাষা স্তব্ধ—
ভাবের সমাধি এবে,
দাও মাতৃশক্তি বুকে।

কার্ত্তিক। [তারকের বক্ষ লক্ষ্য করিয়া শরত্যাগ করিল]

তারক। [আঘাত পাইয়া]
মা—মা, শক্তিমূলাধারা!
এত শান্তি পরশে মা তোর!
ওরে কুমার নবীন!
জয় হোক্ তোর।
যুগে, যুগে এইরূপ নবতেজ যেন
আসে এ ধরার বুকে
আলস্যের জড়তা মুছিতে।
আঃ—নারায়ণ—

[নির্ব্বাণ]

—— —— ——



Printed by—Anil Kumar Chandra, at the Jagadhatri Press, 5/2, Sibkrishna Daw Lane, Calcutta—7